অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেখান থেকে চলে এলাম। 'কারনুছ-ছায়ালেবে' এসে আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। আমি মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে একটি মেঘখণ্ড নজরে পড়ল, যা আমাকে ছায়া দিচ্ছিল। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ আপনার কওম আপনার সাথে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছে এবং জবাব দিয়েছে, তা আল্লাহ পাক শুনেছেন। এখন তিনি পর্বতমালার ফেরেশতাকে আপনার কাছে প্রেরণ করছেন। আপনি তাদের সম্পর্কে তাকে যা ইচ্ছা হুকুম করুন। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে আওয়াজ দিল এবং সালাম করল, অতঃপর বলল ঃ মোহাম্মদ! আল্লাহ পাক আপনার কওমের জবাব শুনেছেন। আমি পর্বতমালার ফেরেশতা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যে হুকুম করতে চান, করুন। আপনি চাইলে আমি এই পাহাড়দ্বয়কে তাঁদের উপর ছুঁড়ে মারব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না। আমি আশা করি আল্লাহতায়ালা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা লা শরীক আল্লাহর এবাদত করবে।

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন যে, আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে আরব গোত্রসমূহের সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলাম প্রচার করার আদেশ দিলেন। সেমতে তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি এবং হযরত আবূ বকর তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরবদের একটি মজলিসে উপস্থিত হলাম। মজলিসে মগরুফ ইবনে ওমর এবং হানী ইবনে কাবিছাও ছিল। মগরুফ বলল ঃ আপনি কিসের দাওয়াত দেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি এ বিষয়ের দাওয়াত দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মোহাম্মদ তার বান্দা ও রসূল। আমি আরও দাওয়াত দেই যে, তোমরা আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর এবং আমাকে সাহায্য কর। কেননা, কোরায়শরা আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে বিদ্রোহ করেছে, তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করছে এবং বাতিলের আশ্রয় নিয়ে সত্যের প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। আল্লাহতায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং প্রশংসিত।

মগরুফ বলল ঃ আল্লাহর কসম, এটা মর্ত্যের মানুষের কালাম নয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ করার আদেশ করেন। মগরুফ বলল ঃ আপনি উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কর্মের দাওয়াত দেন। যারা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করছে, তারা অপবাদ আরোপ করছে এবং বিদ্রোহ করছে।

নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ মনে রেখ, অচিরেই আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে পারস্য সাম্রাজ্য, তথাকার জনপদ ও ধনসম্পদের মালিক করে দিবেন এবং তাদের রমণীদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিবেন। তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

আবূ নয়ীম খালেদ ইবনে সায়ীদ থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের লোকজন হজ্বের মওসুমে মক্কায় আগমন করে। নবী করীম (সাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ তাদের কাছে চল এবং আমাকে তাদের সামনে পেশ কর। আবূ বকর (রাঃ) তাই করলেন। হুযূর (সাঃ) তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা বলল ঃ একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের নেতা হারেছা আসুক। কিছুক্ষণ পর হারেছা এলে সে বলল ঃ আমাদের মধ্যে ও পারসিকদের মধ্যে এখন যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমরা আবার এসে আপনার দাওয়াত সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করব।

যীকার নামক স্থানে বকর ইবনে ওয়ায়েলের যোদ্ধারা পারসিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তাদের নেতা হারিছা জিজ্ঞাসা করল ঃ যে ব্যক্তি তোমাদেরকে ধর্মের দাওয়াত দিয়েছিল, তাঁর নাম কি? লোকেরা বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)। হারেছা বলল ঃ তিনি তোমাদের প্রেমের উৎস। যুদ্ধে তারা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করল। এ সংবাদ শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার নাম ব্যবহার করে তারা বিজয়ী হয়েছে। বগভী বশীর ইবনে এয়াযিদ থেকে এবং কলবী আবূ ছালেহর মধ্যস্থতায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-কে যীকার যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হলে তিনি মন্তব্য করলেন ঃ এই প্রথমবার আরব আজমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে। আমার নামের বরকতে আরবরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ আমি আমদীর শরহে দিওয়ান-ই- আ'সাশী অধ্যয়ন করেছি। তাতে লিখিত আছে যে, যীকার যুদ্ধ নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরে সংঘটিত হয়েছে। বনী বকর ও পারসিকদের মোকাবিলা জিবরাঈল নবী করীম (সাঃ)-কে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। তিনি দু'বার দোয়া করেন এই বলে যে, পরওয়াদেগার! বনী-বকর ইবনে ওয়ায়েলকে মদদ কর। তৃতীয়বার তিনি তাদের জন্যে চিরস্থায়ী সাহায্যের দোয়া করার ইচ্ছা করলে জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি মকবুল দোয়ার অধিকারী। আপনি তাদের জন্যে চিরস্থায়ী সাহায্যের দোয়া করলে কেউ তাদের মোকাবিলা করতে তৈরী হবে না এবং তারা সকলের উপর প্রবল থাকবে। মোটকথা, হুযূর (সাঃ)-এর দোয়ার কারণে যখন পারসিকরা পরাজয়বরণ করল, তখন তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ এই প্রথমবার আরব আজমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিল। আরবরা আমার কারণে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াবেছা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওয়াবেছা আবসী তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় আমাদের কাছে আসেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। আমরা তাঁর কথা মানলাম না। অথচ এই অস্বীকৃতির মধ্যে আমাদের কোন কল্যাণই ছিল না। মায়সারা ইবনে মসরুক আবসীও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বলল ঃ আমি কসম খেয়ে বলছি– তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। তাঁর দাওয়াত অবশ্যই প্রবল হবে এবং প্রত্যেকেই গন্তব্যস্থলে পৌছুবে। কিন্তু কওম তা মানল না এবং দেশে ফিরে গেল। ফেরার পথে মায়সারা তাদেরকে বলল ঃ চল, আমরা ফদকে যাই। সেখানে ইহুদীরা বাস করে। আমরা তাদের কাছে এই নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। সেমতে তারা ইহুদীদের কাছে পৌছল। ইহুদীরা একটি কিতাব খুলে তাতে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কিত এই আলোচনা পাঠ করল ঃ তিনি হবেন নবী উম্মী আরবী। তিনি গাধায় আরোহণ করবেন এবং এক টুকরা রুটিতে সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি না দীর্ঘদেহী হবেন, না স্থূলদেহী। কেশ পুরাপুরি কুঞ্চিতও হবে না এবং পুরাপুরি সোজাও হবে না। তাঁর উভয় চোখে লালিমা থাকবে এবং দেহের রঙ লালিমা মিশ্রিত হবে। অতঃপর ইহুদীরা বলল ঃ যিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি এরূপ হলে তোমরা তাঁর কথা মেনে নাও এবং তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাও। আমরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত। তাই আমরা তাঁর অনুসরণ করব না। তবে তাঁর পক্ষ থেকে আমরা বহুস্থানে বিপদাপদের সম্মুখীন হব। আরবের এমন কোন লোক থাকবে না, তিনি যার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না অথবা হত্যা করবেন না।

একথা শুনে মায়াসারা তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা শুনলে তো; ব্যাপারটি এখন সুস্পষ্ট। অতঃপর মায়াসারা বিদায় হজ্জে মুসলমান হয়ে যায়।

আবূ নয়ীম ও ওয়াকেদী ইবনে রুম্মান, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বনীকেন্দার বাসস্থানে এসে তাদের সামনে নিজেকে পেশ করেন। তারা তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করল। তাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক অথবা নিম্ন শ্রেণীর এক ব্যক্তি বলল ঃ অন্য লোকেরা তাঁর প্রতি অগ্রগামী হওয়ার পূর্বেই তোমরা তাঁর প্রতি অগ্রগামী হয়ে যাও। আল্লাহর কসম, কিতাবধারীরা বর্ণনা করত যে, হেরেমে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তাঁর সময়কাল আসন্ন।

আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাকের তরিক্বায় রেওয়ায়েত করেন যে, কেন্দা গোত্রের ইউসুফ নামক এক ব্যক্তি তার কওমের বড়দের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, শহরবাসী ও খর্জুর বাগানের অধিবাসীরা তাঁর সাহায্য করবে।

আবূ নয়ীম হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন আকাবায় আনছারের কাছ থেকে ইসলামের শপথ নেন, তখন অভিশপ্ত

শয়তান পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল ঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! বনী আউস ও খাযরাজ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করেছে। এতে মানুষ ভীত হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ এই আওয়াজ শুনে তোমরা ভীত হয়ো না। এটা অভিশপ্ত ইবলীশের আওয়াজ। তোমরা যাদেরকে ভয় কর, তাদের কেউ এই আওয়াজ শুনে না। কোরায়শরা সংবাদ পেয়ে সেখানে এল এবং সাহাবীগণের আসবাবপত্র তছনছ করতে শুরু করল। কিন্তু তাঁদেরকে দেখতে পেল না। অগত্যা তারা ফিরে গেল।

আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আকাবায় শপথ গ্রহণ সমাপ্ত হলে পাহাড় থেকে ইবলীশ আওয়াজ দিল ঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদকে ধ্বংস করতে চাইলে পাহাড়ের অমুক অমুক স্থানে যাও। মদীনাবাসীরা সেখানে তাঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। তখনই জিবরাঈল আগমন করলেন। হারেছা ইবনে নোমান ছাড়া কেউ তাঁকে দেখল না। হারেছা বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একজন শুভ্রবেশী লোককে আপনার ডানদিকে দণ্ডায়মান দেখেছি। লোকটি অজ্ঞাত মনে হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ভালই দেখেছ। ইনি জিবরাঈল (আঃ)।

আবূ নয়ীম ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনছারগণের মধ্য থেকে বারজন নকীব মনোনীত করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কুমন্ত্রণার আশ্রয় না নেয়। আমি তাদেরকেই গ্রহণ করেছি, যাদের প্রতি জিবরাঈল ইশারা করেছেন।

হিজরত

হাকেম ও বায়হাকী জরীর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আল্লাহতায়ালা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেন যে, এই তিনটি শহর থেকে যে শহরটি আপনি পছন্দ করবেন, সেটিই হবে আপনার দারুল হিজরত— এগুলো হল মদীনা, বাহরাইন এবং কনসুরীন।

ইমাম বোখারী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের দারুল-হিজরত আমাকে দেখানো হয়েছে। আমাকে একটি লবণাক্ত ভূমি দেখানো হয়েছে, যাতে খর্জুর বাগান রয়েছে। এটা দু'পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। একথা বলার সময় কেউ কেউ মদীনায় হিজরত করতে শুরু করে। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-ও হিজরতের প্রস্তুতি নেন। হুযূর (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ একটু অপেক্ষা কর। আমি আশা করি আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওত প্রাপ্তির পর মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। সাত ও আট বছর

পর্যন্ত তিনি আলো দেখতে থাকেন এবং আওয়াজ শুনতে থাকেন। তিনি মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা দারুন্নদওয়ায় (পরামর্শ সভায়) রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে হত্যা করতে একমত হয়। জিবরাঈল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আপনি রাত্রে যে জায়গায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন, সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না। তিনি কোরায়শদের চক্রান্ত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখনই তাঁকে সেখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিলেন।

বায়হাকী ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-তাঁর দরজায় দণ্ডায়মান কেরায়শদের কাছে এলেন। তাঁর হাতে ছিল এক মুঠি মাটি। তিনি এই মাটি তাদের মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহতায়ালা অপেক্ষমাণ কোরায়শ দলের দৃষ্টি শক্তি আচ্ছন্ন করে দিলেন। তারা হুযূর (সাঃ)-কে দেখল না। তিনি তখন সূরা ইয়াসীন শুরু থেকে فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত তেলাওয়াত করছিলেন।

ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা, আয়েশা বিনতে কুদামা ও সুরাকা ইবনে জা'শম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বাইরে আসেন, তখন কোরায়শরা তাঁর গৃহের দরজায় বসা ছিল। তিনি এক মুঠি কংকর হাতে নিয়ে তাদের মাথার উপর ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতে করতে বের হয়ে গেলেন। কেউ অপেক্ষমাণ জনতাকে বলল ঃ তোমরা কার অপেক্ষায় বসে আছ? তারা বলল ঃ মোহাম্মদের অপেক্ষায়। লোকটি বলল ঃ তিনি তো তোমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। জনতা বলল ঃ আমরা তো তাঁকে দেখলাম না। অতঃপর তারা স্ব স্ব মাথা থেকে কংকর ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল।

এদিকে নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছুর পর্বতের গুহার দিকে চলে গেলেন এবং তাতে প্রবেশ করলেন। মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে দিল। কোরায়শরা হুযূর (সাঃ)-কে হন্যে হয়ে তালাশ করল। অবশেষে তারা গুহার দরজায় এসে উপস্থিত হল। কেউ কেউ বলল ঃ গুহার মুখে তো মাকড়সার জাল রয়েছে। মনে হয় এটা মোহাম্মদের জন্মেরও পূর্বেকার জাল। অতঃপর তারা ফিরে গেল।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বাইরে এসে এক মুষ্টি মাটি নিলেন। আল্লাহতায়ালা

শত্রুদেরকে অন্ধ করে দিলেন। তারা তাঁকে দেখল না। তিনি সেই মাটি তাদের মাথার উপর উড়াতে শুরু করলেন। তিনি তখন সূরা ইয়াসীনের প্রথম দিকের কয়টি আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন।

আবূ নয়ীম ওয়াকেদী ও হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আমি গৃহের জানালা দিয়ে সন্তর্পণে বের হলাম। সর্বপ্রথম আবূ জহলকে পেলাম। আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্ধ করে দিলেন। সে আমাকে ও আবূ বকরকে দেখল না। আমরা নির্বিঘ্নে চলে গেলাম।

বায়হাকী ইবনে শেহাব যুহরী ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা নবী করীম (সাঃ)-এর খোঁজে চতুর্দিকে বের হয়ে পড়ল। তারা তাঁকে ধরার জন্যে বিপুল অংকের পুরস্কার ঘোষণা করল। তারা ছুর পর্বতেও গেল। এখানেই ছিল সেই গুহা, যাতে নবী করীম (সাঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা পাহাড়ের উপরে আরোহণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ) ওদের আওয়াজ শুনলেন। আবূ বকর (রাঃ) ভয় পেলেন। তাঁর মধ্যে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। হুযূর (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ভয় ও উদ্বেগমুক্ত হয়ে গেলেন।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ আমি গুহায় নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তাদের কেউ আপন পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পায়ের নিচেই তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর! সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন আল্লাহতায়ালা?

আবূ নয়ীম হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ বকর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে গুহার বিপরীতে দেখে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কখনই নয়। এখন ফেরেশতা আপন পাখা দ্বারা তাকে আড়াল করে রেখেছে। তৎক্ষণাৎ লোকটি তাঁদের উভয়ের সামনে প্রস্রাব করতে বসে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর! সে তোমাকে দেখলে এরূপ করত না।

আবূ নয়ীম, ইবনে মরদুওয়াইহি, বায়হাকী ও ইবনে সা'দ আবূ মুছয়িব মক্কী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালেক, যায়দ ইবনে আরকাম এবং মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)-এর সাথে মোলাকাত করেছি। আমি তাঁদেরকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যে রাতে নবী করীম (সাঃ) গুহায় প্রবেশ করেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাঁর সামনে একটি বৃক্ষ অংকুরিত হয় এবং

তাঁকে আড়াল করে নেয়। আল্লাহ তায়ালার আদেশে একটি মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে আড়াল সৃষ্টি করে। এছাড়া আল্লাহর আদেশে দু'টি কবুতর এসে গুহার মুখে বসে যায়। কোরায়শ যুবকরা লাঠিসোটা ও তরবারি হাতে প্রতিটি পরিবার থেকে আগমন করে। তারা রসূলে করীম (সাঃ) থেকে চল্লিশ হাত দূরত্ব পর্যন্ত এসে যায়। তাদের এক ব্যক্তি গুহার দিকে তাকিয়ে কবুতর দু'টিকে দেখে ফিরে গেল। তার সঙ্গীরা বলল ঃ গুহার ভিতরে দেখলে না কেন? সে বলল ঃ গুহার মুখে কবুতর বসে থাকতে দেখে আমি বুঝেছি যে, গুহায় কোন মানুষ নেই। নবী করীম (সাঃ) এ কথা শুনে বুঝে নেন যে, আল্লাহ তায়ালা কবুতর দু'টির মাধ্যমে এই মুশরিককে দূর করে দিয়েছেন। তিনি কবুতর দু'টির জন্যে দোয়া করলেন, তাদেরকে সনাক্ত করলেন এবং তাদের প্রতিদান নির্ধারণ করলেন। তারা হেরেমে চলে গেল এবং সেখানকার প্রত্যেক অংশে বাচ্চা দিল।

আবূ নয়ীম, ওয়াকেদী ও আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা এক রাতে মক্কায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে সলাপরামর্শ করল। কেউ বললঃ সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠে, তখনই তাঁকে বেড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দাও। কেউ বললঃ তাঁকে হত্যা কর। আবার কেউ বললঃ তাঁকে মক্কা থেকে বহিস্কার কর। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে মুশরিকদের এই পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি সে রাতেই গৃহ থেকে রওয়ানা হয়ে গুহায় পৌঁছে গেলেন। সকালে মুশরিকরা তাঁর পদচিহ্ন তালাশ করতে করতে এগিয়ে গেল। পাহাড়ে পৌঁছে তাদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে বললঃ সে গুহায় গেলে গুহার মুখে জাল থাকত না।

আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) গুহায় প্রবেশ করতেই মাকড়সা গুহার দরজায় জালের উপরজাল বুনে দিল শত্রুরা যখন গুহার কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কেউ বললঃ গুহার ভিতরে চল। উমাইয়া ইবনে খলফ বললঃ গুহায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, এর মুখে মোহাম্মদের জন্মের পূর্বেকার মাকড়সার জাল আছে। নবী করীম (সাঃ) সেদিন থেকে মাকড়সা নিধন করতে নিষেধ করে দেন এবং বলেনঃ এরা আল্লাহ তায়ালার লশকর।

আবূ নয়ীম আতা ইবনে মায়সারা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মাকড়সা দু'বার জাল বুনেছে– একবার দাউদ (আঃ)-এর সামনে যখন তালূত তাঁর খোঁজে ছিল এবং দ্বিতীয় বার হুযূর (সাঃ)-এর সামনে গুহায়।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবূ বকর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা আমাদেরকে খুঁজেছে; কিন্তু সুরাকা ইবনে মালেক ছাড়া কেউ

আমাদেরকে পায়নি। সে তার ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তালাশকারী লোকটি আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেনঃ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

যখন আমাদের ও তার মাঝখানে এক বর্শা অথবা তিন বর্শা পরিমাণ দূরত্ব রয়ে গেল, তখন নবী করীম (সাঃ) দোয়া করে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! আপনি যেভাবে চান, একে প্রতিহত করুন। এর পরই সে তার ঘোড়াসহ মাটিতে পেট পর্যন্ত ধসে গেল।

সুরাকা বললঃ মোহাম্মদ! আমার জানতে বাকী নেই যে, এটা আপনার কাজ। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন। যারা আমার পিছনে আপনার তালাশে আসছে, আমি তাদেরকে অন্যপথে পাঠিয়ে দিব। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। সে সেখান থেকে ফিরে গেল।

বোখারী সুরাকা ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সুরাকা বলেনঃ আমি নবী করীম (সাঃ) ও আবূ বকরের খোঁজে বের হলাম। তাঁর কাছে যেতেই আমার ঘোড়া হোচট খেল। আমি নেমে আবার সওয়ার হলাম। আমি হুযূর (সাঃ)-এর কেরাত শুনলাম। তিনি কারও প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। আবূ বকর (রাঃ) খুব বেশি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। একবার আমার ঘোড়ার সামনের পদদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত ভূগর্ভে চলে গেল। আমি উপর থেকে পড়ে গেলাম এবং ঘোড়াকে শাসালাম। ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তার পা থেকে ধূলি উত্থিত হল, যা আকাশে ধোঁয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি হুযূর (সাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে উচ্চস্বরে অভয় প্রার্থনা করলাম। তাঁরা উভয়েই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। মোটকথা, আমি যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলাম এবং যা কিছু দেখলাম, তা থেকে আমার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

ইবনে সা'দ বায়হাকী ও আবু নয়ীম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) রওয়ানা হলে এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ) পিছন ফিরে তাকিয়ে জনৈক অশ্বারোহীকে দেখতে পান। সে তাঁদের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই অশ্বারোহী আমাদের কাছে এসে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ

اللهم اصرعه আল্লাহ! একে ভূতলশায়ী করুন। সেমতে অশ্বারোহী ভূতলশায়ী হয়ে আরয করলঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক এবং কাউকে আমাদের কাছে আসতে দিয়ো না।

মোটকথা, এই অশ্বারোহী দিনের শুরুতে হুযূর (সাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল এবং দিনের শেষভাগে তাঁর পাহারাদার হয়ে গেল। এ সম্পর্কেই সুরাকা আবু জহলকে বলেছিলঃ

আবুল হাকাম! আল্লাহর কসম, যদি তুমি তখন উপস্থিত থাকতে, যখন আমার ঘোড়ার পা ভূগর্ভে চলে যাচ্ছিল, তবে সন্দেহাতীতরূপে জানতে পারতে যে, মোহাম্মদ সত্যপ্রমাণসহ আল্লাহর রসূল। অতএব তাঁর মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই?

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর সাথে গুহায় ছিলেন। তাঁর পিপাসা লাগলে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ গুহার প্রধান অংশের দিকে যাও। সেখানে পানি পান কর। অতঃপর তিনি সেদিকে গেলেন এবং পানি পান করলেন। সেই পানি মধুর চেয়ে মিষ্ট, দুধের চেয়ে সাদা এবং মেশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত ছিল। আবূ বকর (রাঃ) পানি পান করে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ জান্নাতের নহরসমূহে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল-ফেরদাউসের নহর গুহার প্রধান অংশে প্রবাহিত করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে তুমি পান করতে পার। (ইবনে আসাকিরের মতে এই রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল।)

ইমাম বোখারী বলেনঃ আমি আবূ মোহাম্মদ কুফীর মুখে শুনেছি- যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের ইচ্ছা করেন, তখন লোকেরা মক্কায় একটি আওয়াজ শুনতে পায়। কেউ বলছিলঃ যদি উভয় সা'দ মুসলমান হয়ে যায়, তবে নবী করীম (সাঃ) শান্তিতে থাকতে পারবেন। কোন বিরাধীর বিরুদ্ধাচরণের আশংকা থাকবে না। কোরায়শরা এ কথা শুনে বললঃ এই উভয় সা'দ কারা, তা আমরা জানতে পারলে তাদেরও দফারফা করে দিতাম। কোরায়শরা পরদিন রাতে আবার কাউকে বলতে শুনলঃ হে সা'দ ইবনে আউস ও সা'দ খাযরাজাইন, তোমরা হেদায়াতের দিকে আহবানকারীর দাওয়াত কবুল করে নাও এবং আল্লাহর কাছে ফেরদাউসে মর্তবা লাভের কামনা কর।

রাবী বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে আউস বলে সা'দ ইবনে মুয়ায এবং সা'দ খাযরাজাইন বলে সা'দ ইবনে ওবাদাকে বুঝানো হয়েছে।

আবূ নয়ীম আসমা বিনতে আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হিজরতের পর তিন রাত্রি পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন দিকে গেছেন। অবশেষে এক জিন মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে কিছু কবিতা পাঠ করতে করতে এল। মানুষ তার আওয়াজ শুনে তার পিছনে পিছনে যেত; কিন্তু তাকে দেখতে পেত না। অবশেষে সে মক্কার উপরিভাগ থেকে এ কথা বলতে

বলতে আত্মপ্রকাশ করলঃ পরওয়ারদেগার! সেই সঙ্গীদ্বয়কে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন, যাঁরা বলেছেন যে, উম্মে মা'বাদের দু'টি তাঁবু আছে।

বগভী, ইবনে মান্দা, তিবরানী প্রমুখ অনেক আলেম জায়শ ইবনে খালেদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে হিজরত করার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, তাঁর গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রা এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত। তাঁরা খোযায়া গোত্রের মহিলা উম্মে মা'বাদের দু'তাঁবুর কাছ দিয়ে গমন করেন। উম্মে মা'বাদ বয়োবৃদ্ধা, সতী, বিচক্ষণ ও চতুর মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর তাঁবুর বাইরে চাদর আবৃতা হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অকপটে পথিকদেরকে পানি পান করাতেন এবং খাদ্য খাওয়াতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে মা'বাদের কাছে গোশত ও খেজুর ক্রয় করতে যেয়ে কিছুই পেলেন না। তিনি তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি ছাগল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কেমন ছাগল? উম্মে মা'বাদ বললেনঃ এ ছাগলটি অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে। তাই অন্য ছাগলদের সাথে চারণভূমিতে যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এর মধ্যে দুধ আছে কি?

উম্মে মা'বাদ বললেনঃ এটি খুব বেশি রুগ্ন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তুমি এর দুধ দোহন করার অনুমতি দিবে কি? উম্মে মা'বাদ বললেনঃ এতে দুধ আছে বলে অনুমান করলে আপনি দোহন করতে পারেন।

হুযূর (সাঃ) নিজের বরকতময় হাত দিয়ে ছাগলের ওলান মলে দিলেন। উম্মে মা'বাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন। ছাগল দুধ দোহন করার জন্যে পদযুগল ছড়িয়ে দিল। হুযূর (সাঃ) একটি বড় পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করতে লাগলেন। পাত্রটি দুধে ভরে গেল। এবং উপরে ফেনা উঠল। তিনি উম্মে মা'বাদকে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করালেন। অতঃপর নিজের সঙ্গীদেরকে পান করালেন। তারাও তৃপ্ত হয়ে খেলেন। সকলের শেষে হুযূর (সাঃ) নিজে পান করলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সকলেই এই দুধ পান করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয়বার এই পাত্রে দুধ দোহন করলেন। পাত্র আবারও ভরে গেল। তিনি এই দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে দিলেন। উম্মে মা'বাদ মুগ্ধ হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করলেন। অতঃপর হুযূর (সাঃ) সঙ্গীগণসহ সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ কৃষ ছাগপাল হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তিনি বাড়ীতে দুধের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে এত দুধ কোত্থেকে এল? বাড়ীতে তো একটি মাত্র রুগ্ন ছাগল আছে, যা চারণভূমিতে যায়নি। এছাড়া বাড়ীতে তো কোন দুধের উষ্ট্রীও নেই।

উম্মে মা'বাদ বললেনঃ আমাদের কাছ দিয়ে একজন মহান ব্যক্তি গমন করেছেন। এটা তারই কীর্তি। আবূ মা'বাদ বললেনঃ তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ বললেনঃ আমি এমন এক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, যাঁর বাহ্যিক অবস্থা পুতঃপবিত্র, সৌন্দর্যময়, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, চরিত্রবান ও সুশ্রী; কোমর মোটা কিংবা পাতলা হওয়ার দোষ থেকে মুক্ত। তাঁর উভয় চোখে অত্যধিক লালিমা ও শুভ্রতা আছে। পলক বক্র, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, গ্রীবা দীর্ঘ এবং দাড়ি ঘন। ভ্রূ পাতলা, দীর্ঘ এবং সংযুক্ত। তিনি চুপ থাকলে গাম্ভীর্যময় এবং কথা বললে মাথা অথবা হাত উত্তোলন করেন। মনে হয় তিনি সকল মানুষ অপেক্ষা সুশ্রী, কমনীয়, মিষ্ট ও সুন্দরতম। তাঁর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য আলাদা আলাদা মনে হয়। কথা কমও বলেন না, বেশিও বলেন না। তাঁর কথাবার্তা মালায় গাঁথা মণিমুক্তার অনুরূপ। তাঁর গড়ন মাঝারি– না বেশি লম্বা, না বেশি বেঁটে। সঙ্গীরা তাঁকে ঘিরে রাখেন। তিনি কোন কথা বললে সঙ্গীরা একদম চুপ হয়ে শুনে। কোন কাজের আদেশ করলে সঙ্গীরা সকলেই এগিয়ে যায়। তিনি কর্কশভাষীও নন এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়িও করেন না।

আবূ মা'বাদ এই বর্ণনা শুনে বললেনঃ খোদার কসম, ইনি কোরায়শ বংশের সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আমি মক্কায় শুনেছি।

প্রত্যুষে মক্কায় একটি উচ্চ আওয়াজ শ্রুত হতে লাগল। লোকেরা কেবল আওয়াজ শুনত; কিন্তু কে আওয়াজ করছে, তা জানার উপায় ছিল না। কেউ এই কবিতা পাঠ করছিল

جزى الله رب الناس خير جزائه

رفيقين قالا خيمتى ام معبد

মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ্ সেই সঙ্গীদ্বয়কে উত্তম প্রতিদান দিন, যারা বলেছেন- উম্মে মা'বাদের দু'টি তাঁবু রয়েছে।

هما نزلاها بالهدى فاهتدت به

فقد فازمن امسى رفيق محمد

সেই সঙ্গীদ্বয় হেদায়াতসহ তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। অতঃপর উম্মে মা'বাদ নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হলেন। যে ব্যক্তি মোহাম্মদের সঙ্গী হয়, সে সফলকাম হয়।

فيال قصى ما زوى الله عنكم

به من افعال لا تجازى وسودد

হে কুছাই সম্প্রদায়! আল্লাহতায়ালা এই রসূলের কারণে তোমাদের থেকে অবিনিময়যোগ্য সৎকর্ম ও নেতৃত্ব দূর করেননি।

ليهن بنى كعب مقام فتاتهم

ومقعدها للمؤمنين لمبرصد

سلوا اختكم ان شاتها وانائها

فانكم ان تسئلوا الشاة تشهد

তোমরা তোমাদের বোন উম্মে মা'বাদকে তার ছাগল ও পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা কর। তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বর্ণনা করবে।

وعاهابشاة مائل فتحلبت

له بصريح صلوة الشاة مزبد

রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে মা'বাদের কাছ থেকে এক বছরের ছাগল চেয়ে নিলেন। ছাগলের স্তন তার জন্যে এত বেশি খাঁটি দুধ দিল যে, তার উপর ফেনা উঠে গেল।

فغلارهارهنالديها بحالب

يرودها فى مصدر نم مورد

হুযূর (সাঃ) ছাগলটি দুধ দেয়ার জন্যে উম্মে মা'বাদের মালিকানায় ছেড়ে দিলেন। উম্মে মা'বাদ এই ছাগলকে পানি পান করানোর জায়গায় আনতেন।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, উম্মে মা'বাদ বর্ণনা করতেন- নবী করীম (সাঃ) যে ছাগলের ওলান টিপে দুধ বের করেছিলেন, তা আমাদের কাছে হযরত ওমর ফারুকের শাসনামল পর্যন্ত ছিল। আমরা সকাল-বিকাল তার দুধ দোহন করতাম। যখন খরার কারণে মাঠে ঘাস থাকতনা, তখনও আমরা দুধ দোহন করতাম।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ আমি মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে এক আরব গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। হুযূর (সাঃ) সম্মুখে একটি গৃহ দেখে সেদিকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন সেখানে অবতরণ করলাম, তখন গৃহে এক মহিলা ছাড়া কেউ ছিল না। এটা ছিল বিকাল বেলা। মহিলার পুত্র কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে এল। মহিলা পুত্রকে বললঃ এ ছাগলটি মেহমানদের কাছে নিয়ে যাও, যাতে এটি যবেহ করে তারা গোশত খেয়ে নেয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) ছেলেটিকে বললেনঃ এই ছুরি নিয়ে যাও এবং একটি পিয়ালা আন। ছেলেটি বললঃ এ ছাগলটি মাঠে ঘাস খেতে যায়নি। তাই এর মধ্যে দুধ নেই। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ যাও, পিয়ালা নিয়ে এসো। সে পিয়ালা নিয়ে এল। নবী করীম (সাঃ) ছাগলের ওলান মললেন, অতঃপর দুধ দোহন করলেন। অবশেষে দুধে পাত্র ভরে গেল। হুযূর (সাঃ) ছেলেকে বললেনঃ এ দুধ তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। তার মা দুধপান করে তৃপ্ত হয়ে গেলেন। ছেলেটি পিয়ালা নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) তাকে বললেনঃ এ ছাগলটি নিয়ে যাও এবং অন্য একটি নিয়ে এস। হুযূর (সাঃ) এ ছাগল থেকেও দুধ দোহন করলেন এবং আবু বকর (রাঃ)কে পান করালেন। অতঃপর তৃতীয় ছাগল আনিয়ে তার দুধও দোহন করলেন এবং নিজে পান করলেন।

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাতে সেখানে অবস্থান করে আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। উম্মে মা'বাদ হুযূর (সাঃ)-কে মোবারক (বরকতময়) নামে অভিহিত করতেন। তাঁর ছাগলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি তাঁর ছাগলগুলো মদীনায় নিয়ে আসেন। (ইমাম বায়হাকী বলেনঃ এ মহিলা উম্মে মা'বাদ ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়।)

তিবরানী, আবু নয়ীম, আবু ইয়ালা ও হাকেম হযরত কায়স ইবনে নোমান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গোপনে রওয়ানা হলেন, তখন এক গোলামের কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে তখন ছাগল চরাচ্ছিল। তাঁরা গোলামের কাছে দুধ চাইলেন। সে বললঃ আমার কাছে কোন দুধের ছাগল নেই। তবে একটি ভেড়া আছে, যা শীতের শুরুতে গর্ভবতী হয়েছিল। এর দুধ দোহন করা হয়ে গেছে। এখন তার মধ্যে কোন দুধ অবশিষ্ট নেই।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এটিই আন। গোলাম ভেড়াটি নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) দুধ বের করার জন্যে তার পদদ্বয় আপন গোছা ও উরুর মাঝখানে রেখে ওলান মললেন। অতঃপর দোয়া করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পাত্র নিয়ে এলেন।

হুযূর (সাঃ) দুধ বের করে আবু বকর (রাঃ)-কে পান করালেন। অতঃপর পুনরায় দুধ বের করে গোলামকে পান করালেন। এরপর আবার দুধ বের করে নিজে পান করলেন। গোলাম অবাক হয়ে বললঃ আপনি কে? খোদার কসম, আমি আপনার মত ব্যক্তিত্ব কখনও দেখিনি। তিনি বললেনঃ আমি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ। গোলাম বললঃ আপনি সে ব্যক্তি, যাঁকে কোরায়শরা ছাবী বলে? তিনি বললেনঃ কোরায়শরা তাই বলে। গোলাম বললঃ আমি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। আপনি যে কাজ করেছেন, তা নবী ছাড়া কেউ করতে পারে না।

আবু নয়ীম হযরত মালেক ইবনে আউস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হিজরতের উদ্দেশে রওয়ানা হন, তখন জাহফা নামক স্থানে আমাদের উট ছিল। এ উটের কাছ দিয়ে গমন করার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এগুলো কার উট? কেউ বললঃ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তির। তার নাম মসউদ। হুযূর (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ ইনশাআল্লাহ তুমি সৌভাগ্য অর্জন করবে।

বোখারী আবদুল্লাহ ইবনে হারেছা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুলছুম ইবনে হা'দামের গৃহে অবতরণ করলেন। কুলছুম তার গোলামকে "ইয়া নাজিয়ু" বলে ডাক দিল। হযরত (সাঃ) আবু বকরকে বললেনঃ তুমি সফলতা অর্জন করেছ।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম(সাঃ) মদীনায় আগমন করে এক জায়গায় উষ্ট্রীকে বসালেন। অনেক মুসলমান তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গৃহে চলুন। অতঃপর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ আমার উষ্ট্রীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। উষ্ট্রী তাঁকে বর্তমান মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরের জায়গায় নিয়ে এল। তিনি তাকে সেখানেই বসিয়ে দিলেন।

বায়হাকী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে আনছার নারী পুরুষরা হাযির হয়ে আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গৃহে চলুন। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ উষ্ট্রীকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। কেননা, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। অতঃপর উষ্ট্রী হযরত আবু আইউব আনছারী (রাঃ)-এর দরজায় যেয়ে বসে গেল। বনী-নাজ্জারের বালিকারা

দফ বাজাতে বাজাতে এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে গৃহের বাইরে চলে এলঃ

نحن جوار من بنى النجار + ياحبذا محمدا من جار

আমরা নাজ্জার বংশের সম্ভ্রান্ত বালিকা। মোহাম্মদ (সাঃ) কি চমৎকার প্রতিবেশী!

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন নবী করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলেন, তখন মহিলারা ও শিশুরা এ কবিতা পাঠ করছিল ঃ

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا + مادعا لله داع

আমাদের উপর ছানিয়াতুল বিদা থেকে চতুর্দশীর চাঁদ উদিত হয়েছে। অতএব, আল্লাহর শোকর করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে গেছে যে পর্যন্ত কোন আহ্বানকারী আল্লাহর পথে আহ্বান করে!

হাকেম ও বায়হাকী হযরত ছোহায়ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমাকে তোমাদের হিজরত ভূমি দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা কংকরময় ভূমির মাঝখানে লবণাক্ত ভূমি- যা হয় হিজর হবে, না হয় ইয়াছরিব (মদীনা)।

ছোহায়ব (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ছিলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু কোরায়শ যুবকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলাম। সে রাতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম- বসলাম না। লোকেরা বললঃ পেটব্যথার কারণে আল্লাহ্ তোমাকে আটকে রেখেছেন। বাস্তবে আমার কোন অসুখ ছিল না। তারা আমার এ অবস্থা দেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলে তাদের কয়েকজন এসে আমাকে ধরে ফেলল। তারা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আমি বললামঃ আমি তোমাদেরকে কয়েক ওকিয়া স্বর্ণ দিলে তোমরা আমাকে ছেড়ে দিবে কি? তারা এটা মঞ্জুর করল। আমি তাদেরকে মক্কার দিকে নিয়ে গেলাম এবং বললামঃ এ দরজার চৌকাঠের নিচে গর্ত খনন কর। এখানে কয়েক ওকিয়া স্বর্ণ আছে। অতঃপর আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কুবা থেকে মদীনা রওয়ানা হওয়ার আগেই আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে তিনবার বললেনঃ আবূ ইয়াহইয়া সাফল্য অর্জন করেছে। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আগে আপনার কাছে কেউ আসেনি। আমার ঘটনা সম্পর্কে জিবরাঈলই তাঁকে অবগত করেছেন।

ইহুদীদের আগমন ও বিভিন্ন প্রশ্ন করা

ইবনে সা'দ তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মাজা ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন দলে দলে লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়। আমিও (তিনি তখন একজন ইহুদী আলেম ছিলেন।) তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল দেখার জন্যে তাদের সাথে এলাম। আমি তাঁর নূরানী চেহারা দেখেই চিনে নিলাম যে, এটা কোন মিথ্যুকের মুখমন্ডল নয়। সর্বপ্রথম যে বাক্যগুলো আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তা ছিল এইঃ তোমরা নিরন্নকে অন্ন দিবে। অধিক পরিমাণে সালাম বিনিময় করবে। আত্মীয়তা বজায় রাখবে। রাতের বেলায় মানুষ যখন নিদ্রা যায়, তখন নামায পড়বে। তাহলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

বোখারী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ শুনে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেনঃ আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। নবী ছাড়া কেউ এগুলোর জবাব জানে না। প্রথম প্রশ্নঃ কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আলামত কোন্‌টি?

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ জান্নাতীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কি হবে?

তৃতীয় প্রশ্নঃ সন্তান তার পিতামাতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেন হয়?

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এসব বিষয় সম্পর্কে জিবরাঈল আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত সে অগ্নি, যা মানুষের সামনে পূর্ব থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম পর্যন্ত যাবে। জান্নাতীদের সর্বপ্রথম খাদ্য হবে, মাছের কলিজার অংশ। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের অগ্রে নির্গত হয়, তখন সন্তান পিতার অনুরূপ হয়। এর বিপরীত হলে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়।

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি আরও আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহুদীরা মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী জাতি। আপনি আমার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য জানার পূর্বেই যদি তারা জানতে পারে যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি, তবে তারা আমার বিরুদ্ধেও মিথ্যা অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হবে না। সে মতে এরপর ইহুদীরা হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বললঃ তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সে মুসলমান হয়ে গেলে তোমাদের কি অভিমত? তারা বললঃ আল্লাহ তাঁকে এ বিষয় থেকে হেফাযতে রাখুন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাইরে তাদের সম্মুখে এলেন এবং বললেনঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

তখন ইহুদীরা বললঃ সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির সন্তান।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এ বিষয়ে আশংকা করেই আপনাকে পূর্বের কথাগুলো বলেছিলাম।

বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি যখন নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে অবগত হই এবং তাঁর গুণাবলী, নাম ও দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে পরিচিত হই, তখন আমি এ বিষয়টি গোপন রাখি। আমি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ চুপ ছিলাম। অবশেষে তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁর আগমন সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিল। আমি তখন খেজুর গাছে চড়ে কর্মরত ছিলাম। আমার ফুফী গাছের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন। সংবাদ শুনামাত্রই আমি তকবীর বললাম। আমার ফুফী বললেনঃ তুমি মূসা ইবনে এমরানের সংবাদ পেলে এর বেশী বলতে না। আমি বললামঃ ফুফী! ইনি মূসা ইবনে এমরানের ভাই। তাঁকে সেসব বিধান দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছে, যেগুলো দিয়ে মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল।

ফুফী বললেনঃ ভাতিজা, তিনি কি সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তিনি কিয়ামতের পূর্বে প্রেরিত হবেন? আমি বললামঃ হাঁ, ইনি সেই নবী।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেনঃ এরপর আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অবশিষ্ট হাদীস পূর্বরূপ। বায়হাকী এ রেওয়ায়েতটি মাকবরী থেকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সেই কাল দাগ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন, যা চাঁদের গায়ে দেখা যায়। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তারা উভয়েই মূর্খ ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ

আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে মিটিয়ে দিয়েছি। এখন চাঁদে যে কাল দাগ পড়েছে, সেটা মিটানোর দাগ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি আল্লাহর রসূল।

আবূ নয়ীম, বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক ছফিয়্যা (রাঃ) বিনতে হুয়াই থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ)-এর আগমনের দ্বিতীয় দিন তাঁর কাছে আমার পিতা ও পিতৃব্য আবু ইয়াসির ইবনে আখতাব গেলেন। দিবাশেষে তারা উভয়েই ফিরে এলেন। আমি শুনতে পেলাম আমার চাচা আমার পিতাকে বলছিলেনঃ ইনি কি তিনিই? আমার পিতা বললেনঃ নিঃসন্দেহে ইনি তিনিই।

চাচা বললেনঃ তুমি তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণ পরিচয় লাভ করেই এ কথা বলছ? পিতা বললেনঃ হাঁ। চাচা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে? পিতা বললেনঃ আমি যতদিন জীবিত থাকব, আমার মনে তাঁর প্রতি শত্রুতাই থাকবে।

হাকেম আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি ইহুদী পরিবারে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বারজন লোক এমন দাও, যারা আল্লাহ তায়ালার তওহীদে ও আমার রেসালাতে বিশ্বাসী হবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আকাশের নিচে অবস্থানকারী প্রতিটি ইহুদীর উপর থেকে সেই ক্রোধ প্রত্যাহার করে নিবেন, যা তিনি তাদের উপর নাযিল করেছেন।

ইহুদীরা নির্বাক রইল। কেউ কোন জবাব দিল না। হুযূর (সাঃ) একই কথা পুনরায় তাদের কাছে রাখলেন। কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমরা অস্বীকার করেছ। আল্লাহর কসম! আমি হাশের, আমি আকিব এবং আমি নবী মুস্তফা। তোমরা ঈমান আন অথবা মিথ্যারোপ কর এতে কিছু যায় আসে না। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমরা উপাসনালয় থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে এক ব্যক্তি পিছন থেকে বললঃ আসুন। হুযূর (সাঃ) তার দিকে ফিরলেন। সে ইহুদীদের উদ্দেশে বললঃ বল, আমার সম্পর্কে তোমরা কি জান? ইহুদীরা জওয়াব দিলঃ তওরাতের জ্ঞান, তার মাধ্যমে বিধি-বিধান চয়ন করার কাজে আপনি এবং আপনার পিতৃপুরুষদের চেয়ে অধিক দক্ষ ও পারদর্শী কেউ আছে বলে আমরা জানি না। লোকটি ইহুদীদের উদ্দেশে আরও বললঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি– ইনি আল্লাহ তায়ালার সেই নবী, যাঁর আলোচনা তোমরা তওরাতে পেয়ে থাক। জবাবে ইহুদীরা বললঃ তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর তারা আগের কথা প্রত্যাখ্যান করল এবং নিন্দা বর্ণনা করল।

ইহুদীদের এসব কথাবার্তা শুনে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কখনও তোমাদের কথা মেনে নিবেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ الاية

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদল ইহুদী নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আমরা আপনাকে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করছি। এগুলো নবী ছাড়া কেউ জানে না। আপনি বলুন (১) বনী ইসরাঈল নিজেদের উপর কোন খাদ্যটি হারাম করেছিল? (২) পুরুষের বীর্য সম্পর্কে বলুন, এর দ্বারা পুত্র সন্তান এবং কন্যাসন্তান কিরূপে হয়? (৩) সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং নবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমূলক পার্থক্য কি?

ইহুদীদের প্রশ্ন শুনে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, তোমরা জান ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মান্নত করেন যে, যদি আল্লাহ তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তবে পানাহারের বস্তু সমূহের মধ্যে যে বস্তুটি তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়, সেটি নিজের উপর হারাম করবেন। অতঃপর আরোগ্য লাভের পর তিনি নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নেন। ইহুদীরা এ জবাব সত্যায়ন করল।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বললেনঃ তোমরা জান যে, পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয় এবং নারীর বীর্য পাতলা ও হলদে হয়। এই উভয় বীর্যের মধ্যে যেটি প্রবল হয়, আল্লাহর নির্দেশে তা থেকেই সন্তান জন্ম নেয় এবং তারই অনুরূপ হয়। ইহুদীরা বললঃ ব্যাপার তাই।

অতঃপর তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াবে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ তোমরা জান যে, নবীর চক্ষু নিদ্রামগ্ন হয় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে। সাধারণ মানুষের চক্ষু ও অন্তর উভয়ই নিদ্রামগ্ন হয়। ইহুদীরা বললঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

বায়হাকী হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী এক সফরে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। সম্মুখ দিক থেকে এক ইহুদী এল এবং বললঃ হে আবুল কাসেম! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না। বলুন, নারী পুরুষ উভয়ের বীর্য থেকে কার বীর্য দ্বারা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে?

এ প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। এমনকি তিনি বাসনা করতে লাগলেন– হায়, ইহুদী যদি এ প্রশ্ন না করত! এরপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি ইহুদীকে বললেনঃ পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়। এর দ্বারা সন্তানের অস্থি ও শিরা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে নারীর বীর্য হলদে ও পাতলা হয়। এর দ্বারা গোশত ও রক্ত সৃষ্টি হয়।

ইহুদী বললঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

আহমদ, বাযযার ও তিবরানী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন

ছাহাবীগণের সাথে আলাপরত ছিলেন। কোরায়শরা ইহুদীকে বললঃ এই লোকটি নবুয়তের দাবী করে। ইহুদী বললঃ আমি তাকে একটি প্রশ্ন করব, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর ইহুদী প্রশ্ন করলঃ হে মোহাম্মদ, মানুষ কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়?

তিনি বললেনঃ হে ইহুদী! মানুষ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি হয়। পুরুষের বীর্য গাঢ় হয়। এর দ্বারা অস্থি ও শিরা সৃষ্টি হয় এবং নারীর বীর্য পাতলা হয়। এর দ্বারা গোশত ও রক্ত সৃষ্টি হয়।

ইহুদী বললঃ আপনার পূর্বসূরীরাও এ কথাই বলতেন। বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে মদীনার ক্ষেতের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তার হাতে ছিল একটি খর্জুর শাখা। আমরা একদল ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাদের একজন বললঃ তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজাসা করা হোক। অন্য একজন বললঃ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। তিনি সম্ভবতঃ এমন কথা বলবেন, যা তোমাদের কাছে অপ্রিয় ঠেকবে। মোটকথা, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখল। তিনি চুপ হয়ে গেলেন। আমার মনে হল তার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহীর অবস্থা কেটে যাওয়ার পর হুযূর (সাঃ) বললেনঃ

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন রূহ আমার প্রতিপালকের ব্যাপার। (অর্থাৎ এটা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।)

আবু নয়ীম বর্ণনা করেনঃ ঐশী গ্রন্থসমূহে নবী করীম (সাঃ)-এর নবুয়তের অন্যতম আলামত এই ছিল যে, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর স্বরূপ বর্ণনা সৃষ্টিকর্তার দায়িত্বে সমর্পণ করবেন এবং দার্শনিক ও তার্কিকরা যে সকল আনুমানিক কথাবার্তা বলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকবেন। তাই ইহুদীরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে এ পরীক্ষা নেয়ার প্রয়াস পায় যে, তাঁর জবাব সেই আলামতের অনুরূপ হয় কি না, যা তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে। বলাবাহুল্য, তাঁর জবাব সেরূপই হয়েছে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ইবনে ছুরিয়াকে বললেনঃ আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিনা করে, আল্লাহ তায়ালা তওরাতে তার জন্যে রজমের ফয়ছালা দিয়েছেন, এ কথা তুমি জান? ইবনে ছুরিয়া বললঃ হাঁ, জানি। আল্লাহর কসম, এ ইহুদীরা পরিষ্কার জানে যে, আপনি প্রেরিত নবী। কিন্তু এরা আপনার প্রতি হিংসাপরায়ণ।

আবূ নয়ীম, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ ছফওয়ান ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বললঃ আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। আমি তাঁকে একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করব। সে ব্যক্তি এসে আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করল وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ নিশ্চয়ই আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি।

হুযূর (সাঃ) জবাবে বললেনঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। চুরি ও যিনা করো না। যার রক্ত আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু শরীয়তের আইন অনুযায়ী হত্যা করতে পার। যাদু করবে না এবং সুদ খাবে না। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্যে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে না। সতী-সাধ্বী রমণীকে অপবাদ দিবে না। হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা বিশেষ করে শনিবার দিন শরীয়তের সীমা লঙঘন করবে না। অতঃপর উভয় ইহুদী নবী করীম (সাঃ)-এর হস্তপদ চুম্বন করল এবং বললঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নবী। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তা হলে ইসলাম কবুল করতে বাধা কি? তারা বললঃ দাউদ (আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বকালেই যেন নবী থাকেন। আমাদের আশংকা ইসলাম কবুল করলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

মুসলিম হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। জনৈক ইহুদী আলেম এসে বললঃ যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হয়ে যাবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ মানুষ পুলসিরাতের কাছে থাকবে। আলেম প্রশ্ন করলঃ সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত পার হবে? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ নিঃস্ব মুহাজিরগণ।

সে বললঃ জান্নাতে দাখিল হওয়ার পর জান্নাতীরা সর্বপ্রথম কি খাবার পাবে? তিনি বললেনঃ মাছের কলিজার টুকরা। সে বললঃ সকালের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেনঃ জান্নাতীদের জন্যে জান্নাতেই বিচরণ করা বলদ জবেহ করা হবে।

ইহুদী আলেমঃ আহারের পর তারা কি পান করবে? হুযূরঃ সালসাবীল নামক একটি ঝরণার পানি।

ইহুদীঃ আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু আমি এমন এক বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, যা পৃথিবীবাসীদের মধ্যে নবী এবং দু'একজন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি আপনাকে শিশুর ব্যাপারে প্রশ্ন করছি।

হুযূরঃ পুরুষের বীর্য সাদা এবং স্ত্রীর বীর্য হলদে হয়। উভয় বীর্যের সংমিশ্রণ হলে এবং পুরুষের বীর্য প্রবল হলে আল্লাহর নির্দেশে পুত্র সন্তান হয়। পক্ষান্তরে নারীর

বীর্য প্রবল হলে আল্লাহর হুকুমে কন্যা শিশু জন্ম গ্রহণ করে। ইহুদীঃ আপনার জবাব সঠিক এবং আপনি নিঃসন্দেহে পয়গাম্বর। এরপর ইহুদী প্রস্থান করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সে আমাকে যে সকল প্রশ্ন করেছে, সেগুলোর জবাব আমার জানা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে সবকিছু বলে দিয়েছেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি, হাকেম, বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললঃ মোহাম্মদ! আপনি আমাকে সে নক্ষত্রসমুহের নাম বলুন, যাদেরকে ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে সেজদা করতে দেখেছিলেন। হুযূর (সাঃ) ইহুদীকে কোন জবাব দিলেন না। সে চলে গেল। অতঃপর জিবরাঈল আগমন করলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে এগারটি নক্ষত্রের নাম বলে দিলেন। হুযূর (সাঃ) নিজেই লোক পাঠিয়ে প্রশ্নকারী ইহুদীকে ডাকিয়ে আনলেন এবং বললেনঃ যদি আমি নক্ষত্রের নাম বর্ণনা করি, তবে তুমি কি মুসলমান হয়ে যাবে? সে বললঃ হাঁ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ হারছান, তারেক, যিয়াল, কানযান, যুলকারা, ওয়াছাব, আমূদান, কাবেয, যরুহ, মছীহ, ফায়লক, যিয়া ও নূর। ইউসুফ (আঃ) আকাশের প্রান্তে এসব নক্ষত্রকে সেজদারত দেখতে পান।

ইহুদী বললঃ আল্লাহর কসম, আপনার বর্ণিত নাম সঠিক।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী আলেম নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আগমন করল। তিনি তখন সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলেন। ইহুদী বললঃ মোহাম্মদ! এ সূরা আপনাকে কে শিক্ষা দিল? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা। আলেম এ কথা শুনে বিস্মিত হল। সে ইহুদীদের কাছে যেয়ে বললঃ খোদার কসম, মোহাম্মদ তওরাতে নাযিল করা বিষয়বস্তুই কোরআনে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর সে একদল ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে এল এবং হুযূর (সাঃ)-এর কাছে গেল। তারা তাঁকে দৈহিক গুণাবলীর মাধ্যমে চিনতে পারল। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে-নবুওয়ত দেখল এবং সূরা ইউসুফের তেলাওয়াত শ্রবণ করল। অতঃপর কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

আহমদ হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক বহিরাগত বেদুঈন ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ আপনাদের যে ব্যক্তি নবুওয়ত দাবী করেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁকে প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারব তিনি নবী কিনা। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) আগমন করলে লোকটি বললঃ আপনি আমার সামনে কিছু তেলাওয়াত করুন। হুযূর (সাঃ) কয়েকখানি আয়াত তেলাওয়াত করলে সে বললঃ খোদার কসম, এটা সেই কালাম, যা হযরত মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ইহুদীদেরকে বললেনঃ তোমরা দাবী কর যে, জান্নাত একান্তভাবে তোমাদের জন্যেই। যদি এ দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হও, তবে এরূপ দোয়া কর– পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে মৃত্যু দাও (যাতে আমরা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাই।) কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ এ দোয়া করবে না। করতে গেলে মুখের লালা কণ্ঠ-নালীতে আটকে যাবে। আর সেটাই তোমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইহুদীরা এ দোয়া করতে অস্বীকার করল এবং একে অশুভ মনে করল। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হলঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না।

মদীনা থেকে মহামারী, জ্বর ও প্লেগ অপসারিত

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনা ছিল সর্বাধিক রোগব্যাধি ও জ্বরের কেন্দ্রস্থল। তিনি দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তুমি যেমন আমাদেরকে মক্কা মোকাররমার প্রতি মহব্বত দান করেছ, তেমনি মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিও মহব্বত দান কর কিংবা এর চেয়ে বেশী দান কর। আমাদের জন্যে ছা' ও মুদের (পরিমাপযন্ত্র) মধ্যে বরকত দান কর এবং আমাদের জন্যে এর আবহাওয়া সুস্বাস্থ্যকর করে দাও। এর জ্বর জাহফা নামক স্থানের দিকে অপসারিত কর।

বায়হাকী হেশাম ইবনে ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রাক ইসলামী যুগে মদীনার রোগব্যাধি সর্বজনবিদিত ছিল। নবী করীম (সাঃ) দোয়া করলেন যে, এর জ্বর জাহফার দিকে অপসারিত হোক। সে মতে জাহফায় যে শিশু জন্ম গ্রহণ করত, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই সে জ্বরের কবলে পতিত হত।

বোখারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমি (স্বপ্নে) এক এলোকেশী কৃষ্ণকায় মহিলাকে দেখেছি। সে মদীনা থেকে বের হয়ে মুহাইয়া অর্থাৎ জাহফায় প্রবেশ করেছে। আমার মতে এর ব্যাখ্যা এই, মদীনার রোগ-ব্যাধি জাহফার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– মদীনার পথে পথে ফেরেশতা মোতায়েন আছে। এতে দাজ্জাল ও প্লেগ রোগ প্রবেশ করতে পারে না।

কোন কোন আলেম বলেন যে, এটা নবী করীম (সাঃ)-এর মোজেযা। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ অদ্যাবধি প্লেগ মহামারীকে এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করতে অক্ষম। নবী করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে মদীনা থেকে প্লেগ দূরীভূত হয়ে যায়। হুযূর (সাঃ) এক দীর্ঘ সময়ের জন্যে এ সংবাদ প্রদান করেছেন।

যুবায়র ইবনে বাক্কার "আখবার মদীনা" গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে তাঁর ছাহাবীগণ জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এক ব্যক্তি হিজরত করে এসে এক হিজরতকারিনী মহিলাকে বিয়ে করে। নবী করীম (সাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনবার এ কথা বললেনঃ মুসলমানগণ! আমল নিয়তের উপর ভিত্তিশীল। যে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসূলের খাতিরে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের দিকেই হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার অন্বেষণ কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত তার জন্যেই হবে, যার জন্যে সে হিজরত করে। এরপর হুযূর (সাঃ) হাত উত্তোলন করে তিনবার বললেনঃ পরওয়ারদিগার! আমাদের উপর থেকে মহামারী ও রোগব্যাধি অপসারিত কর। সকাল হলে তিনি বললেনঃ অদ্য রাতে আমার সামনে জ্বরকে এক কৃষ্ণকায় বৃদ্ধা মহিলার আকারে পেশ করা হয়। তার গলদেশে একটি কাপড় ছিল, যা সেই ব্যক্তি ধরে রেখেছিল,যে তাকে নিয়ে আসে। সে বললঃ হুযূর, জ্বরকে নিয়ে এলাম। এর সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আমি বললামঃ একে খুস নামক স্থানে রেখে এস।

যুবায়র ইবনে বাক্কার হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাজ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে মক্কার দিক থেকে এক ব্যক্তি আগমন করল। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কাউকে যেতে দেখেছ? সে বললঃ না, দেখিনি। তবে একজন কৃষ্ণকায়, নগ্নদেহী, এলোকেশী মহিলাকে গমন করতে দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সে ছিল জ্বর, যা আজিকার পরে কখনও ফিরে আসবে না।

মদীনায় বরকত প্রকাশ

বোখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হেরেম করেছিলেন। আমি মদীনাকে সম্মানী করছি। আমি মদীনার জন্যে তার ছা' ও মুদে মক্কার চেয়ে দ্বিগুন বরকত হওয়ার দোয়া করেছি; যেমন ইবরাহীম (আঃ) মক্কার জন্যে দোয়া করেছিলেন।

বোখারী স্বীয় ইতিহাসগ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ পরওয়ারদেগার!

আমি তোমার কাছে মদীনাবাসীদের জন্যে মক্কার অনুরূপ দোয়া করছি। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমরা এই দোয়ার বরকত সাথে সাথেই অনুভব করতে শুরু করি। আমাদের মুদ ও ছা'য়ের পরিমাপযন্ত্র মক্কার ন্যায় আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়।

যুবায়র ইবনে বাক্কার 'আখবারে-মদীনায়' ইসমাঈল ইবনে নোমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনার চারণভূমির ছাগলদের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! মদীনার ছাগলদের অর্ধেক পেটে অন্য শহরের ছাগলদের পূর্ণ পেটের সমান বরকত দাও।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

যুবায়র ইবনে বাক্কার "আখবারে-মদীনা' গ্রন্থে নাফে ইবনে জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি আমার কাছে পৌঁছেছে– বায়তুল্লাহকে আমার সম্মুখে না আনা পর্যন্ত আমি আমার মসজিদের কেবলা নির্দিষ্ট করিনি। আমি আমার মসজিদের কেবলা বায়তুল্লাহর বিপরীতে রেখেছি।

যুবায়র ইবনে বাক্কার দাউদ ইবনে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন মসজিদে-নববীর ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন জিবরাঈল দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহর দিকে দেখছিলেন। মসজিদে নববী ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে যে সকল অন্তরায় ছিল, সেগুলো উন্মোচিত করে দেয়া হয়।

আখবারে মদীনায় ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমার ও বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী অন্তরায় অপসারণ করার পরই আমি আমার মসজিদের কেবলা নির্দিষ্ট করেছি।

যুবায়র ইবনে বাক্কার খলীল ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি জনৈক আনছারী ছাহাবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) কয়েকজন ছাহাবীকে কেবলা নিশ্চিত করার জন্যে মসজিদের কোণে দাঁড় করালেন। জিবরাঈল তাঁর কাছে এসে বললেনঃ আপনি বায়তুল্লাহর দিকে দেখে দেখে কেবলা নির্দিষ্ট করুন। অতঃপর জিবরাঈল হাতে ইশারা করতেই হুযূর (সাঃ) ও বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী সকল পাহাড় সরে গেল। অতঃপর বায়তুল্লাহর দিকে দেখে দেখে তিনি মসজিদের কোন সমূহ নির্দিষ্ট করলেন। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছু অন্তরাল ছিল না। কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর জিবরাঈল আবার হাতে ইশারা করলেন। ফলে পাহাড়, বৃক্ষ ও সকল বস্তু আসল অবস্থায় ফিরে এল।

তিবরানী মোজামে কবীরে শামূস বিনতে নোমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন কুবায় আগমন করে, মসজিদে-কুবার ভিত্তি

প্রস্তর স্থাপন করেন, তখন আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁকে পাথর বহন করতে দেখেছি। তাঁকে পাথর দেখিয়ে দেয়া হত। অবশেষে তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তিনি বলছিলেন, জিবরাঈল বায়তুল্লাহর দিকে পথপ্রদর্শন করছিলেন।

যুবায়র ইবনে বাক্কার আখবারে-মদীনায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি আমার এই মসজিদ ছাফা নামক স্থান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়, তবে তা আমারই মসজিদ থাকবে।

কেবলা পরিবর্তন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় হিজরতের পর নবী করীম (সাঃ) ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তাঁর বাসনা ছিল যে, বায়তুল্লাহকে কেবলা করা হোক। সে মতে তিনি জিবরাঈলকে বললেনঃ আমার বাসনা এই যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মুখ ইহুদীদের কেবলা থেকে ফিরিয়ে দিন। জিবরাঈল বললেনঃ আমি তো একজন বান্দা। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন এবং আবেদন করুন। সে মতে তিনি যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন, তখন আপন মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করতেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেনঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

আমি দেখছি আপনি বার বার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকান। তাই আমি আপনাকে সেই কেবলা অভিমুখী করে দিব, যাকে আপনি পছন্দ করেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোন নবীর কেবলা ও সুন্নত পরিবর্তন করা হয়নি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আসার পর ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তে থাকেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ অভিমুখী হয়ে গেলেন।

আযান প্রবর্তন

আবু দাউদ ও বায়হাকী ইবনে আবী ইয়ালা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার সহচরগণ নবী করীম (সাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, নামাযের জন্যে মানুষকে ডাকার জন্যে আমি ঘরে ঘরে লোক প্রেরণ করার ইচ্ছা করলাম। আমি আরও ইচ্ছা করলাম যে, উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নামাযের জন্যে মুসলমানদেরকে ডাক দেয়ার আদেশ করব। এমতাবস্থায় জনৈক আনছারী ব্যক্তি এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সযত্ন প্রয়াস দেখে আমি যখন

গৃহে ফিরলাম, তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে সবুজ বস্ত্র পরিহিত হয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে আযান দিল। অতঃপর সে বসল এবং আযানের মতই একামত বলল। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ অতিরিক্ত বলল। আপনাদের বিরূপ মন্তব্যের আশংকা না করলে আমি এ কথাই বলতাম যে, আমি তখন জাগ্রত ছিলাম; নিদ্রাবস্থায় দেখিনি।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। বেলালকে আযান দিতে বল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আমিও তাই দেখেছি। কিন্তু আমার আগেই যখন বলে দেয়া হল, তখন আমি শরমে কিছু বলিনি।

ইবনে মাজা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ঘন্টা ও শঙ্খ বাজানোর ইচ্ছা করলেন। আমি স্বপ্নে সবুজ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তিকে শঙ্খ হাতে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ শঙ্খ বিক্রয় কর নাকি? সে বললঃ তুমি শঙ্খ দিয়ে কি করবে? আমি বললামঃ নামাযের জন্যে মানুষকে ডাকব। লোকটি বললঃ আমি তোমাকে এর চেয়ে ভাল পন্থা বলে দেই। তোমরা এ কলেমাগুলো বলবে- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। অতঃপর সে আযান বর্ণনা করল। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। ইতিমধ্যে ওমর ফারুক (রাঃ) এলেন এবং বললেনঃ আমিও এরূপ দেখেছি।

তিবরানী কিতাবুল আওসাতে হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক আনছারীর কাছে স্বপ্নে কেউ আগমন করে তাকে আযান শিক্ষা দিল। হযরত ওমর ও বেলাল (রাঃ) এই আযান শুনলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) অগ্রে এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করলেন। এরপর বেলাল এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এ বিষয়ের বর্ণনায় ওমর অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনে বলতঃ আল্লাহ এ মিথ্যুককে অগ্নিদগ্ধ করুন। এ দোয়ার ফলস্বরূপ সে নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। তার এক বাঁদি আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসে। অসতর্কতা বশতঃ তা থেকে গৃহমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদী তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল না।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে উম্মে মকতুম ছোবহে ছাদেক তালাশ করতে থাকতেন। ছোবহে ছাদেক তাঁকে ফাঁকি দিতে পারত না, অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন।

ইমাম মুসলিম হযরত সুহায়ল ইবনে আবী ছালেহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে বনী হারেছা গোত্রে প্রেরণ করলেন। আমার সঙ্গে ছিল এক বালক। এক ব্যক্তি বাগান থেকে আমার নাম ধরে ডাক দিল। আমার সঙ্গী বাগানে তালাশ করেও কাউকে পেল না। আমি পিতার কাছে এ ঘটনা বললে তিনি বললেনঃ এ ধরনের আওয়াজ শুনা গেলে আযান দিবে। কেননা, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি শুনেছি যে, যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতাসের বেগে পলায়ন করে।

বায়হাকী হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তোমাদের কাউকে ভূতপ্রেতে উত্যক্ত করলে আযান দিবে। এতে ভূতপ্রেত কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বায়হাকী হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খলিফা ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের কাছে প্রেরণ করলেন। সে যখন রাস্তা থেকে দূরে গমন করল, তখন ভূতপ্রেত দেখতে পেল। সে সা'দ (রাঃ)-কে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেনঃ এরূপ ভূতপ্রেত দেখা গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে আযান দিতে বলেছেন। লোকটি ফেরার পথে সেই জায়গায় পৌঁছলে আবার ভূতপ্রেত দৃষ্টিগোচর হল। সে আযান দিল। ফলে ভূত দূর হয়ে গেল। কিন্তু চুপ করতেই আবার আত্মপ্রকাশ করল। সে পুনরায় আযান দিলে ভূত দূরে চলে গেল।

বিভিন্ন যুদ্ধে মোজেযার প্রকাশ

বদর যুদ্ধঃ আল্লাহপাক এরশাদ করেন —

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ

আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা নিঃসম্বল ছিলে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ

স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করছিলে! আরও বলা হয়েছে ঃ

اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا

স্মরণ কর, যখন রণাঙ্গনে আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন।

ইমাম বোখারী ও বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সা'দ ইবনে মুয়ায ওমরার উদ্দেশে মক্কা পৌঁছে উমাইয়া ইবনে ছফওয়ানের মেহমান হলেন। উমাইয়া যখন মদীনা হয়ে সিরিয়া গমন করত, তখন মদীনায় সা'দের কাছে মেহমান হত। উমাইয়া সা'দকে বললঃ আরও কিছু বিলম্ব কর। দ্বিপ্রহর হয়ে গেলে মানুষ যখন গাফেল হয়ে যাবে, সেই ফাঁকে তুমি যেয়ে তওয়াফ করে নিবে। সেমতে সা'দ ইবনে মুয়ায যখন তওয়াফ করছিলেন, তখন আবু জহল তার কাছে এসে বললঃ কে তুমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করছ? সা'দ বললেনঃ আমি সা'দ। আবু জহল বললঃ তুমি তো বেশ স্বচ্ছন্দে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে যাচ্ছ। অথচ তোমরা মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ। অতঃপর তাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। উমাইয়া মেহমান সা'দকে বললঃ আবুল হাকামের সামনে উচ্চৈস্বরে কথা বলবে না। কেননা, সে এ তল্লাটের সরদার। সা'দ তাকে বললেনঃ আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমাকে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে বাধা দাও তবে আমি তোমার সিরিয়ার বাণিজ্য বন্ধ করে দিব। মোটকথা, উমাইয়া সা'দকে বার বার বুঝাবার চেষ্টা করল এবং ঠাণ্ডা করতে চাইল; কিন্তু সা'দ নারাজ হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ শুন, আমি মোহাম্মদ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন।

উমাইয়া বললো ঃ আমাকে হত্যা করবেন?

সা'দঃ হাঁ, তোমাকে।

উমাইয়াঃ খোদার কসম! মোহাম্মদ কোন কথা বললে তা ভুল বলে না।

অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীর কাছে এসে বললঃ ওগো শুনেছ, আমার মদীনার দোস্ত কি বলেছে?

স্ত্রী, কি বলেছে?

উমাইয়া ঃ সে নাকি শুনেছে যে, মোহাম্মদ আমাকে হত্যা করতে চায়।

স্ত্রীঃ খোদার কসম, মোহাম্মদ মিথ্যা বলেন না।

কিছুক্ষণ পরই কাফেররা বদর যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা করলে উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বললঃ তোমার মদীনার ভাইয়ের কথা মনে আছে ? উমাইয়া বললঃ তাহলে আমি বদরে যাব না। কিন্তু আবুজহল এসে উমাইয়াকে বললঃ তুমি এ উপত্যকার সম্ভ্রান্ততম ব্যক্তিবর্গের একজন। সুতরাং একদিন কিংবা দু'দিনের জন্যেই আমাদের সাথে চল। অবশেষে উমাইয়া বদরে গেল এবং আরও অনেক কোরায়শ সরদারের সাথে নিহত হল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ইবনে শিহাব ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র বলেনঃ কাফের কোরায়শরা বদরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে এশার সময় জাহফায় পৌঁছে। তাদের

মধ্যে জুহায়ম ইবনে ছলত নামে বনী-আবদুল মুত্তালিবের এক ব্যক্তি ছিল। দলের অবতরণের পর সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে বললঃ এই মাত্র আমার কাছে যে অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল, সে কোথায় গেল? তোমরা কি তাকে দেখেছ? সঙ্গীরা বললঃ আমরা দেখিনি। তুমি পাগল হয়ে যাওনিতো? সে বললঃ এই মাত্র আমার কাছে এক অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল। সে বললঃ আবু জহল, ওতবা, শায়বা, সমআ, আবুল বুখতরী, উমাইয়া প্রমুখ নিহত হয়েছে। সে আরও বড় বড় সরদারদের নাম বলল। সঙ্গীরা বললঃ শয়তান তোমার সাথে তামাশা করেছে।

আবু জহল এ কথা শুনে বললঃ জুহায়ম, তুমি বনী-মুত্তালিবের মিথ্যাকে বনী হাশেমের মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে এনেছ। কারা নিহত হবে, তা আগামী কল্যই দেখে নিবে।

বোখারী হযরত বারা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বারা বলেনঃ আমরা পরস্পরে এ আলোচনা করতাম যে, বদরযোদ্ধাদের সংখ্যা তালূতের সৈন্যদের অনুরূপ তিনশ উনিশ ছিল, যারা তালূতের সঙ্গে নদী পার হয়েছিল।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধে তিনশ পনের জন সৈন্য নিয়ে বের হয়েছিলেন; যেমন তালূত বের হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সৈন্যদের জন্যে এ দোয়া করেন ঃ

اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم عراة فاكسهم

اللهم انهم جياع فاستبقهم-

হে আল্লাহ, এরা (সওয়ারীর অভাবে) পদব্রজেই রওয়ানা হয়েছে, এদেরকে সওয়ারী দাও। হে আল্লাহ, এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে বস্ত্র দাও। হে আল্লাহ, এরা ক্ষুধার্ত, এদেরকে অন্ন দাও।

আল্লাহ তায়ালা এই দোয়া কবুল করেন। ফলে বদরযুদ্ধে তাঁরাই বিজয়ী হন। বিজয়ের পর যখন তারা ফিরে আসে, তখন প্রত্যেকেই একটি কিংবা দু'টি উট নিয়ে ফিরে আসে। তারা পোশাকও পরিধান করে এবং পেটভরে আহার করে।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধে আমাদের সাথে দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি যুবায়রের, অপরটি মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধে আমরা শত্রুপক্ষের দু'জন সৈন্যকে পাকড়াও করলাম। কিন্তু একজন কোনরূপে পালিয়ে গেল। দ্বিতীয় জনকে আমরা জিজ্ঞাসা করলামঃ তোমাদের সৈন্যসংখ্যা কত? সে সঠিক সংখ্যা গোপন করে বললঃ অনেক। আমরা তাকে প্রহার করলাম এবং প্রহার করতে করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও সঠিক সংখ্যা বলতে অস্বীকার করল। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

তোমরা প্রত্যহ কয়টি উট যবেহ কর? সে বলল ঃ প্রত্যহ দশটি উট যবেহ করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এদের সংখ্যা এক হাজার। প্রতি একশ' জনের জন্যে একটি উট লাগে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী হযরত এয়াযিদ ইবনে রূমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা প্রত্যহ কয়টি উট যবেহ কর? সৈনিক বলল ঃ একদিন দশটি এবং একদিন নয়টি যবেহ করি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ শত্রু পক্ষের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার ও নয়শতের মধ্যে।

ইবনে সা'দ, রাহওয়াইহি, ইবনে মাম্বা ও বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্য আমাদের দৃষ্টিতে কম প্রতীয়মান হচ্ছিল। আমি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সৈনিককে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি তাদেরকে কয়জন দেখ? সত্তর জন, না আরও বেশি? সে বলল ঃ আমার মনে হয় একশ' জন। এরপর আমরা যখন একজন শত্রুসৈন্যকে গ্রেফতার করলাম, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমাদের সংখ্যা কত? সে বলল ঃ এক হাজার।

বায়হাকী ইবনে শিহাব যুহরী ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধে এক পর্যায়ে শুয়ে পড়লেন এবং সাহাবীগণকে বললেন ঃ আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না। অতঃপর তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরেই জাগ্রত হয়ে গেলেন। আল্লাহতায়ালা স্বপ্নে তাঁকে শত্রুদের কম করে দেখালেন। অপরপক্ষে মুশরিকদের চোখেও মুসলমানদেরকে কম দেখানো হল। ফলে একপক্ষ অপর পক্ষের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত হল।

বায়হাকী ইবনে আবী তালহা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের কাছাকাছি হল, তখন আল্লাহতায়ালা মুশরিকদের চোখে মুসলমানদেরকে এবং মুসলমানদের চোখে মুশরিকদেরকে কম করে দেখালেন।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ বদরের রণাঙ্গনে আমরা যখন সৈন্যদের সারিবদ্ধ করছিলাম, তখন হঠাৎ শত্রুপক্ষের মধ্যে এক সৈনিককে লাল উটে সওয়ার হয়ে ঘুরাফেরা করতে দেখা গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই লাল উটওয়ালা সৈনিকটি কে? ইতিমধ্যে হযরত হমযা (রাঃ) এসে খবর দিলেন যে, লাল উটওয়ালা সৈনিক হচ্ছে ওতবা ইবনে রবিয়া। সে কোরায়শদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছে এবং ফিরে যেতে বলছে। সে বলে ঃ হে আমার কওম! অদ্য আমার মাথায় পট্টি বেঁধে দাও এবং ঘোষণা কর যে, ওতবা কাপুরুষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আবূ জহল তার কথা মেনে নিচ্ছে না।

মুসলিম, আবূ দাউদ ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের রাতে বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকল্য এটা অমুকের ভূতলশায়ী হওয়ার জায়গা। তিনি আপন হাত মাটিতে রাখলেন এবং বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকল্য এটা অমুকের ভূতলশায়ী হওয়ার স্থান। রাবী বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, হুযূর (সাঃ)-এর কথা একটুও এদিক-সেদিক হয়নি। তিনি কাফের সরদারদের জন্যে যে যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন, তাদেরকে সেই সেই স্থানে ভূতলশায়ী অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর মৃতদেহগুলো বদর ময়দানের মধ্যস্থলে রেখে দেয়া হয়। হুযূর (সাঃ) সেখানে আগমন করলেন এবং বললেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত শাস্তি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছ কি? আমার প্রতিপালক আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি প্রাণহীন দেহগুলোর সাথে কথা বলছেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুননা। কিন্তু তাদের সাধ্য নেই যে, আমার কথা খণ্ডন করে।

বায়হাকী ইবনে শিহাব ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বদর যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সাহাবায়ে-কেরামের সাথে পরামর্শ করেন, তখন বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। শত্রুপক্ষের কোন্ সরদার কোথায় ভূতলশায়ী হবে, তা আমাকে দেখানো হয়েছে।

আবূ নয়ীম ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর দুশমনরা! তোমরা পাহাড়ের এই লাল মাটিতে নিহত হবে।

বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি সত্যের কসম দেয়ার ব্যাপারে হুযূর (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক শক্ত কসম দিতে কাউকে [illegible] নি। তিনি বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তায়ালাকে এই বলে কসম

দিচ্ছিলেন– হে আমার আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার ও তোমার প্রতিশ্রুতির কসম দিচ্ছি, হে আমার আল্লাহ্! যদি তুমি তোমার বিশ্বাসীদের এ দলকে ধ্বংস করে দাও, তবে তোমার এবাদত কেউ করবে না।

এরপর হুযূর (সাঃ) মুসলমানদের দিকে মুখ ফিরালেন। তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিল। তিনি বললেন ঃ আমি শত্রুপক্ষের সরদারদের ভূতলশায়ী হওয়ার জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছি। তারা এশার সময়ে ভূতলশায়ী হবে।

বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের দিন তাঁবুতে বসে এই মর্মে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার, তোমার ওয়াদার কসম দিচ্ছি, হে আমার আল্লাহ! তুমি চাইলে আজিকার পর থেকে কখনও তোমার এবাদত করা হবে না। তিনি এই দোয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) এসে তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এতটুকু আরয করাই যথেষ্ট। প্রার্থনায় প্রতিপালকের সাথে পীড়াপীড়ি করার প্রয়োজন কি?

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁবুর ভিতর থেকে বের হলেন। তাঁর পরনে ছিল লৌহবর্ম এবং তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলেন। তিনি বললেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

সত্বরই শত্রুবাহিনী পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

মুসলিম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশরিকদের দিকে তাকালেন। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তিনশ' সতের। তিনি কেবলামুখী হয়ে গেলেন এবং উভয় হাত প্রসারিত করে পরওয়ারদেগারকে ডাকতে লাগলেন। এমন কি, তাঁর স্কন্ধদ্বয় থেকে চাদর খসে পড়ে গেল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) অগ্রসর হলেন এবং চাদরটি তুলে হুযূর (সাঃ)-এর দু কাঁধে রেখে দিলেন। অতঃপর পিছনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে নবী (সাঃ)! পরওয়াদেগারের কসম দেয়াই আপনার জন্যে যথেষ্ট। তিনি যে ওয়াদা করেছেন, তা অতি সত্বর পূর্ণ করবেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

স্মরণ করুন, যখন আপনি প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আপনাকে এক হাজার সুসজ্জিত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সেদিনকার যুদ্ধের একটি চিত্র ছিল এই যে, মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক এক মুশরিক সৈনিকের পিছনে থেকে তার উপর হামলা করছিল। হঠাৎ সে মুশরিকের উপর চাবুকের আঘাতের আওয়াজ শুনল এবং সঙ্গে এক অশ্বারোহী বলে উঠল ঃ হে খায়যূম! সামনে অগ্রসর হও। মুসলিম সৈনিক মুশরিককে দেখল চিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তার নাক পিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং মুখমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে গেছে, চাবুকের আঘাতে যা হয়ে থাকে। তার সমস্ত দেহ সবুজ হয়ে গেছে। মুসলিম সৈনিকটি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি শুনে বললেন ঃ তুমি সত্য বলেছ। এটা আল্লাহতায়ালার সাহায্যের আলামত। বলাবাহুল্য, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরের রণাঙ্গনে আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ছুটে এলাম এটা দেখার জন্যে যে, তিনি কোথায় আছেন এবং কি করছেন! আমি দেখলাম তিনি সিজদারত আছেন এবং ইয়া হাইয়্যু (হে চিরঞ্জীব), ইয়া কাইয়্যুমু (হে চিরপ্রতিষ্ঠিত) বলে যাচ্ছেন। তিনি এর বেশি কিছু করছিলেন না। এরপর আমি যুদ্ধে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম। তিনি পূর্ববৎ সিজদায় ছিলেন এবং ইয়া হাইয়্যু, 'ইয়া কাইয়্যুমু' বলে যাচ্ছিলেন। এরপর আমি আবার যুদ্ধে ফিরে গেলাম এবং পুনরায় এসে তাঁকে সিজদায় পেলাম। তিনি ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুমু উচ্চারণ করছিলেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁকে বিজয়দান করলেন।

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি দু'জন সিপাহীকে দেখলাম–একজন নবী করীম (সাঃ)-এর ডান দিকে ছিল এবং একজন বামদিকে। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এরপর তৃতীয় সিপাহী পিছনে এসে গেল, এরপর চতুর্থ সিপাহী সম্মুখে এসে লড়তে লাগল।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী, ইবনে জরীর, ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী গেফারের একব্যক্তি বলল ঃ আমি এবং আমার চাচাত ভাই বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আমরা উভয়ে পাহাড়ে আরোহণ করে অপেক্ষা করছিলাম যে, যেকোন এক পক্ষ পরাজয়বরণ করে পলায়ন করলে আমরা নিচে যেয়ে মালামাল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হব। ইতিমধ্যে এক দিক থেকে মেঘমালা উত্থিত হল। মেঘ অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের নিকটে এলে আমরা ঘোড়ার

হ্রেষারব শুনতে পেলাম। আরও শুনলাম এক অশ্বারোহী বলছিল ঃ হে হায়যূম, সম্মুখে অগ্রসর হও।

এ ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে আমার সঙ্গীর হৃদযন্ত্র ফেটে গেল এবং সে স্বস্থানে মৃত্যুবরণ করল। আমিও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

ইবনে রাহওয়াইহি, ইবনে জরীর, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ ওসায়দ সায়েদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে ওসায়দ দৃষ্টি শক্তি হারানোর পর বলল ঃ যদি আমি তোমাদের সাথে এখন বদরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি বহাল থাকত, তবে আমি সেইসব ঘাঁটি দেখাতাম, যেগুলো থেকে ফেরেশতারা নির্গত হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাকীম ইবনে হেযাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরে যখন যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে গেল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত তুলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্যে আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন। তিনি আরয করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! মুশরিকরা এই দলটির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেলে শিরক প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তোমার দীন কায়েম থাকবে না। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন ঃ আল্লাহতায়ালা অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন এবং সাফল্য দান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা এক হাজার ফেরেশতা নামিয়ে দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবূ বকরকে বললেন ঃ হে আবূ বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দেখ জিবরাঈল! তিনি মাথায় হলদে পাগড়ী বেঁধে নভোমণ্ডল ও ভূমমণ্ডলের মধ্যস্থলে আপন অশ্বের লাগাম ধরে আছেন। তিনি যখন মাটিতে নামলেন, তখন এক মুহূর্ত আমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তখন তাঁর সম্মুখস্থ দু' দাঁতে ধুলি ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহতায়ালার সাহায্য আপনার কাছে এসেছে। কেননা, আপনি তাঁর কাছে সাহায্যের দোয়া করেছিলেন।

বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল আপন অশ্বের মস্তক ধরে আছেন এবং তার অঙ্গে রয়েছে যুদ্ধাস্ত্র।

আবূ ইয়ালা, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি বদরের কূপের কাছে পায়চারি করছিলাম, এমন সময় একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ এল। এমন ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবায়ু আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। এটি চলে যাওয়ার পর এরই অনুরূপ আরও একটি ঝঞ্ঝাবায়ূ এল। এরপর আরও একটি এল।

প্রথম ঝঞ্ঝাবায়ূটি ছিল হযরত জিবরাঈল, যিনি এক হাজার ফেরেশতা সমভিব্যহারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে আগমন করেন। দ্বিতীয়টি ছিল হযরত মিকাঈল। তিনিও এক হাজার ফেরেশতার মধ্যে নিচে অবতরণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডানদিকে অবস্থান নেন। এদিকে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)। তৃতীয়টি ছিল হযরত ইসরাফীল। তিনি এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাম দিকে অবতরণ করেন। এদিকে আমি ছিলাম।

আহমদ, বাযযার, আবূ ইয়ালা হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন হযরত আবূ বকর ও আমাকে বলা হল ঃ তোমাদের একজনের সাথে জিবরাঈল ও একজনের সাথে মিকাঈল রয়েছেন। ইসরাফীল মহান ফেরেশতা। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সারিতে উপস্থিত থাকেন– যুদ্ধ করেন না।

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত সহল ইবনে হানীফ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমরা দেখলাম, আমাদের যেকোন যোদ্ধা কোন মুশরিকের মাথার দিকে তরবারি উত্তোলন করত, তরবারি মাথায় পৌঁছার পূর্বেই মাথা মুশরিকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেত।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ওয়াকেদ লায়ছী বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি তরবারি দিয়ে আঘাত করার জন্যে এক মুশরিকের পশ্চাদ্ধাবন করছিলাম। আমার তরবারি তার কাছে পৌঁছার পূর্বেই দেখি তার মস্তক মাটিতে পড়ে গেছে। এ থেকে আমি বুঝলাম যে, এই মুশরিককে আমাকে ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করেছে।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে আবূ ফারা বলেন ঃ আমার কওম বনূ সা'দ ইবনে বকরের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে, বদর যুদ্ধে সে পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ সম্মুখ দিয়ে এক ব্যক্তিকে পলায়ন করতে দেখে। সে মনে মনে বলল ঃ এর কাছে পৌঁছে তার সাহায্য নিব। ইতিমধ্যে পলায়নপর ব্যক্তি একটি গর্তের কাছে পৌঁছে গেল। সে-ও তার কাছে গেল। হঠাৎ সে দেখল যে, লোকটির মস্তক কর্তিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। অথচ তার কাছে অন্য কোন লোক ছিল না।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা বলেন ঃ সেদিন মুশরিক যোদ্ধার মস্তক পড়ে যেত অথচ কে মেরেছে তা জানা যেত না। অনুরূপভাবে হস্ত কর্তিত হয়ে পড়ে যেত অথচ জানা যেত না কে কর্তন করেছে।

বায়হাকী রবী ইবনে আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধে মানুষ ফেরেশতাগণ কর্তৃক নিহতদেরকে মানুষ কর্তৃক নিহতদের থেকে চিনে নিতে পারত। ফেরেশতাগণ কর্তৃক নিহত ব্যক্তির চিহ্ন ছিল এই যে, তার ঘাড়ে এবং অঙ্গুলিতে আগুনে পোড়ার দাগ থাকত।

ইবনে ইসহাক, ইবনে জরীর, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাগণের আলামত ছিল সাদা পাগড়ী। বদর যুদ্ধ ছাড়া তারা কোন দিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি। তবে অন্যান্য যুদ্ধে তারা সংখ্যাবৃদ্ধি ও সহায্যের জন্যে উপস্থিত থাকত। সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির সোহায়ল ইবনে আমর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমি শ্বেতকায় যোদ্ধাদেরকে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে দেখেছি। তারা যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল এবং কাফেরদেরকে হত্যা ও বন্দী করছিল।

ইবনে সা'দ হুয়াইতিব ইবনে আবদুল ওয্যা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরে মুশরিকদের সাথে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি ফেরেশতাগণকে দেখেছি, তারা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করছিল।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী খারেজা ইবনে ইবরাহীম থেকে এবং তিনি আপন পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈল কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বদর যুদ্ধে কোন্ ফেরেশতা একথা বলছিল– হায়যূম, সম্মুখে অগ্রসর হও। জিবরাঈল বলেন ঃ আমি আকাশবাসী সকলকে চিনি না।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী ছোহায়ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি জানি না বদরযুদ্ধে কি পরিমাণ হাত কর্তিত ছিল এবং কতগুলো ক্ষত রক্তবিহীন শুষ্ক ছিল! অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক হাত কর্তিত ছিল এবং অনেক যখম রক্তহীন ছিল।

বায়হাকী ও ওয়াকেদী ইবনে বুরদা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমি তিনটি মস্তক এনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে রেখে দিলাম। অতঃপর আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'টি মস্তকধারীকে আমি হত্যা করেছি। তৃতীয় মস্তকের ঘটনা এই যে, আমি একজন শ্বেতকায় দীর্ঘদেহী ব্যক্তিকে দেখেছি– সে একে তরবারির আঘাত করেছে। এরপর আমি তার মস্তক কেটে এনেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই শ্বেতকায় ব্যক্তি ছিলেন একজন ফেরেশতা।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ফেরেশতারা পরিচিত জনদের আকৃতিতে দৃষ্টি গোচর হত। তারা মুমিনদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ রাখত এবং তাদেরকে বলত– কাফেরদের শক্তিবল বলতে কিছু নেই। তোমাদের আক্রমণের মুখে তারা টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

اِذْ يُوْحِى رَبُّكَ اِلَى الْمَلَآئِكَةِ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

স্মরণ করুন যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে প্রত্যাদেশ করলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অতএব তোমরা মুমিনদেরকে অটল ও দৃঢ়পদ রাখ।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী সায়েব ইবনে আবূ জায়শ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমাকে কোন মানুষ পাকড়াও করেনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তাহলে কে পাকড়াও করেছে? সায়েব বললেন ঃ যখন কোরায়শরা পলায়ন করল, তখন আমিও তাদের সাথে পলায়ন করলাম। একজন শ্বেতকায়, দীর্ঘদেহী, সা'দা ঘোড়ায় সওয়ার সৈনিক আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে বিরাজমান ছিল। সে আমাকে ধরে ফেলল এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ এলেন এবং আমাকে বাঁধা অবস্থায় পেয়ে নিজের সৈন্যদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ একে কে বেঁধেছে? কেউ আমাকে বেঁধেছে বলে দাবী করল না। অবশেষে তিনি আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোকে কে বন্দী করেছে? আমি বললাম ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে চিনি না। তবে আমি যাকে দেখেছিলাম, তার সম্পর্কে কিছু বলা সমীচীন মনে করলাম না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোকে এক ফেরেশতা গ্রেফতার করেছে।

ওয়াকেদী, হাকেম ও বায়হাকী হাকীম ইবনে হেযাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধের কলাকৌশল আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। খলীছ উপত্যকায় একটি কম্বল আকাশ থেকে পতিত হয়ে আকাশের প্রান্তকে ঘিরে ফেলে। হঠাৎ আমরা দেখলাম উপত্যকার সর্বত্র পিপীলিকাই পিপীলিকা। তখন আমার বোধোদয় হয় যে, এই ঐশী বিষয় দ্বারা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সমর্থন দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ফেরেশতারাই ছিল কাফেরদের পরাজয়ের কারণ।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শত্রুপক্ষের পলায়নের পূর্বে সৈন্যরা অমিততেজে লড়ে যাচ্ছিল। আমি আকাশ থেকে একটি কাল কম্বল নেমে আসতে দেখলাম। অবশেষে কম্বলটি মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আমি দেখলাম সর্বত্র কাল পিপীলিকাই পিপীলিকা বিচরণ করছে। মরুভূমি পিপীলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, কাফেরদের পরাজয়ের জন্যে এরা ছিল পিপীলিকারূপী ফেরেশতা।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক বেঁটে আনছারী সৈনিক বনূ হাশেমের এক দীর্ঘদেহী সৈনিককে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। আবূ নয়ীম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত তাঁর রেওয়ায়েতে এই বন্দীর নামও বলেছেন। বন্দী সৈনিক বলল ঃ খোদার কসম, আমাকে এই সিপাহী গ্রেফতার করেনি; বরং এমন এক সৈনিকে গ্রেফতার করেছে,

যার মাথার অগ্রভাগে চুল কম ছিল এবং মুখশ্রী সুন্দরতম ছিল। সে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আমি তাকে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে দেখি না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই সৈনিক ছিলেন একজন ফেরেশতা।

আহমদ, ইবনে সা'দ, ইবনে জরীর ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যে সিপাহী আব্বাসকে গ্রেফতার করেছিল, সে ছিল আবুল ইউসর কা'ব ইবনে আমর। সে ছিল দুর্বল ও ক্ষীণকায়। আর আব্বাস ছিলেন সুঠাম দেহী বলবান ব্যক্তি। নবী করীম (সাঃ) আবুল ইউসরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আব্বাসকে কিরূপে বন্দী করলে? আবূল ইউসর বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! একাজে একজন সৈনিক আমাকে সাহায্য করেছে। আমি তাকে আগে পরে কখনও দেখিনি। তার দেহাবয়ব এমন এমন ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ একাজে একজন বড় ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আবুল ইউসরের মত ব্যক্তি আপনাকে কিরূপে গ্রেফতার করল? আপনি ইচ্ছা করলে তো তাকে হাতের তালুতে পুরে নিতে পারতেন। পিতা বললেন ঃ বৎস! এরূপ বলো না। সে যখন আমার মুখোমুখী হয়, তখন আমার দৃষ্টিতে খন্দমা পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ ছিল।

ইবনে সা'দ মাহমূদ ইবনে লবীদ ও ওবায়দ ইবনে আউস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে; তিনি বলেন; বদর যুদ্ধে আমি আব্বাস ও আকীল ইবনে আবূ তালেবকে গ্রেফতার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে দেখে বললেন ঃ এদের গ্রেফতারীতে একজন বড় ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন।

ইবনে সা'দ আতিয়্যা ইবনে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধ সমাপ্ত হলে জিবরাঈল একটি লাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এলেন। তাঁর শরীরে ছিল লৌহবর্ম এবং হাতে ছিল বর্শা। তিনি বললেন ঃ হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আমাকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যেন আমি আপনার সঙ্গ ত্যাগ না করি। বলুন, এখন আপনি সন্তুষ্ট কি না ? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি সন্তুষ্ট। এরপর জিবরাঈল প্রস্থান করলেন।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। তিনি হঠাৎ নামাযে মুচকি হাসলেন। নামাযান্তে আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা দেখলাম আপনি মুচকি হাসলেন। এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমার কাছ দিয়ে মিকাঈল যাচ্ছিলেন। তাঁর বাহু ধূলি ধূসরিত ছিল। তিনি শত্রুদের অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন। আমাকে দেখে হাসলে আমি জওয়াবে মুচকি হেসেছি।

ইমাম আহমদ, বায়হাকী ও তিবরানী আওসাতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে আত্মরক্ষা করতাম। তিনি যুদ্ধ ও বাহুবলে সকলের চেয়ে শক্তিমান ছিলেন। মুশরিকদের কেউ তাঁর নিকটবর্তী হত না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ইবনে শিহাব ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে মুশরিকদের মুখ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তায়ালা এই কংকরগুলোতে অদ্ভুত শান সৃষ্টি করলেন। এগুলো প্রত্যেক মুশরিকের চক্ষুদ্বয়কে কংকরভর্তি করে দিল। তাদের প্রতিটি সৈনিক উপুড় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ছিল। সে জানত না যে, কোন্‌দিকে যেয়ে চোখের কংকর দূর করবে। ইবনে মসউদ (রাঃ) আবূ জহলকে ভূতলশায়ী অবস্থায় দেখতে পেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র এবং আবূ জহলের মধ্যস্থলে অনেক ধুলাবালি ছিল। তার মুখমণ্ডল লৌহবর্মে আবৃত ছিল। তার তরবারি উরুতে রাখা ছিল এবং তার শরীরে ক্ষতের চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু সে তার কোন অঙ্গ নাড়াতে সক্ষম ছিল না। কেবল উপুড় হয়ে মাটির দিকে দেখে যাচ্ছিল। ইবনে মসউদ (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার ঘাড়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। তার মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর তার পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র করতলগত করলেন। হঠাৎ তিনি আবূ জহলের ঘাড়ে ফুলা দেখলেন। এছাড়া উভয়হাত ও কাঁধে কশাঘাতের মত চিহ্ন দেখলেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) এই সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিলে তিনি বললেন ঃ এগুলো ফেরেশতাদের আঘাতের চিহ্ন।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আকাশ থেকে পতিত কংকরের আওয়াজ আমি শুনেছি। এই আওয়াজ বড় থালায় পতিত হওয়ার মত আওয়াজ ছিল। সৈন্যদের সারিবদ্ধ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কংকরগুলো হাতে নেন এবং মুশরিকদের মুখে নিক্ষেপ করেন। কোরআন পাকের এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা এই কংকর নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

–আপনি যখন নিক্ষেপ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে আপনি নিক্ষেপ করেননি– আল্লাহ করেছেন।

ইবনে ইসহাক হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছালাবা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আবূ জহল মূর্খতাসুলভ দোয়া করে। সে বলে – হে খোদা! মোহাম্মদ আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের সামনে এমন এক ধর্ম এনেছে, যার সাথে আমরা পরিচিত নই। অতএব সত্য আমাদের পক্ষে রয়েছে এবং আমাদেরকেই জয়ী হতে হবে।

অতঃপর যখন উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হল, তখন অনতিবিলম্বেই আবূ জহল নিহত হল। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন–

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

ঃ যদি তোমরা বিজয় প্রার্থনা কর, তবে বিজয় তোমাদের সন্নিকটে এসে গেছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় এই সংবাদ পৌছে যে, মক্কার একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। সে মতে ফেরার পথে তাদের উপর চড়াও হওয়ার জন্যে মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে বের হল। এ সংবাদ অবগত হয়ে মক্কার কাফেলা দ্রুতগতিতে মক্কা অভিমুখে ধাবিত হল, যাতে কাফেলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের হাতে পর্যুদস্ত না হয়।

মুসলমানদের পৌছার পূর্বেই কাফেলা তাঁদের নাগালের সীমা অতিক্রম করে গেল। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাথে দু'টি দলের মধ্য থেকে একটির ওয়াদা করেছিলেন। সিরিয়া প্রত্যাগত কাফেলাকে পাওয়ার জন্য মুসলমানরা অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এটি হাতছাড়া হয়ে গেল। মক্কাবাসীদের আর একটি দল মুসলমানদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা বদর প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করল। এদের মোকাবিলা করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে নিয়ে বদরে উপনীত হলেন। তাদের এবং পানির মাঝখানে ধুলাবালুর স্তর ছিল, যাতে পা ঢুকে যেত। পানি না পাওয়ার কারণে মুসলমানরা খুবই কষ্টের সম্মুখীন হল। শয়তান তাদেরকে এই বলে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল যে, তোমরা মনে করতে যে, তোমরা আল্লাহর দোস্ত এবং আল্লাহর রসূল তোমাদের মধ্যে আছেন। কিন্তু মুশরিকরাই তো পানি দখল করে নিতে সক্ষম হল। আর তোমরা রয়ে গেলে পিপাসায় কাতর।

এই শয়তানী কুমন্ত্রণার জবাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। তাঁরা পানি পান করল এবং ওযূ গোসল সেরে নিলেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তারা মুক্তি পেলেন। বৃষ্টির কারণে ধুলাবালু জমে মানুষের চলাফিরার উপযুক্ত হয়ে গেল। এহেন অনুকূল পরিস্থিতিতে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে অগ্রাভিযান করল। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবী ও মুসলমানদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলেন। একদিকে অবস্থানকারী পাঁচশ' ফেরেশতার দলে জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন এবং অপর দিকে অবস্থানকারী পাঁচশ' ফেরেশতার দলে মিকাঈল (আঃ) ছিলেন।

এহেন সময়ে অভিশপ্ত ইবলীশ তার বাহিনী নিয়ে বনী-মুদাল্লাজের সৈনিকদের বেশ ধারণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হল। তার সাথে তার ঝাণ্ডা ছিল। সে নিজে ছিল

সুরাকা ইবনে মালেকের আকৃতিতে। সে মুশরিকদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলল ঃ আজিকার দিনে কোন শক্তিই তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না; তোমাদের বিভেদের সময়ে আমি তোমাদের হিতৈষী প্রতিবেশী।

আবূ জহল দোয়া করল ঃ হে খোদা! আমাদের মধ্যে যে সত্যের অধিক নিকটবর্তী, তাকে তুমি মদদ দাও। অপর দিকে রসূলে করীম (সাঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আজ যদি তুমি এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে পৃথিবীতে কখনও তোমার এবাদত করা হবে না।

জিবরাঈল এসে তাঁকে বললেন ঃ একমুঠি মাটি নিন। তিনি এক মুঠি মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহতায়ালার কুদরতে এই মাটি প্রতিটি মুশরিকের চক্ষুদ্বয়ে, নাকের ছিদ্রে এবং মুখে পৌছে গেল। ফলে সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতে বাধ্য হল।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা, ইবনে শিহাব ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহতায়ালা সেদিন সকলের উপর একই বৃষ্টিবর্ষণ করেন। কিন্তু এই বৃষ্টি মুশরিকদের জন্যে ভয়ংকর বিপদের কারণ ছিল। কেননা, এর ফলে তাদের চলাচলের পথ দুর্গম হয়ে যায়। আর মুসলমানদের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল সুখকর। কেননা এতে তাদের চলার পথ ও অবতরণের স্থান সুগম হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল মুশরিকদের ধরাশায়ী হওয়ার জায়গা এগুলো।

ইবনে সা'দ হযরত ইকরামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানরা তন্দ্রার কারণে ঝুঁকে পড়ছিল। তারা এমন টিলায় অবতরণ করেছিল, যার বালু সরে গিয়েছিল। বৃষ্টির কারণে টিলার মাটি শক্ত পাথরের ন্যায় হয়ে গেল। তারা এর উপর স্বচ্ছন্দে দৌড়াদৌড়ি করত। এদিন সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্যে। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি নাযিল করেন, যাতে তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত

করেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে সুরক্ষিত করেন তোমাদের অন্তরসমূহ এবং যাতে তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় করে দেন। (সুরা আনফাল)

ওয়াকেদী ও বায়হাকী হাকেম ইবনে হেযাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধে আমরা উভয়পক্ষ তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হলাম। আমি একটি আওয়াজ শুনলাম, যা আকাশ থেকে মাটিতে এমনভাবে পতিত হল, যেমন বড় থালায় কংকর পতিত হলে আওয়াজ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কংকরগুলো থেকে এক মুঠি কংকর নিলেন এবং নিক্ষেপ করলেন। এরপর আমরা পালিয়ে গেলাম।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী খাবীব ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমার দাদা খাবীরের দেহে তরবারির আঘাত লাগে এবং দেহের একঅংশ কেটে ঝুলতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং কর্তিত স্থানটুকু মিলিয়ে দিলেন। ফলে দেহের সেই অংশ পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেল।

ইবনে আদী, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী আছেম ইবনে ওমর থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা কাতাদাহ ইবনে নো'মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে তাঁর চক্ষু আহত হয়ে যায়, অর্থাৎ চোখের পুতলী কোটর থেকে বের হয়ে গণ্ডদেশে এসে পড়ে। লোকেরা একে কেটে দেয়ার ইচ্ছা করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং কাতাদাহকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর আপন পবিত্র হাতে পুতলীটিকে কোটরে স্থাপন করে হাতের তালু দিয়ে চাপ দিলেন। এরপর এটা জানার কোন উপায় ছিল না যে, কোন্ চোখে আঘাত লেগেছিল।

কাতাদাহ থেকে বায়হাকীর অন্য এক হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাপ দেয়ার পর দোয়া করলেন اللهم اكسه جمالا

হে আল্লাহ! একে সৌন্দর্যের পোশাক পরিয়ে দাও।

ওয়াকেদী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে ওকাশা ইবনে মুহছিন বলেন ঃ বদরযুদ্ধে আমার তরবারি ভেঙ্গে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে একটি কাষ্ঠখণ্ড দিলেন। হঠাৎ সেই কাষ্ঠখণ্ড একটি ঝলমলে লম্বা তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমি সেই তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করলাম। অবশেষে আল্লাহতায়ালা মুশরিক বাহিনীকে পলায়নে বাধ্য করলেন। রাবী বলেন ঃ এই তরবারি আমৃত্যু ওকাশার কাছে ছিল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধে কাফের সরদারদের কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত লাশগুলোর কাছে দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর তাদেরকে 'হে অমুকের পুত্র অমুক' বলে ডাক

দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন , আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা তোমরা পছন্দ করতে না। আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এরা তো আত্মাহীন লাশ। এরা আপনার কথা শুনবে কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবজায় আমার প্রাণ, আমি যা বলছি, তা তাদের চেয়ে তোমরা বেশি শ্রবণ কর না।

কাতাদাহ বলেন ঃ এ স্থলে আল্লাহতায়ালা নিহতদেরকে জীবিত করে দেন, যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিরস্কার শুনতে পারে।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দোয়া করেন –

اللهم اكفنى نوفل بن خويلد

হে আল্লাহ! আমাকে নওফেল ইবনে খুয়ায়লিদ থেকে নিরাপদ রাখ। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের কে নওফেল সম্পর্কে জানে? হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ওকে হত্যা করেছি। হুযূর (সাঃ) তকবীর বললেন এবং এই বলে আল্লাহর শোকর করলেন–

الحمد لله الذى اجاب فيه دعوتى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নওফেল সম্পর্কে আমার দোয়া কবুল করেছেন।

বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে,

وَذَرْنِى وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا

ঃ আমাকে এবং বিত্তশালী মিথ্যারোপকারীদেরকে ছাড় (অর্থাৎ আমিই তাদেরকে বুঝে নিব।) এবং তাদেরকে সামান্য সময় দাও।

কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হওয়ার অল্প পরেই আল্লাহতায়ালা বদর যুদ্ধে কোরায়শদেরকে বিপর্যস্ত করেন।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) কা'বার সন্নিকটে নামাযরত ছিলেন। কোরায়শদের একটি দল তাঁর নামায পড়া নিরীক্ষণ করছিল। তারা পরস্পরে বলল ঃ তোমাদের কে অমুক গোত্রের উটের গোয়ালের দিকে যাবে? সেখানে উটের ভুড়ি পড়ে আছে। সেটি এনে মোহাম্মদ যখন সিজদা করে, তখন তার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে রেখে দিবে।

তাদের মধ্যে যে ছিল সর্বাধিক হতভাগা, সে ভুড়িটি এনে পরিকল্পনা অনুযায়ী হুযূর (সাঃ)-এর কাঁধে রেখে দিল। তিনি সিজদাবস্থায় অটল রইলেন। আর পাপিষ্ঠরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল এবং একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়ছিল। জনৈক পথিক কচি বালিকা হযরত ফাতেমা যুহরাকে যেয়ে ঘটনা বলে দিল। তিনি দৌড়ে এলেন এবং খুব কষ্ট সহকারে ভুড়িটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর দুর্বৃত্তদের কাছে এসে তাদেরকে গালমন্দ করলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায সমাপ্ত করে নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার উচ্চারণ করলেন –

"হে আল্লাহ! আমর ইবনে হেশাম (অর্থাৎ আবূ জহল), ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, ওলীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খলফ, ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত, আম্মারা ইবনে-ওলীদ এদের সকলের উপর আযাব নাযিল কর।"

ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমি এদের সকলকে বদরযুদ্ধে ধরাশায়ী হতে দেখেছি।

আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নিহতদের দিক থেকে অবসর লাভ করলেন, তখন কেউ বলল ঃ কোরায়শদের কাফেলার দিকে ধাবমান হওয়া আপনার কর্তব্য। সেখানে কোন বাধা নেই। হযরত আব্বাস –যিনি তখন মুসলমানদের বন্দী ছিলেন – বললেন ঃ কাফেলার দিকে ধাবমান হওয়া সমীচীন নয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কেন সমীচীন নয়? আব্বাস বললেন ঃ কেননা, আল্লাহতায়ালা আপনাকে দু'দলের মধ্য থেকে একটির ওয়াদা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং এক দলের বিরুদ্ধে আপনাকে মদদ দিয়েছেন। সেই দলটি নিহত হয়েছে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী শা'বী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-কে বলল ঃ আমি বদরের ময়দানে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম এক ব্যক্তি ভূগর্ভ থেকে বের হয়, অপর এক ব্যক্তি তাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। ফলে সে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পুনরায় এই ব্যক্তি ভূগর্ভ থেকে বের হয় এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাকে হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। সে আবার ভূগর্ভে চলে যায়। তার সাথে বারবার এরূপ করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ভূগর্ভ থেকে যে বের হয়, সে হচ্ছে আবূ জহল। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে আযাব দেয়া হবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও তিবরানী আওসাতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি বদর যুদ্ধের পর একদিন এই ময়দানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি গর্ত থেকে বের হয়েছে। তার গলায় একটি শিকল ছিল। সে আমাকে ডেকে বলল ঃ হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। আমি জানি না সে আমার নাম জেনে বলেছে, না প্রত্যেক

অপরিচিতকে আবদুল্লাহ বলার আরবদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী আবদুল্লাহ বলে ডেকেছে। আমি আরও দেখলাম, অন্য এক ব্যক্তি একই গর্ত থেকে বের হল। তার হাতে ছিল একটি চাবুক। সে আমাকে ডেকে বলল ঃ হে আবদুল্লাহ! একে পানি পান করিয়ো না। কেননা, সে কাফের। এরপর সে তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করল। অবশেষে প্রথমোক্ত লোকটি গর্তের মধ্যে ফিরে গেল। এই ঘটনা দেখার পর আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি বাস্তবিকই এঘটনা দেখেছ? আমি বললাম ঃ নিঃসন্দেহে দেখেছি। তিনি বললেন ঃ সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবূ জহল। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাকে এমনিভাবে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হবে।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবার তরিকায় ইবনে শিহাব ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আল্লাহতায়ালা মুশরিক ও মুনাফিকদের মাথা চিরতরে নত করে দেন। মদীনায় কোন মুনাফিক ও ইহুদী এমন ছিল না, যার মাথা বদরের পরাজয়ের কারণে হেট হয়নি। এটা যেন "ইয়াওমুল-ফোরকান" (পার্থক্যকরণ দিবস) ছিল। এ দিবসে আল্লাহতায়ালা কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেন।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ আমি আবূ সায়ীদ খুদরী কে غُلِبَتِ الرُّوْمُ الاية (রোমকরা পরাজিত হয়েছে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন ঃ পারসিকরা প্রথমে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। এরপর রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। এরপর আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে বদরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাই এবং আহলে-কিতাব অগ্নি উপাসক অর্থাৎ পারসিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য পায়। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে যে বিশেষ মদদ দেন, তাতে আমরা আনন্দিত হই এবং আহলে কিতাবকে যে সাহায্য দান করেন, তাতেও আমরা প্রফুল্ল হই। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ الاية

সেইদিন মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যের কারণে হর্ষোৎফুল্ল হবে।

ইবনে সা'দ হযরত ইকরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদরযুদ্ধে একটি তাঁবুর ভিতর থেকে বললেন ঃ সেই জান্নাতের দিকে চল, যার প্রস্থ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান।

একথা শুনে ওমায়র ইবনে হুমাম বললেন ঃ বাহ্ বাহ্। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আনন্দ প্রকাশ করলে কেন? ওমায়র বললেন ঃ এই আশায় যে, আমি

জান্নাতীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই এবং সেখানকার বিস্তীর্ণ পরিসরে ঘুরাফিরা করি।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি জান্নাতী। অতঃপর তিনি কিছু খেজুর বের করলেন। ওমায়ের সেগুলো মুখে পুরে বললেন ঃ যদি আমি বাকী থাকি, তবে খেজুর খেতে থাকব। নতুবা জান্নাতের জীবন তো চিরন্তন। এরপর কিছু মনে করে হাতের খেজুর ফেলে দিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে গেলেন।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর যুদ্ধের কয়েদীদের সম্পর্কে বললেন ঃ মুসলমানগণ! তোমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা কর, আর ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। মুক্তিপণ নিলে তা তোমরা ভোগ করতে পারবে। তোমাদের মধ্য থেকে তাদের সমসংখ্যক ব্যক্তি শহীদ হবে। সত্তর জনের মধ্যে হযরত কায়েস ইবনে ছাবেত ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি এয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হন।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওকবা ইবনে আবূ মুয়ীত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খানার দাওয়াত দিলে তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত তুমি "আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ" উচ্চারণ না করবে, আমি তোমার দাওয়াত খাব না। অগত্যা ওকবা কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করল। অতঃপর তার এক বন্ধু তার সাথে দেখা করে এজন্যে তাকে ভর্ৎসনা করল। ওকবা বলল ঃ যা হবার হয়ে গেছে। এখন বল কি করলে কোরায়শদের অন্তরে আমার সম্মান পুনর্বহাল হবে এবং আমার প্রতি তাদের অন্তরের মলিনতা দূর হবে?

বন্ধু বলল ঃ তুমি মোহাম্মদের মজলিসে যাও এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ কর। ওকবা তাই করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন মুখমণ্ডল পরিষ্কার করে প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ যদি তোকে মক্কার পর্বতমালার বাইরে কখনও পাই, তবে তোকে হত্যা করব। অতঃপর সাহাবায়ে-কেরাম বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত হলে ওকবা তাঁবু থেকে বের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করল এবং বলল ঃ সেই লোকটি বলেছে যে, মক্কার পর্বতমালার বাইরে আমাকে পেলে হত্যা করবে। সঙ্গীরা তাকে বলল ঃ আমরা তোমাকে দ্রুতগামী লাল উট দিচ্ছি। পলায়নের পরিস্থিতি হলে বাতাসের ন্যায় উড়ে যাবে। সে কোনরূপে তোমাকে ধরতে পারবে না।

সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতে ওকবা তাদের সঙ্গে রণাঙ্গনে গেল। যুদ্ধে কোরায়শপক্ষ পরাজয়বরণ করলে সে বিশেষ উটের পিঠে বসে পলায়নোদ্যত হল। উট তাকে এক জনশূন্য প্রান্তরে নামিয়ে দিল। সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

আবূ নয়ীম হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন তার কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়া হয়, তখন তিনি বলেন ঃ মোহাম্মদ! যতদিন আমি জীবিত থাকব, আমাকে কোরায়শদের ফকীর হয়ে থাকতে হবে। (অর্থাৎ আমি নিঃস্ব। মুক্তিপণ দেয়ার সাধ্য নেই।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আপনি কোরায়শদের ফকির হবেন কেন? আপনি তো আপনার পত্নী উম্মে ফযলকে এক খণ্ড স্বর্ণ দিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে বলেছেন ঃ যদি আমি নিহত হই, তবে তুমি যতদিন বাঁচবে অভাবগ্রস্ত হবে না। হযরত আব্বাস একথা শুনে বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। কেননা, স্বর্ণ সম্পর্কিত এই বিষয়টি আমি এবং আমার পত্নী ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেনি।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্বাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বললেনঃ আমার কাছে মুক্তিপণ দেয়ার মত কিছু নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সেই সম্পদ কোথায়, যা আপনি এবং উম্মে ফযল মিলে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন ? আপনি উম্মে ফযলকে বলেছেনঃ এ সফরে আমি মারা গেলে এই সম্পদ আমার সন্তান ফযল, আবদুল্লাহ ও কাছেমের হবে। আব্বাস এ কথা শুনে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনি আল্লাহর রসূল। যে বিষয়টি আপনি বললেন, তা আমি এবং উম্মে ফযল ছাড়া আর কেউ জানত না।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে নওফেল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নওফেল বদর যুদ্ধে বন্দী হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেনঃ নওফেল! মুক্তিপণ দাও। নওফেল বললঃ আমার কাছে কিছু নেই। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ জেদ্দায় তোমার যে সম্পদ আছে, সেখান থেকে মুক্তিপণ দাও। নওফেল বলল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। এরপর সে সেই সম্পদ থেকে মুক্তিপণ দিয়ে দিল।

ইবনে জরীর, ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ ও হাকেম হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরামা ইবনে আব্বাস ও আবূ রাফে থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তারা বলেনঃ আমরা আব্বাস-পরিবার ইসলাম গ্রহণ করার পর তা সযত্নে গোপন রাখতাম। আমি আবূ রাফে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম ছিলাম। কোরায়শরা যুদ্ধ করার জন্যে বদরে গেলে আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়ার আশায় ছিলাম। হাসীমান খুযায়ী আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিজয়ের সংবাদ নিয়ে এল। এতে আমাদের মনে শক্তি আসে এবং আমরা উৎফুল্ল হই। আল্লাহর কসম, আমি যমযমের ধারে উপবিষ্ট ছিলাম এবং উম্মে ফযল আমার কাছে ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম দূরাচারী আবূ লাহাব অহংকারে পা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে আগমন করল। সংবাদ আসার পর আল্লাহ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন।

আবূ লাহাব এসেই কক্ষের পর্দার কাছে বসে গেল। লোকেরা এসে বললঃ সুফিয়ান ইবনে হারেছ আগমন করেছে এবং খবর জানার জন্যে মানুষ তার কাছে জমায়েত হয়েছে। আবূ লাহাব বলল, আবূ সুফিয়ান! তুমি আমার কাছে এস। তোমার নিকট খবর আছে। আবূ সুফিয়ান এসে তার কাছে বসল এবং বললঃ আমরা যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছি। ফলে তারা আমাদের শরীরে ইচ্ছামত অস্ত্র চালিয়েছে। আমাদের সৈন্যরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, এতদসত্ত্বেও আমি তাদেরকে ধিক্কার দেইনি। আমরা শ্বেতকায় জওয়ানদেরকে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় দেখেছি। খোদার কসম, তারা কোন কিছু ছাড়ছিল না।

আবূ রাফে বলেনঃ আমি হুজরার পর্দা তুলে বললামঃ খোদার কসম, এরা ছিল ফেরেশতা।

এই সংবাদ শুনে আবূ লাহাব দ্রুতগতিতে দাঁড়িয়ে গেল। ক্ষোভে ও অপমানে সে মাটিতে পা ঘর্ষণ করছিল। এ সময়েই আল্লাহ তায়ালা তাকে মারাত্মক পায়ের ফোস্কা রোগে আক্রান্ত করে দিলেন। অতঃপর সাতদিন অশেষ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার পর সে জাহান্নামবাসী হয়ে গেল।

আবূ লাহাবের পুত্ররা তার মৃতদেহ তিনদিন পর্যন্ত গৃহে রেখে দিল এবং দাফন করা থেকে বিরত রইল। অবশেষে মৃতদেহ পঁচে তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল। কোরায়শরা প্লেগের অনুরূপ এই ব্যাধি থেকে দূরে থাকত। অবশেষে জনৈক কোরায়শী আবূ লাহাবের পুত্রদ্বয়কে বললঃ তোমাদের লজ্জা হয় না! তোমাদের পিতা গৃহে পঁচে গেল। তোমরা তাকে দাফন করছ না। পুত্ররা বললঃ আমাদের আশংকা হয় যে, এই ছোঁয়াচে রোগ আমাদেরকেও লেগে যাবে। কোরায়শী বললঃ তোমরা চল। আমি এ কাজে তোমাদেরকে সাহায্য করব।

আবূ লাহাবকে তার পুত্ররা গোসল দিল না। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে কিছু পানি ছিটিয়ে দিল। অতঃপর তার লাশ মক্কার উপরিভাগে নিয়ে গেল এবং একটি প্রাচীরে ঠেস লাগিয়ে চতুর্দিকে পাথর বসিয়ে দিল।

বোখারী ও মুসলিম ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ লাহাব ছুয়ায়বিয়াকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিল। আর এই ছুয়ায়বিয়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শৈশবে দুধ পান করিয়েছিলেন। আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর তার পরিবারের কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে খুব কষ্টে আছে। সে আবূ লাহাবকে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমার কি অবস্থা হয়েছে? আবূ লাহাব বললঃ তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পর আমি এছাড়া কোন আরাম পাইনি যে, ছুওবিয়াকে মুক্ত করার বদলে আমাকে এই গর্তে পানি পান করানো হয়েছে। আবূ লাহাব সেই গর্তের দিকে ইশারা করল, যা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার নিকটের অঙ্গুলি মিলালে তৈরী হয়।

বায়হাকী ওয়াকেদী ও অন্যান্য রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, কুবাছ ইবনে হায়শাম কেনয়ানী বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে উপস্থিত ছিল। সে বলেঃ আমি মোহাম্মদের সাহাবীদের সংখ্যাল্পতা এবং আমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য স্বচক্ষে দেখছিলাম এবং গর্ববোধ করছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই পলায়নকারীদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও পলায়ন করলাম। আমি মনে মনে বলছিলাম– নারীদের ছাড়া আমি কখনও কাউকে এভাবে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করতে দেখিনি।

খন্দক যুদ্ধের পর যখন আমার অন্তরে ইসলামের নূর প্রজ্বলিত হল, তখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এলাম এবং সালাম আরয করলাম। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে কুবাছ! তুমিই সেই ব্যক্তি, যে বদর যুদ্ধে বলেছিলে- মহিলাদের ছাড়া আমি কাউকে এমনভাবে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করতে দেখিনি?

এ কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবাধ রইল না। আমি আরয করলামঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। উপরোক্ত কথা আমার মুখ থেকে বের হয়ে কারও কানে যায়নি। আমি কেবল এ কথা মনে মনে বলেছিলাম। আপনি নবী না হলে আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তাঁরা উভয়েই বলেনঃ যখন মুশরিকদের বিপর্যয়ের সংবাদবাহক মক্কা ফিরে এল, তখন ওমায়র ইবনে ওয়াহাব জুমহী এসে নিহত উমাইয়ার পুত্র ছফওয়ানের কাছে হিজর নামক স্থানে বসল। ছফওয়ান বললঃ বদরে নিহতদের কারণে জীবন দুর্বিষহ ও বিস্বাদ হয়ে গেছে। ওমায়র বললঃ হাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের পরে জীবনে কোন আকর্ষণ বাকী নেই। আমার উপর বড় অংকের ঋণ রয়েছে, যা শোধ করতে আমি অক্ষম। আর আমার পরিবার পরিজনের জন্যেও কোন সঞ্চিত সম্পদ নেই। এ দু'টি অপারগতা না থাকলে আমি অবশ্যই মোহাম্মদের দিকে যাত্রা করতাম এবং তাঁকে হত্যা করতাম। আমার সন্তান তাঁর হাতে বন্দী রয়েছে। তাই আমি বাহানা করব যে, আমি আমার পুত্রের কাছে এসেছি।

ছফওয়ান ওমায়রের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অতঃপর বললঃ তোমার যাবতীয় ঋণ আমার যিম্মায় এবং তোমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ তাই হবে, যা আমার পরিবারের হবে। এ ছাড়াও আমি সাধ্যানুযায়ী তোমাকে মদদ দিতে ত্রুটি করব না।

এরপর ছফওয়ান ওমায়রের জন্যে সওয়ারীর ব্যবস্থা করল এবং পাথেয় সংগ্রহ করল। একটি উৎকৃষ্ট, শানিত ও বিষমিশ্রিত তরবারি তার হাতে তুলে দিল। ওমায়র

বললঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গোপন রাখবে এবং ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু বলবে না।

এরপর ওমায়র মদীনায় পৌছল এবং মসজিদে নববীর দরজার সন্নিকটে অবতরণ করল। সে এক জায়গায় সওয়ারী বেঁধে দিল এবং তরবারি হাতে নিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করল। ঘটনাক্রমে হযরত ওমরও তখন এসে গেলেন। তারা উভয়েই এক সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলেন। হুযূর (সাঃ) হযরত ওমরকে বললেনঃ এস ওমর, বস। অতঃপর ওমায়রের দিকে ফিরে বললেনঃ ওমায়র! তুমি কিরূপে এলে?

ওমায়রঃ আমি আমার বন্দী পুত্রের সাথে দেখা করতে এসেছি। সে আপনাদের কাছে রয়েছে।

হুযূরঃ ওমায়র! সত্য বল। মিথ্যা বলা মহাপাপ।

ওমায়রঃ আমার লোকের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

হুযূরঃ তুমি ছফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে হিজরের কাছে বসে কি পরিকল্পনা করে এসেছ?

ওমায়র ভীত হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলঃ আমি কি পরিকল্পনা করেছি?

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ ছফওয়ান তোমাকে এই শর্তে সম্মত করিয়ে প্রেরণ করে নাই কি যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে এবং সে তোমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিবে?

ওমায়র হতবাক হয়ে আরয করলঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল। ছফওয়ান ও আমার মধ্যে উপরোক্ত চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল অত্যন্ত গোপন বিষয়। আমি এবং ছফওয়ান ছাড়া কেউ এটা জানত না। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন। ওমায়র বলেনঃ এরপর আমি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনলাম।

এরপর ওমায়র মক্কায় ফিরে যান এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাতে অনেক মানুষ মুসলমান হয়।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম বলেনঃ বদরের বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন তাঁর সহচরগণকে নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি তাঁকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলামঃ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কারও সাধ্য নাই যে, একে প্রতিরোধ করে।

আয়াতখানি শুনে মনে হল যেন আমার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ বদর যুদ্ধে মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়ের পর আমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় মদীনায় এলাম। জনৈকা ইহুদী মহিলা আমার কাছে এল। তার মাথায় ছিল একটি বড় থালা, যাতে ছাগল-ছানা ভাজা করা ছিল। সে বললঃ হে মোহাম্মদ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আপনাকে ছহী-সালামত রেখেছেন। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করেছিলাম যে, আপনি ছহী-সালামত মদীনায় ফিরে এলে এই ছাগল-ছানাটি অবশ্যই যবেহ করব এবং তা ভাজা করে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করব। এক্ষণে এটি খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। আল্লাহ তায়ালা ছাগল-ছানাকে বাকশক্তি দান করলেন। সে বললঃ হে মোহাম্মদ! আমাকে খাবেন না। আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে।

আনুষঙ্গিক আলোচনা

সুবকী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ফেরেশতাদের যুদ্ধ করার রহস্য কি? জিবরাঈল (আঃ) একাই তো নিজের একটি পাখা দ্বারা সমগ্র কাফের বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন।

এ প্রশ্নের জওয়াবে সুবকী (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যে, এটা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের কাজ হোক এবং সামরিক নিয়ম অনুযায়ী যেমন এক বাহিনী অন্য বাহিনীকে সাহয্য করে, তেমনি ফেরেশতারা মুসলমানদের মদদ দান করুক। এতে কারণ ও ঘটনা এবং মানুষের মধ্যে প্রবর্তিত আল্লাহ তায়ালার নিয়ম-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর কর্তা।

কোরআনে আছে

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ

আমি তার পরে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী বলেনঃ প্রশ্ন হতে পার যে, আল্লাহতায়ালা বদর যুদ্ধে ও খন্দক যুদ্ধে আকাশ থেকে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করলেন কেন? এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে বায়ু এবং তোমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করলাম।

আরও বলেনঃ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

আমি সাহায্য করেছি পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা।

আরও বলেনঃ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

অবতরণকারী তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা

আমি এ প্রশ্নের জওয়াবে বলব যে, একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট হত, যেমন কওমে লূতের শহর জিবরাঈল (আঃ)-এর পাখা দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। সামূদ গোত্রের বসতিসমূহ এবং কওমে- ছালেহকে একটিমাত্র চীৎকারের মাধ্যমে নিস্তনাবূদ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যাপারে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মহান পয়গাম্বর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ রসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হাবীব নাজ্জার কি জিনিস! মাহাত্ম্য ও সম্মানদানের এমনসব উপায়াদি তাঁর ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়েছে, যা অন্য কারও ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়নি। সম্মানদানের এসব উপায়ের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে তাঁর জন্যে আকাশ থেকে বাহিনী নাযিল করব। আয়াতে "আমি প্রেরণ করিনি" "এবং এর প্রয়োজনও ছিল না" এসব কথা বলে আল্লাহ পাক যেন ইশারা করেছেন যে, আকাশ থেকে বাহিনী প্রেরণ করে সাহায্য করা মামূলী ব্যাপার নয় বরং বিরাট ব্যাপার সমূহের অন্যতম, যার যোগ্য কেউ নেই। কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা স্বতন্ত্র, তাঁকে ছাড়া আমি কারও জন্যে আসমান থেকে বাহিনী নাযিল করি না।

গাতফান যুদ্ধ

মোহাম্মদ ইবনে যিয়াদ, সায়ীদ ইবনে আবূ এতাব ও ওয়াকেদী যাহহাক ইবনে ওছমান ও আবদুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবূ বকর প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) সংবাদ পান যে, বনী ছালাবার গাতফান গোত্র যীআমর নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হুযূর (সাঃ)-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা। তাদের নেতা হচ্ছে দা'ছূর ইবনে হারেছ। এ সংবাদের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চারশ' যোদ্ধা নিয়ে রওয়ানা হন। তারা পাহাড়ে আত্মগোপন করল। হুযূর (সাঃ) যীআমরে অবতরণ করে বাহিনী সন্নিবেশিত করলেন। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। হুযূর (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে চলে গেলেন। বৃষ্টির পানিতে তাঁর কাপড় ভিজে গেল। তিনি উপত্যকার এক বৃক্ষের কাছে যেয়ে কাপড় খুলে ফেললেন। অতঃপর ভিজা কাপড় নিংড়ে শুকানোর

জন্যে ছড়িয়ে দিলেন এবং নিজে বৃক্ষের নিচে শয়ন করলেন। জনৈক বেদুইন শত্রু তাঁকে লক্ষ্য করছিল। সে দলনেতাকে বললঃ হে দা'ছূর! তুমি আমাদের বীর সরদার। এক্ষণে মোহাম্মদ তার সঙ্গীদের থেকে দূরে তোমার আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে।

ছা'ছূর উলঙ্গ তরবারি হাতে নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর নিকটে এসে বললঃ মোহাম্মদ! তোমাকে আজ কে রক্ষা করবে? হুযূর (সাঃ) গম্ভীর স্বরে বললেনঃ আল্লাহ।

জিবরাঈল (আঃ) দা'ছূরের বুকে আঘাত করে দূরে ঠেলে দিলেন। ভয়ে তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্রুত সেই তরবারি তুলে নিলেন এবং দাছূরের মাথার উপর উত্তোলন করে বললেনঃ এখন তোকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বললঃ কেউ না। সে আরও বললঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। হুযূর (সাঃ) দাছূরের তরবারি ফিরিয়ে দিলেন। সে পিছনে সরে গেল, অতঃপর অগ্রসর হল এবং বললঃ আপনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়াই আমার জন্যে সমীচীন।

দা'ছূর তার সম্প্রদায়ের কাছে গেলে তারা বললঃ পরিতাপের বিষয়, তুমি কিছুই করতে পারলে না; কিছু কথাবার্তা বলে ফিরে এসেছ। অথচ তুমি সশস্ত্র ছিলে এবং সে নিরস্ত্র ও অন্যমনস্ক।

দা'ছূর বললঃ হত্যা করাই আমার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু কাছে পৌঁছার পর এক শ্বেতকায় ও দীর্ঘদেহী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। সে আমার বুকে ঘুষি মারলে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি চিনেছি এই লোকটি ছিল ফেরেশতা। পরক্ষণেই আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। এরপর দা'ছূর তার সমগ্র গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিল। এ স্থলে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

মু'মিনগণ! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তাদের হাত স্তব্ধ করে দিলেন।

ইহুদীদের চুক্তি লঙঘন ও নির্বাসন

এয়াকুব ইবনে সুফিয়ান তিনটি মাধ্যমে ইবনে শেহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের অবরোধ করেন। অবশেষে তারা দেশত্যাগে সম্মত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও আসবাবপত্র জাতীয় যা কিছু উট বহন করতে পারে, তা নিয়ে অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র নেয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। তিনি তাদেরকে সিরিয়ার দিকে নির্বাসিত করে দিলেন।

গৃহসামগ্রীর মধ্যে কাঠ, চৌকাঠ ইত্যাদি যা কিছু তাদের পছন্দনীয় ছিল, তারা সব খুলে উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে سَبَّحَ مَا فِى السَّمَاوَاتِ থেকে وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন। বনী-নুযায়রের ইহুদীরা তওরাতে উল্লিখিত মাবত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্বে এরা কখনও এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী নুযায়রের ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে (সাঃ) দিয়েছিলেন। এসব ধন-সম্পদের জন্যে মুসলিম বাহিনীকে কোনরূপ যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই এগুলো বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিল। এসব সম্পদ থেকে তিনি আপন পত্নীগণকে বার্ষিক খোরপোষ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত, তা আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে ঘোড়া ও অস্ত্রক্রয়ে ব্যয়িত হত।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বনু-কেলাবের রক্তপণের ব্যাপারে বনু নুযায়রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে গমন করেন। বনু নুযায়র বললঃ হে আবুল কাসেম! আপনি বসুন, আহার করুন, অতঃপর আমাদের তরফ থেকে রক্তপণের অর্থ নিয়ে যান।

হুযূর (সাঃ) সঙ্গীগণসহ এক প্রাচীরের ছায়ায় বসে গেলেন। বনু-নুযায়র একে সুবর্ন সুযোগ মনে করল। তারা পরামর্শ করে স্থির করল যে, অমুক ইহুদী প্রাচীরের উপরিভাগে আরোহণ করে হুযূর (সাঃ)-এর মাথার উপর একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিবে, যাতে তিনি সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন।

আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করালেন। তিনি বিলম্ব না করে সাহাবীগণকে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। এ স্থলে এই আয়াত নাযিল হয় —

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করার সংকল্প করেছিল।

ইহুদীদের পুনঃ পুনঃ চুক্তি লঙঘন ও ষড়যন্ত্রে অতিষ্ট হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদেরকে শহর ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মদীনার মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিল এবং বলে পাঠাল– আমাদের জীবন-মরণ তোমাদের সাথে এক সূতায় গাঁথা। তোমরা যুদ্ধ করলে তোমাদের সাহায্য করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হবে। আর তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও পিছনে থাকব না।

মুনাফিকদের এই প্রস্তাবে ইহুদীরা ভরসা করে ষড়যন্ত্রের জাল আরও বিস্তৃত করল শয়তানও তাদেরকে বিজয়ী হওয়ার আশা দিল। তারা নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে ডেকে বললঃ খোদার কসম! আমরা মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না এবং প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করব।

ইহুদীদের এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের অবরোধ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আদেশ মানতে বাধ্য করলেন। আল্লাহ তায়ালা ইহুদী ও মুনাফিকদের হাত নিষ্ক্রিয় রাখলেন। তারা যুদ্ধ করতে সক্ষম হল না। মুনাফিক তো মুনাফিকই। তারা ইহুদীদের সাথেও মুনাফেকী করল এবং কোনরূপ সাহায্য দিল না। উভয় সম্প্রদায়ের মনে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিলেন।

মুনাফিকদের সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে ইহুদীরা নিজেরাই মদীনা ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাদেরকে অস্ত্র ছাড়া সকল অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ওয়াকেদী ইবরাহীম ইবনে জা'ফর থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনু-নুযায়র মদীনা ত্যাগ করার পর আমর ইবনে সা'দী সেখানে আসে এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা পরিদর্শন করে। সে জনশূন্য বাসভবনগুলো দেখার পর বনু-কোরায়যার কাছে যায় এবং বলেঃ আজ আমি শিক্ষাপ্রদ দৃশ্য দেখে এসেছি। যাদের সম্মান, বীরত্ব ও গৌরবের কোন শেষ ছিল না আমাদের সেই ভাইদের গৃহগুলোকে উজাড়, শ্মশান ও ভয়ংকর আকৃতিতে দেখেছি। তারা বিপুল ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করে অপমান ও গ্লানির বোঝা কাঁধে

নিয়ে বের হয়ে গেছে। তওরাতের কসম, আল্লাহ এই ব্যক্তিকে বিনা কারণে তাদের উপর চড়াও করে দেননি। আমার কথা মানলে এস আমরা সকলেই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী হয়ে যাই। আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই জান যে, তিনি সত্য নবী। ইবনুল-হাববান আবূ আমর এবং ইবনে জাওয়াম প্রমুখ ছিলেন ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম। তারা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তারা আখেরী নবীর (সাঃ) সাক্ষাত পেতে পারেন এই আশাবাদের উপর ভিত্তি করেই মাতৃভূমি বায়তুল-মোকাদ্দাস ত্যাগ করে এই বিজন তৃণ-লতাহীন মরু এলাকায় চলে এসেছিলেন। তারা আমাদেরকে এই নবীর আনুগত্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাদের সালাম নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলেছিলেন। এরপর তারা ইন্তেকাল করেন এবং আমরা তাদেরকে এই কংকরময় ভূমিতে দাফন করে দেই।

এসব কথা শুনে যুবায়র ইবনে বাতা বললঃ মোহাম্মদের (সাঃ) গুণাবলী সেই তওরাতে রয়েছে, যা মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তা পড়েছি। আজকাল আমাদের সামনে যে রেওয়ায়েত শোনানো হয়, তাতে এ কথা নেই।

এ কথা শুনে কা'ব ইবনে আসআদ বললঃ তা হলে মোহাম্মদের (সাঃ) অনুসরণে বাধা কিসের?

সে বললঃ ব্যস, তুমিই বাধা। কা'ব জিজ্ঞাসা করলঃ এ কথা তুমি কিরূপে বলছ? আমি তো তোমাদের এবং তার মধ্যে কখনও অন্তরায় হইনি।

যুবায়র বললঃ তুমিই তো আমাদের মুরুব্বি। তুমি মেনে নিলে আমাদের জন্যে মেনে নেয়া সহজ হয়ে যাবে এবং কোন বাধা থাকবে না।

এরপর আমর ইবনে সাদী কা'বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল এবং এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে লাগল। কা'ব বললঃ আমার কাছে মোহাম্মদ সম্পর্কে কোন কথা নেই; যা আছে, তা এই যে, তাঁর অনুসারী হতে আমার মন সন্তুষ্ট হয় না।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনু-নুযায়রের দীর্ঘকাল অবরোধ চলাকালে একদিন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈল আগমন করলেন। তিনি তখন মাথা ধৌত করছিলেন। জিবরাঈল বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার লোকেরা কত তাড়াতাড়িই না ক্লান্ত হয়ে গেছেন! আল্লাহর কসম, যতদিন ধরে আপনি এখানে অবতরণ করেছেন, আমরা লৌহবর্মও খুলিনি। উঠুন, অস্ত্রসজ্জিত হোন। পরিষ্কার পাথরে ডিম পিষ্ট করার মত আমি ওদেরকে পিষ্ট করে দিব।

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহওয়াইহি, আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই লোকদের সাথে বাকীউল গারকাদ পর্যন্ত চলে গেলেন, অতঃপর তাদেরকে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। তিনি তাদের জন্যে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ!, তাদের মদদ কর।

এরা ছিল সেই সব লোক, যাদেরকে তিনি কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াইকিব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার ঘটনায় হারেছ ইবনে আরস (রাঃ) মাথা ও পায়ে আঘাত পান। আহত অবস্থায় লোকেরা তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বহন করে আনলে তিনি তার যখমে থুথু লাগিয়ে দেন। ফলে তার ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যায়?

ওহুদ যুদ্ধ

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু মূসা আশআরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক ভূখণ্ডের দিকে হিজরত করব, যেখানে খর্জুর বাগান আছে। আমি ধারণা করলাম যে, সেই ভূখণ্ড ইয়ামামা কিংবা হিজর হতে পারে। অতঃপর অকস্মাৎ জানা গেল যে, সেই ভূখণ্ড ইয়াছরিব (মদীনা)। এতদসঙ্গেই আমি দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি হাতে নিয়েছি। অমনি তার হাতল ভেঙ্গে গেল। এর ব্যাখ্যা ছিল সেই বিপর্যয়, ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যার সম্মুখীন হয়। স্বপ্নে আমি আবার সেই তরবারি ঘুরালাম। অমনি তা যেমন পূর্বে ছিল, তেমনি হয়ে গেল। এর ব্যাখ্যা ছিল সেই বিজয়, যা পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দান করেন, যা মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

ইমাম আহমদ, বাযযার ও তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধের সময় মুশরিক বাহিনী অগ্রসর হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত ছিল মদীনায় অবস্থান করে শত্রুর মোকাবিলা করা। পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধে যারা অনুপস্থিত ছিল, তারা আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সঙ্গে শহরের বাইরে চলুন। আমরাও ওহুদে শত্রু সৈন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধসাজ পরিধান করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

অতঃপর এই দলটি অনুতপ্ত হল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রায়কে অগ্রাধিকার দিল। তারা আরয করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল। আপনি মদীনার বাইরে যাবেন না এবং এখানে থেকেই যুদ্ধ করুন।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ অস্ত্র পরিধান করার পর যুদ্ধ না করেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে শোভা পায় না। অতএব, ওহুদেই চল।

সেদিন অস্ত্র পরিধানের পূর্বে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ আমি স্বপ্নে নিজেকে একটি মজবুত লৌহবর্মের মধ্যে দেখেছি। এর অর্থ আমি এই পেয়েছি যে, সেই মজবুত লৌহবর্ম হচ্ছে মদীনা। আমি স্বপ্নে আরও দেখেছি যে, আমি একটি মেষের পিছনে আছি। আমি এর অর্থ এই নিয়েছি যে, সেই মেষ হচ্ছে বাহিনীর সরদার। আমি স্বপ্নে আরও দেখেছি যে, আমার তরবারি যুলফীকারে ছিদ্র হয়ে গেছে। আমি এর অর্থ নিয়েছি যে, তোমাদের পরাজয় হবে। অতঃপর আমি গাভী দেখেছি। আল্লাহর কসম, গাভী হচ্ছে কল্যাণ।

আহমদ, বাযযার, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি যেন একটি মেষের পিছনে আছি এবং আমার তরবারির কিনারা ভেঙ্গে গেছে। আমি এর অর্থ নিয়েছি যে, আমি শত্রু বাহিনীর সরদারকে হত্যা করব। আর তরবারির কিনারা ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ নিয়েছি যে, আমার পরিবারের এক ব্যক্তি নিহত হবে। সে মতে হযরত হামযা (রাঃ) নিহত হলেন এবং কাফেরদের ঝাণ্ডাবাহী তালহা হজবীও মুসলমানদের দ্বারা নিহত হয়।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হাদীসবিদগণ বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন তরবারি সম্পর্কে স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, সেটা ছিল সেই আঘাত, যা তার পবিত্র মুখমণ্ডলে লেগেছিল।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়ির থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উবাই ইবনে খলফ মুক্তিপণ দেয়ার সময় বলেছিল– আমার কাছে একটি ঘোড়া আছে, যাকে আমি প্রত্যহ চারশ' রতল ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমি মোহাম্মদকে (সাঃ) হত্যা করব। তার এসব কথা জানতে পেরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ বরং ইনশাআল্লাহ আমি তাকে হত্যা করব।

এরপর ওহুদ যুদ্ধের সময় উবাই ইবনে খলফ লৌহ বর্ম পরিহিত অবস্থায় সেই ঘোড়ায় চড়ে আগমন করল। সে বললঃ মোহাম্মদ আগের বার বেঁচে গেছে। এবার তাকে কিছুতেই ছাড়ব না। সে হুযূর (সাঃ)-এর উপর হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করল। রাবী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়ির বলেন- অনেক মুসলিম সৈন্য উবাইয়ের পথরুদ্ধ করতে চাইল। কিন্তু তিনি গম্ভীর স্বরে বললেনঃ ওর পথ ছেড়ে দাও।

তাকে আসতে দাও। অতঃপর তিনি উবাইয়ের শরীরে শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝখানে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। সে আহত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। বর্শার আঘাতে তার রক্ত বের হল না। সায়ীদ বলেনঃ উবাইয়ের পাঁজরের একটি অস্থি ভেঙ্গে গেল।। এ সম্পর্কে وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ الخ আয়াত নাযিল হয়।

উবাই মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তার কয়েকজন সাথী অবস্থা জিজ্ঞাসা করার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু সে তখন ষাঁড়ের মত গর্জন করছিল। তারা বললঃ তুমি এত চেঁচামেচি করছ কেন? তোমার তো সামান্য একটি আঁচড় লেগেছে মাত্র। উবাই বললঃ আল্লাহর কসম, সে আমাকে হত্যা করবে বলেছিল। এখন আমার প্রাণ তার হাতে। যে কষ্ট আমার হচ্ছে, তা গোটা একটি কবিলার লোকদের হলে তারা সকলেই মরে যেত। অতঃপর মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

ইবনে ইসহাক ইবনে শিহাব, আছেম ইবনে ওমর, ইবনে কাতাদাহ প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের দল থেকে এক উষ্ট্রারোহী বের হল। সে মল্ল যুদ্ধের জন্যে কাউকে ডাকল। যুবায়র লাফ দিয়ে তার উটের পিঠে বসে গেলেন এবং উটের ঘাড় চেপে ধরলেন। সেখানে থেকেই তিনি প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ যে নিম্নভূমিতে থাকবে, সে নিহত হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুশরিক মাটিতে পড়ে গেল এবং যুবায়র তার উপরে পড়ে গেলেন। তিনি মুশরিকের তরবারি দিয়ে তাকে যবেহ করলেন। বায়হাকীও এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

আহমদ, বোখারী, ও নাসায়ী হযরত বারা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়রের নেতৃত্বে একটি বিশেষ স্থানে মোতায়েন করে বললেনঃ যদি তোমরা দেখ যে, পাখী আমাদেরকে ছো মেরে নিয়ে গেছে, তবুও পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না।

এরপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে মুশরিকরা পলায়ন করল। রাবী বলেনঃ আমি নারীদেরকে পাহাড়ের উপর দৌড়াতে দেখেছি। তাদের পায়ের থোকা থোকা অলঙ্কার খুলে গিয়েছিল। তারা পরনের কাপড় উপরে তুলে নিয়েছিল। এই পরিস্থিতি দেখে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়রকে তার সঙ্গীরা বললঃ গণীমত আহরণ কর না কেন? আমাদের মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে। এখন তুমি কিসের অপেক্ষায় আছ?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র বললেনঃ তোমরা কি হুযূর (সাঃ)-এর জোরদার আদেশ ভুলে গেছ যে, পুনরাদেশ না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না?

সঙ্গীরা বললঃ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন এখানে থাকা মোটেই জরুরী নয়। গনীমত সংগ্রহের কাজে আমাদের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিত। অতঃপর তারা দলনায়কের সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে স্থান ত্যাগ করল। এ গিরিপথটি অরক্ষিত দেখতে পেয়ে পলায়নপর মুশরিক সৈন্যরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসল এবং মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ

রসূল তোমাদেরকে পশ্চাতের দিকে ডাকছিলেন। এ সময় হুযূর (সাঃ)-এর কাছে বার জন অনুগত মুসলিম ছাড়া কেউ ছিল না। মুশরিকরা আমাদের সত্তুর ব্যক্তিকে শহীদ করল। অথচ বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের হাতে সত্তুর জন মুশরিক নিহত এবং সত্তুর আহত হয়েছিল।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে যে সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিলেন, তেমন অন্য কোথাও পাননি। মানুষ এটা অস্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যারা এটা অস্বীকার করেছে, তাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে আল্লাহর কিতাব ফয়সালাকারী রয়েছে। ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাঁর নির্দেশে মুশরিকদেরকে হত্যা করছিলে। حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ অবশেষে যখন ভীরুতা প্রদর্শন করলে এর অর্থ সেই তীরন্দাজ দল।

ঘটনা এই যে, নবী করীম (সাঃ) তীরন্দাজগণকে এক জায়গায় মোতায়েন করে বললেনঃ তোমরা আমাদের পশ্চাৎ ভাগের হেফাযত করবে। যদি আমাদেরকে দলে দলে নিহত হতেও দেখ, তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হবে না। যদি দেখ আমরা গনীমত সংগ্রহ করছি, তবুও আমাদের সাথে শরীক হবে না। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং মুশরিক বাহিনীকে তছনছ করে দিলেন, তখন তীরন্দাজরাও এসে গণীমত সংগ্রহে শামিল হয়ে গেল। তারা স্থান ত্যাগ করতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের পশ্চাৎদিক থেকে মুশরিক বাহিনী ঢুকে পড়ল। এমতাবস্থায় মুসলিম বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল হয়ে গেল এবং মুসলমানরা শাহাদতবরণ করতে লাগল। এ যুদ্ধে মুশরিকদের সাত

অথবা নয়জন পতাকাবাহী নিহত হল। এ সময় শয়তান ঘোষণা ছড়িয়ে দিল- মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। এই আওয়াজের বিশুদ্ধতায় কারও সন্দেহ হল না। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই সা'দের মাঝখানে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর নুয়ে চলার কারণে আমরা তাঁকে চিনে নিলাম। তখন আমাদের আনন্দ আর ধরে না। মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন কষ্টেই পতিত হইনি। হুযূর (সাঃ) আমাদের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি বলছিলেনঃ সেই জাতির প্রতি আল্লাহর ক্রোধানল তীব্রতর হয়ে গেছে, যে তার রসূলের মুখমণ্ডলকে রক্তাক্ত করেছে। তিনি আরও বললেনঃ

اللهم ليس لهم ان يعلونا

হে আল্লাহ! আমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার কোন অধিকার মুশরিকদের নেই।

বোখারী ও মুসলিম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডান ও বাম পার্শ্বে দু' ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষে তুমুল যুদ্ধ করতে দেখেছি। আমি এই দুই ব্যক্তিকে আগেও দেখিনি, পরেও দেখিনি। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ)।

বায়হাকী মুজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা অস্ত্রধারণ করেননি। বায়হাকী বলেনঃ মুজাহিদের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিম বাহিনীর কিছু লোক যখন অবাধ্যতা করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশের উপর কায়েম রইল না, তখন ফেরেশতারা ওহুদযুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেনি। ওয়াকেদী اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا আয়াত প্রসঙ্গে তাঁর ওস্তাদগণ থেকে বলেন যে, এই মুসলিম সৈন্যরা যখন ছবর করল না, তাদের পা পিছলে গেল এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভ করল, তখন ফেরেশতারা তাদের সাহায্য করলেন না। বায়হাকী ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছিলেন, যদি তোমরা ছবর কর এবং তাকওয়ার উপর কায়েম থাক, তবে আল্লাহ তায়ালা পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের মদদ করবেন। আল্লাহতায়ালা তাই করেছিলেন; কিন্তু তারা যখন আপন রক্ষাব্যূহ ছেড়ে দিল এবং গণীমতের লোভ করল, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সাহায্য প্রত্যাহার করে নিলেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা পলায়ন করলে তীরন্দাজ বাহিনী লুট-তরাজের জন্যে স্থান ত্যাগ করে। এই সুযোগে মুশরিকরা ফিরে আসে এবং পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে মুসলিমদের সারি তছনছ হয়ে যায়।

ইত্যবসরে অভিশপ্ত ইবলীস ডাক দেয়– মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। এতে মুসলমানরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অজ্ঞাতসারে একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। তড়িঘড়ি ও আতংকের মধ্যে নির্বিচারে একে অপরের উপর আঘাত হানতে থাকে। মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুসয়িব ইবনে ওমায়র (রাঃ) এই বিশৃংখলার মধ্যে শহীদ হয়ে গেলেন। এক ফেরেশতা মুসয়িবের আকৃতিতে পতাকা তুলে নিল। সেদিন ফেরেশতাগণের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারা যুদ্ধ করেননি।

তিবরানী, ইবনে মান্দা ও ইবনে আসাকির মাহমূদ ইবনে লবীদের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, হারেছ ইবনে যমমা বলেছেনঃ ওহুদ যুদ্ধ চলাকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থানকালে আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আরয করলামঃ আমি তাঁকে পাহাড়ের পাদদেশে দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তাঁর সঙ্গী হয়ে ফেরেশতারা যুদ্ধ করছেন। হারেছ বলেনঃ এ কথা শুনে আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রাঃ) কাছে গেলাম। আমি তাঁর নিকটে মুশরিকদের বেশ কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি বললামঃ আল্লাহ তায়ালা আপনার হাতকে সাফল্য দান করেছেন। এদের সবকটিকেই আপনি হত্যা করেছেন? তিনি বললেনঃ একে এবং একে আমি হত্যা করেছি। অন্য মৃতদেহগুলোর প্রতি ইশারা করে বললেনঃ ঐ যে লাশগুলো দেখছ, এদেরকে যারা হত্যা করেছে, আমি তাদেরকে দেখিনি। এ কথা শুনে আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে শোরাহবিল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসয়িব ইবনে ওমায়র (রাঃ) পতাকা ধারণ করে রেখেছিলেন। তাঁর ডান হাত কেটে গেলে পতাকা বাম হাতে নিয়ে নিলেন। তখন তাঁর মুখে এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মোহাম্মদ তো একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন।

আয়াতের শেষাংশে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এবং পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। মোহাম্মদ ইবনে শোরাহবিল বলেনঃ এই আয়াত সেদিন পর্যন্ত নাযিল হয়নি; বরং এই ঘটনার পর নাযিল হয়েছে। ইবনে সা'দ বলেনঃ আমি ওয়াকেদীর কাছ থেকে শুনেছি যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ফযল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে মুসয়িব ইবনে ওমায়র (রাঃ)-কে পতাকা দিলেন। অতঃপর মুসয়িব শহীদ হয়ে গেলে তাঁর আকৃতিতে একজন

ফেরেশতা পতাকা তুলে নিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে লাগলেনঃ হে মুসয়িব! সম্মুখে অগ্রসর হও। ফেরেশতা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললঃ আমি মুসয়িব নই। তার কথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) চিনতে পারলেন যে, সে ফেরেশতা, যার দ্বারা তাঁকে সমর্থন দেয়া হয়েছে।

ইবনে আবী শায়বা বিভিন্ন রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে বললেনঃ হে মুসয়িব, সম্মুখে অগ্রসর হও। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুসয়িব শহীদ হননি ? হুযূর (সাঃ) জবাব দিলেন, নিশ্চিতই সে শহীদ হয়ে গেছে। কিন্তু একজন ফেরেশতা তার জায়গায় দণ্ডায়মান আছে। মুসয়িবের নামে তার নাম রাখা হয়েছে।

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেনঃ আমি লোকদেরকে বলেছি যে, ওহুদ যুদ্ধে আমি শত্রুদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছিলাম। একজন শ্বেতকায় সুশ্রী ব্যক্তি আমার নিক্ষিপ্ত তীর আমার কাছে ফিরিয়ে দিত। আমি তাকে চিনতাম না। সে এখন পর্যন্ত এখানে ছিল। আমি মনে করলাম সে একজন ফেরেশতা।

ইবনে ইসহাক, ইবনে আসাকির ও ওয়াকেদী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওন থেকে, তিনি ওমায়র ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হযরত সা'দ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করছিলেন। জনৈক যুবক হযরত সা'দকে তীর যোগান দিয়ে যাচ্ছিল। যখন কোন তীর চলে যেত, সেই যুবক তীরটি এনে সা'দকে দিত এবং বলত, হে আবূ ইসহাক! সজোরে তীর চালাও। যুদ্ধশেষে লোকেরা যুবককে তালাশ করল, কিন্তু কেউ পেল না। কেউ তার সম্পর্কে জানতে পারল না।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে যুহরী বলেনঃ কোরায়শরা একটি উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করল। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের চেয়ে উঁচুতে থাকার অধিকার তাদের নেই। এরপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে নিচে নেমে আসতে বাধ্য করলেন।

নাসায়ী, তিবরানী ও বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তালহার (রাঃ) অঙ্গুলি আঘাতপ্রাপ্ত হলে তিনি 'হিস' বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনে বললেনঃ যদি তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করতে তবে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাকে তুলে নিত এবং আসমানে দাখিল করে দিত। মানুষ এ দৃশ্য দেখতে পেত।

তিবরানী হযরত তালহা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধে আমার শরীরে একটি তীর লাগলে আমি 'হিস' বললাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে তবে আল্লাহ জান্নাতে তোমার জন্যে যে ইমারত নির্মাণ করেছেন, তা দুনিয়াতে থেকেই দেখে নিতে।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আনাসের চাচা আনাস ইবনে নুসায়র ওহুদ যুদ্ধের সময় বললেনঃ আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ- আমি ওহুদ পাহাড়ের এ পারে জান্নাতের হাওয়া পাচ্ছি। এটা নিশ্চিতরূপেই জান্নাতের হাওয়া।

ইবনে ইসহাক হযরত আছেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ শহীদ হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছিল। তাঁর স্ত্রীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলঃ হানযালা কি অবস্থায় বের হয়েছিলেন? স্ত্রী বললেনঃ তিনি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় বের হয়েছিলেন। যুদ্ধের দামামা শুনে তিনি কালবিলম্ব না করে বের হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এ কারণেই ফেরেশতারা হানযালাকে গোসল দিয়েছিল।

আবূ নয়ীম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সা'দ ইবনে মুয়ায খন্দক যুদ্ধের পর ইনতিকাল করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তড়িঘড়ি ঘর থেকে বের হলেন। তিনি এত দ্রুত যাচ্ছিলেন যে, জুতার ফিতা ছিড়ে যাচ্ছিল। পরনের চাদরের প্রতিও তাঁর খেয়াল ছিল না, যা বার বার কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করারও যেন তাঁর সময় ছিল না। সাহাবায়ে-কেরাম বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এত দ্রুত চলছিলেন যে, আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে কুল পাচ্ছিলাম না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমার আশংকা ছিল যে, আমি পৌছার আগেই গোসলের ফেরেশতারা মোয়াযকে গোছল দিয়ে ফেলবে, যেমনটি হানযালার গোসলে হয়েছিল।

আবূ ইয়ালা, বাযযার, হাকেম ও আবূ নয়ীম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পরে গর্ব করল। খাজরাজ গোত্র বললঃ আমাদের মধ্যে চার জন এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে কোরআন করীম একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। অর্থাৎ হযরত মুয়ায, যায়দ, উবাই এবং আবূ যায়দ (রাঃ)।

আউস গোত্র বললঃ আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের জন্যে আল্লাহর আরশ নড়ে উঠেছে। তাঁরা হলেন সা'দ ইবনে মুয়ায এবং খুযায়মা ইবনে ছাবেত (রাঃ)। তাঁদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য দু'জন পুরুষের সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁর হেফাযত মৌমাছিরা করেছে। তিনি হচ্ছেন আছেম ইবনে ছাবেত (রাঃ)। আমাদের মধ্যে আরও এক ব্যক্তি আছেন, যাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন হযরত হানযালা ইবনে আবী আমের (রাঃ)।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত হানযালা গোসল ফরয অবস্থায় শহীদ হন। এ জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে।

ইবনে সা'দ হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি ফেরেশতাগণকে হানযালাকে গোসল দিতে দেখেছি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেন– আমার পিতা আবদুল্লাহ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলে আমার ফুফী আম্মা কাঁদতে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ কেঁদো না। অথবা তিনি বললেনঃ তার জন্যে কাঁদছ কেন? তুমি তাকে না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে বাহু দ্বারা ঢেকে রেখেছিল।

বায়হাকী হযরত যায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে আমাকে হযরত সা'দ ইবনে রবী'র খোঁজ করতে প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ তার সাথে দেখা হলে আমার সালাম বলবে এবং তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। অতঃপর আমি সা'দকে তার অন্তিম অবস্থায় পেলাম। তাঁর শরীরে তলোয়ার, তীর ও বর্শার সত্তরটি আঘাত লেগেছিল। আমি তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সালাম বললাম এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। হযরত সা'দ বললেনঃ হুযূরকে বলবে ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতের খোশবু অনুভব করছি। আর আমার সম্প্রদায় আনছারগণকে বলবে, যদি তোমরা হুযূর (সাঃ)-এর নির্দেশে জীবন উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা কর, তবে এর জন্যে আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন ওযর কবুল হবে না। এ কথা বলেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

বায়হাকী ওয়াকেদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধের সময় খায়ছামা আবী সায়ীদ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেনঃ আপনি বদর যুদ্ধে আমাকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন, অথচ আমি যুদ্ধ করতে একান্ত আগ্রহী ছিলাম। বদরে আমার পুত্রের যোগদানের জন্যে আপনি লটারী দিয়েছেন। এতে জিতে সে যুদ্ধে যোগদান করে এবং শাহাদত লাভ করে। আজ রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। তার বেশভুষা খুবই ভাল ছিল। সে জান্নাতের নির্ঝরণী ও উদ্যানসমূহে ঘুরাফিরা করছিল। সে আমাকে দেখে বললঃ পিতঃ, আমার কাছে এসে যান। আমরা এক সঙ্গে থাকব। আমি সেইসব অঙ্গীকার সত্য পেয়েছি, যা আমার প্রতিপালক আমাকে দিয়েছিলেন। অতএব হে আল্লাহর রসূল! আমি জান্নাতে আমার পুত্রের সঙ্গ লাভে আগ্রহী। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করুন, যাতে শাহাদত এবং জান্নাতে তার সঙ্গ আমার নছীব হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন।

ইবনে সা'দ হাকেম ও বায়হাকী হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) জনৈক ছাহাবীকে ওহুদ যুদ্ধের একদিন পূর্বে এই দোয়া করতে শুনলেনঃ

হে আল্লাহ! আগামীকাল ওহুদ উপত্যকায় যখন যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন এক শক্তিশালী দুশমনের সাথে যেন আমার মোকাবিলা হয়, সে যেন আমার বুকে আরোহণ করে আমাকে হত্যা করে এবং পেট বিদীর্ণ করে দেয়, নাক কান কেটে ফেলে। এরপর হে পরওয়ারদেগার! আমি যখন তোমার দরবারে এই অবস্থায় পৌঁছি, তখন তুমি যেন আমাকে জিজ্ঞেস কর, এরূপ কেন হল? আমি যেন তখন আরয করতে পারি, এটা তোমার রাস্তায় হয়েছে!

পরদিন যখন শত্রুর সাথে মোকাবিলা হল, তখন শত্রুরা তার সাথে এরূপই করল। তাঁকে হত্যা করে নাক কান কেটে ফেলা হল। যে ব্যক্তি তাঁর এ দোয়া শুনেছিল, সে বললঃ আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়ার প্রথমাংশ যেমন বাস্তবায়িত করেছেন, এখন দ্বিতীয় অংশও বাস্তবায়িত করবেন।

বায়হাকী সায়ীদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি তার ওস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ওহুদের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। তার তরবারি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হুযূর (সাঃ) তাকে একটি খর্জুর শাখা দিলেন। সেই শাখা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে তরবারি হয়ে গেল।

আবূ নয়ীম আছেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে কাতাদাহ ইবনে নোমানের চোখে আঘাত লাগলে চোখ বের হয়ে তার গণ্ডদেশে ঝুলতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাতে চোখটি তার জায়গায় স্থাপন করলেন। ফলে চোখটি অন্য চোখ অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও উজ্জ্বল হয়ে গেল।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধে রসূলে করীম (সাঃ)-এর নূরানী মুখমণ্ডলের হেফাযত করতে গিয়ে আমার মুখে তীরবিদ্ধ হল। এটা ছিল শেষ তীর, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আমি তাঁকে তীর থেকে আড়াল করে রাখছিলাম; এমন সময় এই তীর এসে আমার চোখে পড়ল। ফলে চোখের পুতুলি গহবর থেকে বের হয়ে পড়ল। আমি সেটি হাতে নিয়ে নিলাম। হুযূর (সাঃ) আমার হাতে আমার চোখ দেখে ব্যথিত হলেন। তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ ইলাহী, কাতাদাহকে হেফাযত কর। সে নিজের মুখমণ্ডল দিয়ে তোমার নবীর মুখমণ্ডল রক্ষা করেছে। তার উভয় চক্ষু আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল করে দাও।

আবূ ইয়ালা হযরত ওবায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে আবূ যর (রাঃ)-এর চোখ আহত হয়। হুযূর (সাঃ) তাতে মুখের থুথু দিলে তার সেই চক্ষুটি অপর চোখের তুলনায় অধিক সুস্থ হয়ে যায়।

আবূ ইয়ালার রেওয়ায়েতে নাফে ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন যে, আমি জনৈক মুহাজিরের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। চতুর্দিক থেকে তীর আসছিল। হুযূর (সাঃ) তীরের মাঝখানে ছিলেন। আমি দেখলাম প্রতিটি তীর তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হত। আমি কাফের আবদুল্লাহ ইবনে শিহাবকে ওহুদে দেখলাম; সে চীৎকার করে বলছিলঃ কেউ আমাকে বল মোহাম্মদ কোথায়? সে জীবিত থাকলে এখন আমি তাকে জীবিত ছাড়ব না।

অথচ হুযূর (সাঃ) তার পাশেই দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁর কাছে কেউ ছিল না। এরপর সেই কাফের তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেল। এ কারণে তার সহচর ছফওয়ান তাকে খুব করে শাসাল। সে বললঃ খোদার কসম! আমি তাঁকে দেখিনি। আমার বিশ্বাস অলৌকিকভাবে তাঁকে হেফাযত করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে আমরা চারজন বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সুযোগ পেলাম না।

মাকসাম রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখের দাঁত শহীদ হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডল আহত হয়। তিনি তখন ওতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাছকে বদ দোয়া দিলেন এবং বললেনঃ

اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا

হে আল্লাহ! এক বছর যেতে না যেতেই যেন তার কাফের অবস্থায় মৃত্যু হয়।

সে বছরেই সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে নাফে ইবনে আছেম বলেনঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমণ্ডলকে রক্তাপ্লুত করে, সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে কুমসা। সে ছিল হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি। আল্লাহ তায়ালা একটি ছাগলকে তার উপর চড়াও করেন, যার শিংয়ের গুঁতায় সে নিহত হয়।

খতীব তারীখ গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফারইয়াবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর সামনের দাঁত মোবারক শহীদ করেছিল, পরবর্তীতে তাদের ঔরসে যতশিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের কারুরই সম্মুখে দাঁত গজায়নি।

বায়হাকী হযরত আমর ইবনে সায়েব থেকে রেওয়ায়েত করেন, ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আহত হলে আবূ সায়ীদ খুদরীর পিতা হযরত মালেক (রাঃ) তাঁর ক্ষতস্থান চেটে পরিষ্কার করে দেন। তাঁকে বলা হল, তোমার মুখে যে রক্ত লেগেছে

তা থুথুর সাথে ফেলে দাও। তিনি বললেন ঃ আমি কখনও হুযূরের রক্ত থুথুর সাথে ফেলব না। এরপর তিনি পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখার আগ্রহ রাখে, সে এ ব্যক্তিকে দেখুক। এরপর মালেক শহীদ হয়ে গেলেন।

বায়হাকী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যাদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল আবূ ওযযা। হুযূর (সাঃ) তাকে তার পুত্রের কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতে সে কখনও যুদ্ধে শরীক হবে না। কিন্তু সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফের বাহিনীর একজন হয়ে ওহুদে আগমন করল। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করলেন, যাতে সে নিহতও না হয়, ফিরেও না যায়; বরং মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। শেষ পর্যন্ত ওহুদে কেবল একজনকেই বন্দী করা সম্ভব হয় এবং সে ছিল আবূ ওয্যা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) ওহুদের দিন এরশাদ করেন– মুশরিকরা আজকের পর আমাদিগকে আর এ ধরনের কষ্ট দিতে সক্ষম হবে না।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদী থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওহুদ যুদ্ধের পরে মুশরিকরা আর আমাদের উপর প্রবল হতে পারবে না। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা কা'বা ঘরের রোকন চুম্বন করব।

ইবনে সা'দ, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হয়ে গেলে হযরত সফিয়্যা (রাঃ) তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়েন। তিনি জানতেন না, হযরত হামযার মরদেহের সাথে কাফেররা কি আচরণ করেছে। তালাশ করার সময় হযরত আলী ও হযরত যোবায়র (রাঃ)-এর দেখা পেলেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হামযা কোথায়? তারা এমন জবাব দিলেন, যেন তারা নিজেরাই জানেন না। এরপর হযরত সফিয়্যা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর ধারণা ছিল, আমার ফুফী যখন তাঁর ভাইকে মর্মান্তিক অবস্থায় দেখবেন, তখন হয়ত মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন না। তিনি নিজের পবিত্র হাত ফুফুর বুকের উপর রেখে দোয়া করলেন। তখন হযরত ছফিয়্যা বুঝতে পেরে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন এবং নিরবে কাঁদতে লাগলেন।

হাকেম, ইবনে সা'দ ও বায়হাকী আওন ইবনে মোহাম্মদ থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমি খবর পেলাম যে, হিন্দ বিনতে ওতবা ওহুদ যুদ্ধে এই মান্নত করে আসে যে, হযরত হামযার উপর কাবু পেলে সে তার কলিজা অবশ্যই খেয়ে ফেলবে। কাফেররা হযরত হামযার কলিজার একটি টুকরা আনলে হিন্দ

সে-টি নিয়ে নিল এবং খাওয়ার জন্যে মুখে পুরে চিবাতে লাগল, কিন্তু খেতে পারল না; বরং উদগিরণ করে দিল। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত হামযার শরীরের কোন অংশকে পুড়িয়ে দেয়া দোযখের অগ্নির উপর হারাম করে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন, ইসলামোত্তরকালে এক যুদ্ধে সুয়ায়দ ইবনে ছামেত আবূ মাজযারকে হত্যা করেছিল। কিছু দিন পর মাজযার পিতৃহত্যার প্রতিশোধে সুয়ায়দকে হত্যা করল। রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে সুয়ায়দের পুত্র হারেছ এবং মাজযার উভয়েই মুসলমান হয়ে গেল এবং উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। হারেস পিতা সুয়ায়দের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মাজযারকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু তার উপর কাবু পেল না। এক বছর পর ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হল। হারেস ও মাজযার উভয়েই-মুসলিম বাহিনীতে সারিবদ্ধ হল। যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, তখন হারেস মাজযারের পিছনে এসে তাকে হত্যা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হামরাউল আসাদের ঘটনা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন জিবরাঈল এসে অবগত করলেন, হারেস মাজযারকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছে। অতএব হারেসকে প্রাণদণ্ড দেয়া হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখনি দ্বিপ্রহরের ভীষণ উত্তাপের মধ্যে মদীনার পার্শ্ববর্তী বস্তি কোবায় চলে গেলেন এবং মসজিদে নামায পড়লেন। কোবাবাসীরা তাঁর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে সালাম করার জন্যে উপস্থিত হল। এ সময়ে তাঁর আগমনে তারা বিস্মিত হলেন। হারেসও একটি হলদে চাদর গায়ে দিয়ে উপস্থিত হল। তাকে দেখে হুযূর (সাঃ) আদীম ইবনে সায়েদাকে ডেকে বললেন ঃ হারেসকে মসজিদের সামনে নিয়ে যাও এবং মাজযার হত্যার বিনিময়ে তার প্রাণ বধ কর। কেননা, সে মাজযারকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছে।

হারেস একথা শুনে বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমি মাজযারকে হত্যা করেছি, কিন্তু আমার এ কর্ম ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে ছিল না। ইসলামের সত্যতায় আমার মনে কোন সন্দেহও ছিল না; বরং এ হত্যাকাণ্ড শয়তানের ধোকা ও প্ররোচনায় সংঘটিত হয়েছে। আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে এ গোনাহের জন্যে এস্তেগফার করতে ও রক্তবিনিময় দিতে প্রস্তুত আছি কিংবা এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে এবং একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে সম্মত আছি। হারেসের কথা শেষ হলে হুযূর (সাঃ) আদীমকে বললেন ঃ

আদীম! একে নিয়ে যাও এবং গর্দান উড়িয়ে দাও। আদীম তাই করলেন। এ সম্পর্কে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত এই কবিতা রচনা করলেন ঃ

"হে হারেস! তুমি মূর্খতা যুগের নিদ্রায় মগ্ন ছিলে এবং শত্রুতাপরবশ হয়ে মাজযার ইবনে যিয়াদকে হত্যা করেছ। তোমার জন্যে আক্ষেপ! তুমি জিবরাঈলের

ওহীর ব্যাপারে গাফেল ছিলে। তখন তোমার কি অবস্থা ছিল, যখন তুমি ইবনে যিয়াদকে প্রতারণাপূর্বক এমন স্থানে হত্যা করলে, যেখানে আত্মরক্ষার্থে পলায়নের কোন পথ ছিল না।"

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর শাসনকালে আমার পিতা আবদুল্লাহর লাশ কবর থেকে বের করা হয়। তখন তাঁকে তেমনই পাওয়া গেল, যেমন দাফন করার সময় ছিলেন।

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আর একটি সনদ সহকারে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, ওহুদের শহীদগণের জন্যে আর একবার কান্নার রোল উঠেছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন একটি খাল খনন করান, তখন অনেক মানুষ খননকার্যে নিয়োজিত হয়। তারা কতক শহীদকে কবর থেকে উত্তোলন করেন। চল্লিশ বছর পরেও তাঁদের অবস্থা তেমনই ছিল, যেমন দাফন করার সময় ছিল। তাঁদের শরীরের গ্রন্থিসমূহ জীবিত শরীরের ন্যায় সহজেই আকুঞ্চিত করা যেত।

খনন কার্যের সময় হযরত হামযার শরীরে কোদাল পড়ে গেলে তা থেকে তাজা রক্ত বের হতে থাকে। ওয়াকেদীর ওস্তাদগণ থেকে বর্ণিত আছে , হযরত জাবেরের পিতা আবদুল্লাহকে এমতাবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাঁর হাত ছিল তাঁর ক্ষতস্থানের উপর। যখন হাত আলাদা করা হল, তখন সেখান থেকে রক্ত বের হতে লাগল। তাঁর হাত পুনরায় ক্ষতস্থানের উপর রেখে দেয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে কবরে যেভাবে দেখেছি, তা এই ঃ তিনি যেন নিদ্রাচ্ছন্ন আছেন। যে চাদরে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল, তা তেমনি ছিল। তাঁর পায়ের উপর যা রাখা হয়েছিল, তাও তেমনি আকারে বিদ্যমান ছিল। অথচ ইতিমধ্যে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। শহীদগণের মধ্যে একজনের পায়ে কোদাল লাগলে সেখান থেকে রক্ত বের হতে লাগল।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ ওহুদের কবরসমূহ খননের পর ব্যাপকভাবে যা প্রত্যক্ষ করা গেছে, তারপর শহীদগণ জীবিত আছেন এ সত্য অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই।

এক রেওয়ায়েতে আছে, যখন কবরসমূহ খনন করা হয়, তখন মেশকের অনুরূপ একটি খোশবু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন – আমি সাক্ষ্য দেই যে, ওহুদের শহীগণ আল্লাহ তায়ালার কাছে শহীদ। তোমরা যেয়ে তাদের যিয়ারত কর। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর

কব্জায় আমার প্রাণ, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি যে-কেউ সালাম প্রেরণ করবে, তাঁরা তাদের সালামের জবাব দিবেন।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবদুল আ'লা ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলে করীম (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধের দিন শহীদগণের কবর যিয়ারত করেছেন এবং বলেছেন ঃ

اللهم ان عبدك ونبيك يشهد ان هؤلاء شهداء وانه من
زارهم اوسلم عليهم الى يوم القيامة ردواعليه

হে আল্লাহ, তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাক্ষ্য দেয়, এরা শহীদ। যারা তাদের যিয়ারত করবে অথবা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি সালাম পাঠাবে, এঁরা তার জবাব দিবে।

আতাফ বলেন ঃ আমার খালা বর্ণনা করেছেন, তিনি ওহুদের শহীদগণের কবরস্থানের যিয়ারত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার সঙ্গে কেবল দু'টি গোলাম ছিল। তারা যানবাহনের হেফাযত করছিল। আমি কবরবাসীগণকে সালাম করলাম। আমি সালামের জবাব শুনেছি। এরপর এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম ঃ আমরা তোমাকে তেমনি চিনি, যেমন আমরা একে অপরকে চিনি। এরপর আমার লোমকূপ শিউরে উঠল। আমি ফিরে এলাম।

বায়হাকী ওয়াকেদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ফাতেমা খুযায়িয়া বর্ণনা করেন, – আমি শহীদগণের সরদার হযরত হামযার (রাঃ) কবরের যিয়ারত করেছি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ

السلام عليك يا عم رسول الله

হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা, আপনাকে সালাম। জবাবে আমি শুনলাম ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইবনে মান্দার রেওয়ায়েতে তালহা ইবনে ওবায়দ বলেন ঃ আমি আমার বাগানে গেলাম। সেখানে রাত হলে আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে হারামের কবরের কাছে রাত যাপনের স্থান করলাম। আমি কবর থেকে এমন সুমধুর কণ্ঠে কেরাত শুনলাম, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে একথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ সে আল্লাহর বান্দাই ছিল । তুমি জান না, আল্লাহ তায়ালা তাদের রূহ্ কবজ করে পান্না ও ইয়াকূতের লণ্ঠনে রাখেন, এরপর

জান্নাতের মধ্যস্থলে লটকে দেন। সারা রাতের জন্যে রূহ্ তাদের শরীরের কাছে আসে এবং ফজর পর্যন্ত থাকে, অতঃপর আপন আপন স্থানে চলে যায়।

তিরমিযী, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক সাহাবী এক কবরের উপর তাঁবু স্থাপন করে। তিনি জানতেন না, এখানে কবর। তিনি শুনতে পেলেন কবর থেকে কোন মানুষ সূরা মুলক তেলাওয়াত করছে এবং সে পূর্ণ সূরাই তেলাওয়াত করল। সাহাবী হুযূর (সাঃ)-কে এ ঘটনা অবগত করলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ এ সূরাটি আযাব প্রতিরোধক ও মুক্তিদাতা।

হামরাউল-আসাদের ঘটনা

ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণনা করেন – আবদুল কায়স গোত্রের মদীনাগামী একটি কাফেলাকে আবূ সুফিয়ান বলল তোমরা মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে দিয়ো , আমরা তাদের মূলোৎপাটনের জন্যে তাদের কাছে ফিরে যেতে মনস্থ করেছি। কাফেলা মদীনা এসে এ বার্তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করল। তিনি শুনে সাহাবায়ে-কেরামকে সমবেত করে বললেন ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহী।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

ঃ (লোকেরা তাদেরকে বলল ঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে। তাদেরকে ভয় কর। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল। তাঁরা জবাবে বললেন ঃ আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহী। (সূরা আলে এমরান)

ইমাম বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বলেন। এ কলেমাটিই নবী করীম (সাঃ) এ স্থলে উচ্চারণ করলেন।

এই আয়াতের তফসীরে ইবনে মুনযির ইবনে জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মক্কাবাসীদের কাছে এসে একটি দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার যুদ্ধ দল সম্পর্কে অবগত করলে ওরা ভীত হয়ে পড়ল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করল।

রাজী' যুদ্ধ

বোখারী ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, একবার নবী করীম (সাঃ) একটি দলকে গোপনে শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ)-কে দলনেতা নিযুক্ত করা হয়। দলটি যখন আসফান ও মক্কার মধ্যস্থলে পৌছল, তখন লোকেরা টের পেয়ে হুযায়ল গোত্রকে অবগত করল। হুযায়ল গোত্রে তখন একশ' তীরন্দাজের একটি দল ছিল। তারা মুসলিম দলের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং পদচিহ্ন দেখে দেখে অগ্রসর হল। অবশেষে তারা মুসলিম দলের কাছে পৌছে গেল। হযরত আসেম ও তাঁর সঙ্গীগণ একটি সমতল ভূমিতে পৌছে যাত্রাবিরতি করলেন। ইতমধ্যে হুযায়ল গোত্রের তীরন্দাজরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল ঃ আমরা ওয়াদা করছি , যদি তোমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ কর, তবে আমরা কাউকে হত্যা এবং দৈহিক নির্যাতন করব না।

হযরত আসেম বললেন ঃ আমরা কাফেরদের অঙ্গীকারে আস্থা রাখি না। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের নবীকে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে দাও।

এরপর শত্রুপক্ষ অবিরাম তীর বর্ষন করতে লাগল। অবশেষে তারা হযরত আসেম ও তাঁর সাত জন সঙ্গীকে শহীদ করে দিল। হযরত খুবায়ব, যায়দ ইবনে দসনা এবং অন্য একজন অবশিষ্ট রইলেন। ওয়াদা-অঙ্গীকারের পর তাঁরা হুযায়লীদের হাতে ধরা দিলেন। তাঁদের উপর কাবু পাওয়ার সাথে সাথে হুযায়লীরা তাদের ধনুকের রশি খুলে তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। মুসলমানদের তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ এটা সর্বপ্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। অতঃপর এই সাহাবী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। হুযায়লীরা টেনে হেঁচড়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি গেলেন না। অতঃপর ওরা তাঁকে হত্যা করল। খুবায়ব ও যায়দকে সঙ্গে নিয়ে গেল এবং মক্কাবাসীদের হাতে বিক্রয় করে দিল।

হযরত খুবায়ব (রাঃ)-কে হারেস ইবনে আমরের পুত্ররা ক্রয় করল। বদরে তিনি হারেসকে হত্যা করেছিলেন। খুবায়ব তাদের কাছে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করতে লাগলেন। অবশেষে ওরা যখন তাঁকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তাদের কাছে একটি ক্ষুর চাইলেন, যা তাকে দেওয়া হল। হযরত খুবায়ব ক্ষুরটি ধার দিয়ে ধার পরীক্ষা করছিলেন, এমন সময় হারেসের কন্যার শিশুপুত্র তাঁর কাছে চলে

গেল। খুবায়ব সস্নেহে শিশুটিকে আপন উরুতে বসিয়ে নিলেন। শিশুর মা এসে এ দৃশ্য দেখেই কেঁপে উঠল। হযরত খুবায়ব হারেস-কন্যার অস্থিরতা আঁচ করে বললেন ঃ তুমি আশংকা করছ যে, আমার কাছে ক্ষুর আছে। আমি তা দিয়ে এই শিশুকে হত্যা করব! আমি ইনশাআল্লাহ কখনও এরূপ করব না। হারেস-কন্যা পরবর্তীকালে বলত, আমি খুবায়ের মত এমন ভাল ও অদ্ভুত বন্দী কখনও দেখিনি। আমি দেখেছি, মক্কার বাজারে যখন কোন প্রকার ফল ছিল না, তখন আমাদের গৃহে শিকলাবদ্ধ খুবায়বের কাছে টাটকা আঙ্গুরের গুচ্ছ দেখা যেত। সে তা খেত এবং আমি সামনে এসে গেলে আমাকেও কিছু দিয়ে দিত।

শত্রুরা যখন হযরত খুবায়বকে হেরেমের বাইরে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাকে দু'রাকআত নামায পড়ে নিতে দাও। নামায আদায় করার পর তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! এ নাফরমানদেরকে ঘিরে নাও এবং তাদেরকে আলাদা আলাদা করে হত্যা কর। তাদের কাউকে জীবিত রেখো না।

(এবার আসা যাক হযরত আসেমের কথায়।) হযরত আসেম (রাঃ) শহীদ হওয়ার দিন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের অবস্থা তুমি তোমার নবীকে জানিয়ে দাও।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সংবাদ পৌঁছে দেন।

হুযায়ল গোত্র হযরত আছেমের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু লোক প্রেরণ করল, যাতে তারা এই লাশ দেখিয়ে কোরায়শদের মনস্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কেননা, বদর যুদ্ধে হযরত আসেম অনেক কোরায়শকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হুযায়ল গোত্রের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তিনি এক ঝাঁক মৌমাছিকে তাঁর লাশের উপর চড়াও করিয়ে লাশের হেফাযত করেন। ফলে তাঁরা লাশ বহন করে নিয়ে যেতে কিংবা শরীর থেকে কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হল না।

বায়হাকী আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা, ইবনে শিহাব ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত খুবায়ব নামাযান্তে এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার রসূলের কাছে প্রেরণ করার জন্যে আমার কাছে কোন লোক নেই। আমার সালাম তুমিই তোমার রসূলের কাছে পৌঁছে দাও।

জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে এ সংবাদ দিলেন। তিনি তখন সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম। সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কার সালামের জওয়াব দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের ভাই খুবায়বকে কাফেররা বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে শেষ বার মহব্বতের সালাম প্রেরণ করেছে।

ইবনে ইসহাক আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন, হুযায়ল গোত্র আসেম ইবনে ছাবেতকে হত্যা করার পর তাঁর শির কেটে নিয়ে সুলাফা বিনতে সা'দ নাম্নী এক মহিলার কাছে বিক্রয় করতে চাইল। সুলাফার পুত্র বদর যুদ্ধে আসেমের হাতে নিহত হলে সে মান্নত করেছিল, যদি আসেমকে কাবু করতে পারি, তবে তাঁর মস্তকের খুলিতে শরাব পান করব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আসেমের মদেহের হেফাযত করলেন এবং এক ঝাঁক মৌমাছি তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় হয়ে গেল। ওরা মৌমাছির বাধা দেখে বলল ঃ রাত পর্যন্ত লাশটি পড়ে থাকতে দাও। রাত হলে মৌমাছিরা চলে যাবে। তখন এসে শির কেটে নেয়া যাবে, কিন্তু রাত আসার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ করলেন। পানির স্রোত হযরত আছেমের মরদেহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হযরত আসেম আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- আমি জীবদ্দশায় কোন মুশরিককে স্পর্শ করব না এবং কোন মুশরিক আমাকে স্পর্শ করবে না। তিনি জীবদ্দশায় এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ওফাতের পরও কোন মুশরিকের ছোঁয়া থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নিলেন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে সা'দ হুজায়র ইবনে আবী ইহাবের বাঁদী মারিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ খুবায়বকে মক্কায় আমার গৃহে বন্দী করা হয়েছিল। একদিন আমি তাঁর হাতে তাঁর মাথার চেয়ে বড় একটি আঙ্গুরের গুচ্ছ দেখতে পেলাম। তিনি তা থেকে খাচ্ছিলেন। তখন আমাদের অঞ্চলে আঙ্গুরের কোন একটা দানাও খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব!

ইবনে আবী শায়বা ও বায়হাকী জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) উমাইয়া যমরীকে একা গুপ্তচররূপে প্রেরণ করেন। এই উমাইয়া বলেন ঃ আমি সংগোপনে সেই কাঠের কাছে এলাম, যার উপর খুবায়বকে ঝুলানো হয়েছিল। কেউ দেখে ফেলে কিনা, মনে এই আশংকা নিয়ে আমি উপরে উঠে হযরত খুবায়বের মরদেহের বাঁধন খুলে দিলাম। তাঁর মরদেহ মাটিতে পড়ে গেল। আমি এক দিকে সরে গেলাম। এরপর আমি যখন তাঁর দিকে তাকালাম, তখন কিছুই দেখলাম না। মনে হল যেন মাটি তাঁকে গিলে ফেলেছে। সেমতে আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর গলিত শব বা হাড্ডি কোথাও পড়ে থাকার কথা বলেনি।

আবূ ইউসুফ 'কিতাবুল্লা তায়িফে' হযরত যাহহাক থেকে রেওয়াযেত করেন , নবী করীম (সাঃ) হযরত মেকদাদ ও হযরত যুবায়রকে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা খুবায়বের লাশ ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনেন। তাঁরা উভয়েই তানয়ীম পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তাঁরা খুবায়বের চার পাশে চল্লিশ ব্যক্তিকে নেশায় মাতাল অবস্থায় দেখতে পেলেন। মাতালদের উপস্থিতিতেই তাঁরা খুবায়বের লাশ নামালেন। হযরত যুবায়র তাঁকে আপন ঘোড়ার পিঠে রাখলেন। মুশরিকরা এ সংবাদ জেনে গেল।

ওরা কাছে এলে যুবায়র মরদেহ মাটিতে রেখে দিলেন। মাটি তাঁকে গিলে ফেলল। একারণেই হযরত খুবায়বকে "বলীউল-আরদ" (মৃত্তিকা গিলিত) বলা হয়।

ওয়াকেদী জা'ফর, আবূ ইবরাহীম ও আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবী আউন প্রমুখ অনেক রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব মক্কায় একদল কোরায়শের কাছে বলল ঃ আমি এমন কোন ব্যক্তি পাই না, যে মোহাম্মদকে অতর্কিতে হত্যা করে দেয় এবং আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে হাটে বাজারে চলাফেরা করে।

অতঃপর আবূ সুফিয়ানের কাছে জনৈক বেদুঈন এসে বলল ঃ আপনি আমাকে শক্তি যোগালে আমি অতর্কিতে মোহাম্মদকে হত্যা করব। আমি মানুষকে পথ দেখানোর কাজ করি। পথের উঁচু নীচু অবস্থা সম্পর্কে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। আমার কাছে চিলের পাখার ন্যায় একটি খঞ্জরও আছে।

আবূ সুফিয়ান বলল ঃ তুমি আমাদের বন্ধু। অতঃপর সে ওকে পথখরচ ও উট প্রদান করল। অতঃপর বলল ঃ তুমি তোমার এই উদ্দেশ্য গোপন রাখবে। কারও কাছে বলবে না। কেউ হয়তো যেয়ে মোহাম্মদকে বলে দিতে পারে।

আরব বলল ঃ একথা কেউ জানতে পারবে না। অতঃপর লোকটি রাতের বেলায় রওয়ানা হল। পাঁচ দিন সফর করার পর ষষ্ঠ দিন প্রত্যুষে হাররাহ্ নামক স্থানে পৌছল। সে নবী করীম (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল। হুযূর (সাঃ) তাকে দেখে সাহাবীগণকে বললেন ঃ লোকটি বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা রাখে। তার ইচ্ছার পথে আল্লাহ তায়ালা অন্তরায় হয়ে আছেন। এরপর তিনি লোকটিকে বললেন ঃ সত্য করে বল তো তুমি কে? কি উদ্দেশে এসেছ? আমি অবগত হয়ে গেছি।

লোকটি বলল ঃ আপনি আমাকে অভয় দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ তোমাকে অভয় দিলাম। এরপর সে আবু সুফিয়ানের দুরভিসন্ধি এবং ওর পারিশ্রমিক সম্পর্কে হুযূর (সাঃ)-কে সবকিছু খুলে বলল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে অভয় দিয়েছি। এখন যেখানে মন চায় চলে যাও। এছাড়া তোমার কল্যাণার্থে আর একটি বিষয় আছে। লোকটি বলল ঃ সেটি কি? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল।

লোকটি মুসলমান হয়ে গেল এবং বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমি মানুষকে ভয় করতাম না, কিন্তু যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার বুদ্ধি লোপ পেল এবং আমার মন দুর্বল হয়ে গেল। এছাড়া আপনি আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন। অথচ আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। এতে আমার বুঝতে বাকী নেই যে, আপনি শত্রুদের কবল থেকে সংরক্ষিত এবং আপনি সত্যপথে আছেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমর ইবনে উমাইয়া এবং সালামা ইবনে আসলাম ইবনে হুবায়শকে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং অসাবধান অবস্থায় পেলে তাকে হত্যা কর। তাঁরা উভয়েই রওয়ানা হলেন। আমর ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেন– আমার সঙ্গী আমাকে বলল ঃ চল, বায়তুল্লায় যেয়ে সাত বার তওয়াফ করি এবং দু'রাকআত নামায পড়ি। আমি মক্কায় আমার বিচিত্র রঙের ঘোড়ার কারণে পরিচিত। মক্কার লোকেরা আমাকে দেখলেই চিনে নিবে। কিন্তু আমার সঙ্গী এ কথা মানল না। অগত্যা আমরা উভয়েই বায়তুল্লাহর তওয়াফ সেরে দু'রাকআত নামায পড়লাম। আবূ সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়ার দেখা পেলাম। সে আমাকে চিনে ফেলল এবং তার পিতাকে যেয়ে অবগত করল। মক্কাবাসীরা আমাদেরকে খুব শাসাল এবং বলল ঃ আমর সদুদ্দেশে আসেনি। এর আগে সে মানুষকে অতর্কিতে হত্যা করে দিত। আবূ সুফিয়ান মক্কার লোকদেরকে একত্রিত করল। ইতিমধ্যে আমরা সেখান থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হলাম। তারা আমাদের খোঁজে বের হল। আমি একটি গুহায় সকাল পর্যন্ত আত্মগোপন করে রইলাম। তারা সারারাত তন্নতন্ন করে আমাদেরকে তালাশ করল; কিন্তু আল্লাহপাক তাদের সামনে সঠিক পথ গোপন করে দিলেন। আমার সঙ্গী বলল ঃ খুবায়ব শূলিতে ঝুলছে। চল, আমরা তাঁকে নামিয়ে দেই। সেমতে আমি তাঁকে শূলি থেকে নামিয়ে দিলাম।

বীরে মাউনার ঘটনা

ইমাম বোখারীর রেওয়ায়েতে হেশাম ইবনে ওরওয়া বলেন ঃ আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, বীরে মাউনায় মুসলমানগণ শহীদ হয়ে গেলে এবং আমর ইবনে উমাইয়া যমরী গ্রেফতার হলে আমের ইবনে তোফায়ল একজন শহীদের দিকে ইশরা করে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইনি কে? আমর ইবনে উমাইয়া বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন আমের ইবনে ফুহায়রা। আমের ইবনে তোফায়ল বলল ঃ তাঁকে শহীদ করার পর আমি দেখলাম তাঁকে আকাশ পর্যন্ত উত্থিত করা হল। আমি তাঁর লাশ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত দেখছিলাম। এরপর তাঁকে যমীনে রেখে দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আমের ইবনে ফুহায়রার শাহাদতের সংবাদ এসে পৌছলে তিনি ছাহাবায়ে-কেরামকে অবগত করান এবং বলেন ঃ তোমাদের ভাইকে শহীদ করা হয়েছে। সে তার প্রতিপালকের কাছে এই আবেদন করেছিল ঃ পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আমাদের এ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে অবহিত কর।

মুসলিম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু লোক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সাথে কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করুণ। তাঁরা আমাদেরকে কোরআন

ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রদান করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্তরজন কারী আনছারকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। গন্তব্য স্থলে পৌছার পূর্বেই ওরা তাঁদেরকে পথিমধ্যে গ্রেফতার করে শহীদ করে দিল। মৃত্যুর পূর্বে কারী সাহাবীগণ আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় হওয়ার সময় আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম এবং তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে নবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণকে বললেন ঃ মুসলমানগণ! তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা দোয়া করেছেন, পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট– এ অবস্থায় আমরা তোমার কাছে পৌছে গেছি। এ বিষয় সম্পর্কে তুমি আমাদের নবীকে অবহিত কর।

বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলাল্লাহ (সাঃ) একটি দল প্রেরণ করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজমান হয়ে প্রথমে আল্লাহতায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, অতঃপর বললেন ঃ মুশরিকদের সাথে তোমাদের ভাইদের মোকাবিলা হয়েছে। মুশরিকরা তাদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে। তাদের কেউ বেঁচে নেই। তাঁরা দোয়া করেছে– পরওয়ারদেগার আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট– এ সংবাদ আমাদের সম্প্রদায়কে পৌছে দাও। হুযূর (সাঃ) আরও বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে। তাঁরা সন্তুষ্ট এবং তাঁদের প্রতি তাঁদের পরওয়ারদেগারও সন্তুষ্ট।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ওরওয়া পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতের সাথে আরও সংযোজন করে বলেন যে, আমের ইবনে তোফায়ল আমর ইবনে উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি তোমার সঙ্গীগণকে চিন? আমর বললেন ঃ জ্বি হাঁ। অতঃপর আমের শহীদগণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগল, অতঃপর বলল ঃ তুমি তাদের মধ্যে কাকে দেখছ না? আমর বললেন ঃ হযরত আবূ বকরের গোলাম আমর ইবনে ফুহায়রাকে দেখছি না।

আমের জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমাদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা কিরূপ ছিল? আমের বললেন ঃ তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন।

আমের বলল ঃ আমি তোমার কাছে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করছি। তাঁকে এ ব্যক্তি বর্শা দিয়ে আঘাত করল, অতঃপর সে তার বর্শা ক্ষতস্থান থেকে বের করে আনল। এরপর কেউ তাঁকে আকাশে তুলে নিল। আমি তাঁকে দেখছিলাম না। আমেরের ঘাতক জাব্ব ইবনে সলমী কেলাব গোত্রের লোক ছিল। সে বর্ণনা করে, যখন আমি তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম, তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ, আমি সফল হয়ে

গেছি। এরপর আমি যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম। আমের ইবনে ফুহায়রার শাহাদত এবং তাঁকে আসমানে তুলে নেয়ার যে দৃশ্য আমি দেখলাম, তাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ” হয়ে গেল।

রাবী বর্ণনা করেন– যাহহাফ কেলাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লেখল, ফেরেশতারা হযরত আমেরের শবদেহকে গোপন করে ফেলেছে এবং ইল্লিয়্যীনে নামিয়ে দিয়েছে।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, আমের (রাঃ)-কে আসমানে উঠানো হয়েছে, এরপর যমীনে নামানো হয়েছে এবং এরপর তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন। এতে করে বোখারীর ওরওয়া থেকে বর্ণিত প্রথম রেওয়ায়েতের সাথে সমন্বয় সাধিত হয়ে যাবে। কেননা, তাতে আমেরকে যমীনে রেখে দেয়ার কথা বলা আছে। আমরা মাগাযী মূসা ইবনে ওকবা গ্রন্থে এ ঘটনা প্রসঙ্গে ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেছি যে, হযরত আমেরের দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি। মানুষের ধারণা ফেরেশতারা তাঁর লাশ গোপন করে ফেলেছে।

ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ এরপর ইমাম বায়হাকী ওরওয়া থেকে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, আমেরকে হত্যা করা হলে তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। এমনকি, আমি তাঁকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে প্রত্যক্ষ করছিলাম, কিন্তু এ রেওয়ায়েতে হযরত আমেরকে অতঃপর যমীনে রেখে দেয়ার কথা নেই। মোট কথা, এই রেওয়ায়েত দ্বারা হাদীসের সবগুলো তারকা শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং আকাশে তাঁর লাশ দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাওয়ার বর্ণনা একাধিক হয়ে গেছে।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা আকাশে উত্থিত হয়েছেন এবং তাঁর শবদেহ পাওয়া যায়নি। মানুষের ধারণা ফেরেশতারা তাঁকে গোপন করে ফেলেছে।

যাতুর-রিকার যুদ্ধ

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে জেহাদের জন্যে নজদ অভিমুখে রওয়ানা হলাম। ফেরার পথে একদিন এক কন্টকাকীর্ণ উপত্যকায় 'কায়লুলা' তথা দিবাভাগে বিশ্রামের সময় এসে গেল। নবী করীম (সাঃ) নিচে অবতরণ করলেন এবং ছাহাবায়ে কেরামও উপত্যকায় ছায়া বিশিষ্ট বৃক্ষের খোঁজে ছড়িয়ে পড়লেন। হুযূর (সাঃ) একটি ঝাউ বৃক্ষের ছায়ায় নামলেন এবং তরবারি বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে দিলেন। অন্যরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে আপন আপন পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বৃক্ষের

নিচে লম্বা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর আমরা শুনলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা তাঁর কাছে এলাম। দেখি কি, জনৈক বেদুঈন তাঁর সামনে উপবিষ্ট আছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এ ব্যক্তি আমার তলোয়ার নামিয়ে নেয়। আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তরবারি তার হাতে কোষমুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। সে আমাকে হুংকার দিয়ে বললঃ তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ। অতঃপর সে তরবারি কোষবদ্ধ করে বসে পড়ল।

রাবী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেদুঈনকে ভর্ৎসনাও করলেন না।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) মাহারিবে-খাছফা থেকে নখল নামক স্থান পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। একবার মুসলিম বাহিনীর অনবধানতা লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষের গোরিছ ইবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হল। সে তরবারি উঁচিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগল ঃ আপনাকে কে রক্ষা করবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ! একথা শুনেই আগন্তুকের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তরবারি হাতে নিয়ে ওকে বললেন ঃ এবার তাকে কে রক্ষা করবে? সে বলল ঃ আপনি মহৎ ব্যক্তি! একথা শুনে হুযূর (সাঃ) ওকে ছেড়ে দিলেন। সে সঙ্গীদের কাছে এসে বলল ঃ আমি তোমাদের কাছে একজন সর্বোত্তম ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) ছফর মাসে রওয়ানা হলেন। তিনি একটি বৃক্ষের নিচে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর তরবারিটি একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এক বেদুঈন এসে তরবারি কোষমুক্ত করে তাঁর মাথার উপর দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ মোহাম্মদ! তোমাকে কে [illegible]বে? হুযূর (সাঃ) জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ। একথা শুনেই বেদুঈন কাঁপতে লাগল। সে তরবারি রেখে চলে গেল।

বায়হাকী অন্য এক সনদে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে নখল নামক স্থানে যোহরের নামায পড়ালেন। মুশরিকরা তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করল, এরপর বলতে লাগলঃ তাঁকে এখন থাকতে দাও। এ নামাযের পর তাঁর এমন একটি নামায আছে, যা তাঁর কাছে সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয়। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁকে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতঃপর হুযূর (সাঃ) "ছালাতুল-খওফ" (যুদ্ধকালীন নামায) আদায় করলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জুহায়না গোত্রের একটি দলের বিরুদ্ধে জেহাদ করলাম। ওরা

তুমুল যুদ্ধ করে। আমরা যখন যোহরের নামায সমাপ্ত করলাম, তখন মুশরিকরা বলাবলি করল ঃ হায়, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমরা যদি নামাযের মধ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করতাম, তবে তাদেরকে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতাম। যাক, তাদের আর একটি নামায আছে, যা তাদের কাছে সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয়। অতঃপর জিবরাঈল এসে হুযূর (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। ফলে আল্লাহর রসূল (সাঃ) যুদ্ধকালীন নামায আদায় করলেন।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু আইয়াশ যরকী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে আসফান নামক স্থানে ছিলাম। মুশরিকদের সেনানায়ক ছিলেন খালিদ ইবনে ওলীদ। তারা বলাবলি করল ঃ মুসলমানরা এমন অবস্থায় ছিল যে, আমরা ইচ্ছা করলে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদেরকে কাবু করতে পারতাম। অতঃপর যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে কসরের আয়াত নাযিল হল।

ওয়াকেদীর রেওয়ায়েতে খালিদ ইবনে ওলীদ বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) যখন হুদায়বিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন, তখন আমি মুশরিকদের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে বের হলাম। তিনি সাহাবীগণসহ আসফানে ছিলেন। আমি তাঁর সম্মুখে এসে মোকাবিলার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদের দৃষ্টির সামনে সকলকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। আমরা তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করেও পরক্ষণে মত পাল্টে গেল। তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা জেনে ফেললেন। সেমতে তিনি আছরের ওয়াক্তে সঙ্গীগণকে যুদ্ধকালীন নামায পড়ালেন।

মুসলিম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যাতুর-রিকা যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হলাম এবং একটি প্রশস্ত উপত্যকায় পৌঁছলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রওয়ানা হলে আমি এক বালতি পানি নিয়ে সঙ্গে চললাম। হুযূর (সাঃ) কোন আড়াল পেলেন না। অবশেষে দেখলেন, উপত্যকার এক প্রান্তে দু'টি বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একটির কাছে যেয়ে সেটির শাখা ধরে বললেন ঃ আল্লাহর নির্দেশে আমার অনুগামী হয়ে যা। বৃক্ষটি অমনি সেই উটের মত তাঁর অনুগামী হয়ে গেল, যে তার নাকারশি ধারকের পিছনে পিছনে চলে। এরপর তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষের কাছে এসে একই কথা বললেন। সে-ও তেমনি তাঁর অনুগামী হয়ে গেল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় বৃক্ষকে মিলিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর নির্দেশে কাছাকাছি হয়ে যা। বৃক্ষ দু'টি কাছাকাছি হয়ে গেল। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি এক জায়গায় বসে পড়লাম এবং আপন মনের সাথে কথা বলতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি কি, নবী করীম (সাঃ) সম্মুখ দিয়ে আগমন করছেন এবং বৃক্ষদ্বয় পৃথক হয়ে আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। এরপর আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

রইলেন। অতঃপর মাথায় ডানে বামে ইশারা করলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন ঃ জাবের, আমি যেখানে দন্ডায়মান ছিলাম, সে স্থানটি তুমি লক্ষ্য করেছ? আমি বললামঃ হাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ ঐ বৃক্ষ দু'টির কাছে যাও এবং প্রত্যেক বৃক্ষ থেকে একটি করে শাখা কেটে আন। যখন আমার দাঁড়ানোর জায়গায় পৌঁছবে, তখন একটি শাখা ডান দিকে এবং একটি বাম দিকে ফেলে দিবে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি একটি পাথর নিয়ে সেটি ভেঙ্গে ধারাল করলাম। অতঃপর বৃক্ষ দু'টির কাছে এসে প্রত্যেক বৃক্ষ থেকে একটি করে ডাল কাটলাম। উভয় ঢাল টেনে টেনে সেই স্থানে নিয়ে এলাম, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর একটি ডাল ডান দিকে এবং একটি বাম দিকে ফেলে দিলাম। অতঃপর হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা বললেন, আমি তাই করলাম, কিন্তু রহস্য বুঝা গেল না। তিনি বললেন, ঃ আমি দু'টি কবরের কাছ দিয়ে গমন করেছিলাম। কবরবাসীদের আযাব হচ্ছিল। আমি তাদের সুপারিশ করতে চাইলাম। সম্ভবতঃ এই শাখা দু'টি সবুজ ও সতেজ থাকা অবধি তাদের আযাব হালকা হতে পারে।

এরপর আমরা লশকরের মধ্যে পৌছলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, লোকদের মধ্যে ওযূর ঘোষণা করে দাও। আমি ওযূ করে নেয়ার জন্যে ঘোষণা করলাম। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কাফেলার মধ্যে পানির বড় অভাব। জনৈক আনছারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে মশকে পানি ঠাণ্ডা করত। তিনি বললেনঃ সেই আনসারীর কাছে যেয়ে দেখ মশকে কিছু পানি আছে কিনা। আমি গেলাম। দেখলাম মশকের মুখে কয়েক ফোঁটা পানি আছে। মশক উপুড় করলে মশকের শুকনো অংশ সেই পানি পান করে ফেলবে। আমি হুযূরের কাছে এসে একথা বললে তিনি বললেন ঃ মশকটি নিয়ে আস। আমি মশকটি আনলে তিনি সেটি হাতে নিলেন, অতঃপর মুখে কিছু বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে মশকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর মশকটি আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ ঘোষণা করে দাও, পানির জন্য যেন সবাই পাত্র নিয়ে আসে। আমি তাই করলাম। বড় একটি পাত্র আনা হল। লোকজন সেটি বহন করে এনেছিল। আমি পাত্রটি হুযূরের সামনে রেখে দিলাম। তিনি আপন হাত তাতে বুলিয়ে অঙ্গুলিসমূহ প্রশস্ত করতঃ পাত্রের গভীরে রেখে দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেনঃ জাবের, সেই মশকটি নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে আমার হাতের উপর ঢেলে দাও। আমি তাই করলাম। হঠাৎ দেখি কি, হুযূরের অঙ্গুলিসমূহের মাঝখান থেকে পানি উথলে উঠছে। অবশেষে পাত্রটি পানির তোড়ে ঘুরে গেল এবং ভরে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, ঘোষণা কর, যার পানির প্রয়োজন

হয়, সে আসুক। সেমতে সাহাবীগণ এসে পানি নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি যখন পাত্র থেকে হাত তুললেন, তখনও পাত্র পানিতে পূর্ণ ছিল।

সাহাবায়ে-কেরাম হুযূর (সাঃ)-কে ক্ষুধার কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ সত্বরই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে খাওয়াবেন। সেমতে আমরা সমুদ্র পারে গেলাম। সমুদ্র একটি বিরাটকায় মৎস্য বাইরে নিক্ষেপ করল। আমরা সমুদ্র তীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করলাম। মৎস্য ভাজা করলাম এবং পেট পুরে আহার করলাম। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, অতঃপর আমরা পাঁচ ব্যক্তি মৎস্যের চোখের কোটরে ঢুকে গেলাম। আমরা সেটির একটি পাঁজরের হাড্ডি সঙ্গে আনলাম। সেটিকে ধনুকের মত বাঁকা করে খাড়া করলে কাফেলার দীর্ঘতম ব্যক্তি বৃহত্তম উটে সওয়ার হয়ে মাথা নিচু না করেই এপার থেকে ওপারে চলে গেল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে 'যাতুর-রিকা' যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন হাররাহ-ওয়াকেসে ছিলাম, তখন এক বেদুঈন মহিলা তার পুত্রকে নিয়ে এল। সে আরজ করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পুত্র আমার অবাধ্য হয়ে গেছে। ওর ঘাড়ে শয়তান সওয়ার হয়েছে। হুযূর (সাঃ) পুত্রের মুখ খুললেন এবং তাতে মুখের থুথু দিয়ে তিন বার বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছিত হও। আমি আল্লাহর রসূল। এরপর মহিলাকে বললেন ঃ তোমার পুত্রকে নিয়ে যাও। এর শয়তান আর কখনও এসে একে প্ররোচিত করবে না। আমরা যুদ্ধ শেষে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন সেই মহিলা আবার এল। হুযূর (সাঃ) তাকে তার পুত্রের হালচাল জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল ঃ যে শয়তান তার কাছে আসত সেটি আর আসে না। এরপর আমরা হাররার নিম্নভূমিতে পৌঁছলে সম্মুখ থেকে একটি উট দৌড়ে এল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমরা জান এ উটটি কি বলেছে? সে তার মালিকের মোকাবিলায় আমার কাছে সাহায্য চায়। তার মালিক কয়েক বছর ধরে তাকে কৃষিকাজে নিয়োজিত রেখেছে। এখন তাকে যবেহ করতে চায়। জাবের, তুমি যেয়ে তার মালিককে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি আরয করলামঃ হুযূর, আমি তাঁর মালিককে চিনি না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, সে উটটি আমার আগে আগে দ্রুত গতিতে চলল এবং আমাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিল। আমি মালিককে নিয়ে এলাম। হযরত জাবের বর্ণনা করেন, 'যাতুর-রিকার' যুদ্ধ ছিল আসলে আশ্চর্য অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীতে পূর্ণ।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জেহাদের জন্যে রওয়ানা হলে আমার উট ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং আমাকেও ক্লান্ত করে দিল। হুযূর (সাঃ) আমার কাছে এলেন এবং

জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কি? আমি বললাম ঃ আমার উট অলস হয়ে গেছে এবং আমাকেও ক্লান্ত করে দিয়েছে। ফলে আমি পশ্চাতে থেকে যাচ্ছি। হুযূর (সাঃ) নিজের ঢাল দিয়ে উটকে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ এখন সওয়ার হয়ে যাও। এরপর অবস্থা এই দাঁড়াল যে, আমি সেই উটকে হুযূর (সাঃ)-এর অগ্রে চলে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতাম।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আমরা যখন 'যাতুর-রিকার' যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন ওলবা ইবনে যিয়াদ হারেসী তিনটি উট পাখীর ডিম নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই ডিমগুলো উটপাখীর বাসায় পেয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, ডিমগুলো নিয়ে রান্না কর। আমি সেগুলো পাকিয়ে একটি বড় পেয়ালায় করে নিয়ে এলাম। আমি রুটি খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ রুটি ছাড়াই ডিমগুলো খাওয়া শুরু করলেন। তাঁরা তৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পর ডিম তেমনি রয়ে গেল, যেমন পূর্বে ছিল। এরপর সেই ডিম সাহাবীগণ সকলেই খেলেন এবং আমরা পরিতৃপ্ত অবস্থায় জেহাদের জন্যে রওয়ানা হলাম।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমরা 'বনী-আনমার' যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন ঃ তাঁর অবস্থা কি? আল্লাহ ওর গর্দান মারুন। কথাটি সে ব্যক্তি শুনল। সে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে আমার গর্দান মারা হোক। হুযূর বললেন ঃ জ্বি, হাঁ, আল্লাহর পথে। পরে লোকটি বাস্তবিকই শহীদ হয়ে গেল।

যাতুর-রিকা যুদ্ধকেই বনী আনমার যুদ্ধ বলা হয়।

খন্দক যুদ্ধ

বায়হাকী হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আজকের পরে মুশরিকরা তোমাদের সাথে কখনও নিয়মিত ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করবে না। সেমতে কোরায়শরা এর পরে মুসলমানদের উপর আর কোন আগ্রাসী যুদ্ধ করতে পারেনি।

বোখারী ও মুসলিম সোলায়মান সরদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী মোকাবিলা করে প্রত্যাবর্তন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন আমরা তাদের সাথে জেহাদ করব। ওরা আমাদের উপর চড়াও হতে পারবে না; বরং আমরাই তাদের দিকে যাব।

বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননকালে একটি বৃহৎ পাথর নির্গত হল। ছাহাবায়ে কেরাম নবী করীম

(সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলেনঃ পরিখায় একটি কঠিনতম পাথর নির্গত হয়েছে; ফলে আমাদের কোদাল অকেজো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাথরের কিছু হচ্ছে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি পরিখায় নামছি। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরা সকলে তিন দিন যাবত অভুক্ত ছিলাম। হুযূর (সাঃ) কোদাল হাতে নিলেন এবং পাথরে সজোরে আঘাত করলেন। পাথরটি ভেঙ্গে বালুকার স্তুপের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে গৃহে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি গৃহে এসে স্ত্রীকে বললাম ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে ক্ষুধাকাতর দেখে সহ্য করতে পারলাম না, তাই গৃহে চলে এলাম। তোমার কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য আছে কি? স্ত্রী বলল ঃ আমার কাছে যব আছে, আর আছে একটি ছাগলছানা। আমি ছাগলছানাটি যবেহ করলাম এবং স্ত্রী যব পিষল। অবশেষে আমরা গোশত হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলাম।

অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গৃহে যৎসামান্য খাদ্য আছে। আপনি আরও একজন দু'জনকে নিয়ে চলুন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ খাদ্য কি পরিমাণ আছে? আমি পরিমাণ বললে তিনি বললেন ঃ অনেক আছে, ভাল, খুব ভাল। তিনি আরও বললেনঃ তোমার স্ত্রীকে বলে দাও, আমি না আসা পর্যন্ত যেন উনুন থেকে হাঁড়ি না নামায় এবং চুল্লি থেকে রুটি বের না করে। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ চল। সকল মুহাজির ও আনসার দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত জাবের গৃহে এসে স্ত্রীকে বললেন ঃ ওগো শুনেছ, হুযূর (সাঃ) সকল মুহাজির ও আনসার এবং তাদের সঙ্গী সাথী সকল ক্ষুধাকাতর মানুষকে নিয়ে এসে গেছেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হুযূর কি আপনাকে খাদ্যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন? আমি বললামঃ হাঁ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বললেনঃ ভিতরে এস, ভিড় করো না। তিনি নিজ হাতে রুটির টুকরা করে তাতে গোশত রাখতে লাগলেন। তিনি যখন রুটি ও গোশত নিতেন, তখন সাথে সাথে চুল্লী ও হাঁড়ি ঢেকে দিতেন। অতঃপর রুটির টুকরা ও গোশত সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে পরিবেশন করতেন। তিনি এমনিভাবে রুটি ভাঙতে এবং গোশত দিতে লাগলেন। অবশেষে সকলেই তৃপ্ত হয়ে গেল এবং রুটি ও গোশত বেঁচে গেল। তিনি আমার স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি খাও এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে হাদিয়া দাও। তারাও সম্ভবতঃ ক্ষুধার্ত।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এই মেহমানদের সংখ্যা এক হাজার বর্ণিত আছে।

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনে মুগীস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, উম্মে আমের নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে একটি বড় থালা প্রেরণ করলেন, যাতে খেজুর, ঘি ও পনির দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্য ছিল। তিনি তখন স্বীয় তাঁবুতে

হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) কাছে ছিলেন। এ খাদ্য থেকে উম্মে সালামা নিজ প্রয়োজন মোতাবেক আহার করলেন। অবশিষ্ট খাদ্য নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁবুর বাইরে এলেন। তাঁর ঘোষক সকলকে রাতের বেলায় আহারের দাওয়াত দিল। সে মতে এই খাদ্য থেকে খন্দকের সকল যোদ্ধা আহার করলেন। এরপরও খাদ্য তেমনি অবশিষ্ট রয়ে গেল।

আবু ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত আবু রাফে (রাঃ) বলেন ঃ খন্দক যুদ্ধের দিন একটি পাত্রে করে ভাজা করা একটি ছাগল নিয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এলাম। তিনি বললেন ঃ আবু রাফে, আমাকে এই ছাগলের একটি বাহু দাও। আমি দিলাম। তিনি আবার বললেনঃ আমাকে বাহু দাও। আমি অপর বাহুটি দিয়ে দিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ আমাকে বাহু দাও। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, ছাগলের তো দুটি বাহুই হয়। তিনি বললেনঃ যদি তুমি কিছুক্ষণ চুপ থাকতে তবে আমার চাওয়া বাহু দিতে সক্ষম হতে।

মু'জাম গ্রন্থে আবুল কাসেম বগভী মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন , তিনি বলেনঃ খন্দক যুদ্ধে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। পরিখার প্রাচীর আলী ইবনে হাকামের ভাইয়ের পায়ের উপর পড়ে গেলে তার পায়ে জখম হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহ বলে আপন পবিত্র হাত তার পায়ে দিলেন। ফলে পা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়।

আবূ নয়ীম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নবী করীম (সাঃ) কোদাল হাতে নিয়ে একবার সজোরে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ এটা সেই আঘাত, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা রোমের ধনভাণ্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। এরপর দ্বিতীয় আঘাত করে বললেন ঃ এটা সেই আঘাত, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পারস্যের রত্নভাণ্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। এরপর তৃতীয় আঘাত করে বললেন ঃ এটা সেই আঘাত, যার দ্বারা ইয়ামনবাসীদেরকে আমার মদদগার করে আনবেন।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি পরিখার একদিকে কোদালের একটি আঘাত করলাম। নবী করীম (সাঃ) আমার দিকে মুখ ফিরালেন। তিনি যখন দেখলেন, আমি সংকীর্ণ জায়গায় কোদালের আঘাত করে যাচ্ছি, তখন নিজেই পরিখায় নেমে পড়লেন। আমার হাত থেকে কোদাল নিয়ে তিনি একটি আঘাত করলেন। কোদালের নিচে বিদ্যুতের মত চমক সৃষ্টি হল। তিনি আবার সর্বশক্তি দিয়ে দ্বিতীয় আঘাত হানলেন। আবার কোদালের নিচে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এরপর তৃতীয় আঘাত হানলেন। এবারও কোদালের নিচে চমক সৃষ্টি হল। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এই চমক সৃষ্টি হচ্ছে কেন? তিনি

বললেন ঃ প্রথম চমক দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে এয়ামনের উপর বিজয় দান করবেন। দ্বিতীয় চমক দ্বারা আমাকে মুলকে-শাম সহ পশ্চিমা দুনিয়ার উপর বিজয় দিবেন এবং তৃতীয় চমক দ্বারা প্রাচ্যের উপর বিজয় দিবেন।

ইবনে ইসহাক বলেনঃ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে এবং তাঁদের পরে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেনঃ তোমরা যা চাও, জয় করে নাও। সেই সত্তার কসম, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ, যে শহরই তোমরা জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত শহর জয় করবে, সবগুলোর চাবি আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)- কে দান করেছেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন ঃ পরিখার এক অংশে আমাদের সামনে একটি কঠিনতম পাথর পড়ল, যার উপর কোদাল কোন কাজ করছিল না। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবগত করলে তিনি পাথরটি পরিদর্শন করলেন। অতঃপর কোদাল হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে একটি আঘাত করলেন। ফলে এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আমাকে সমগ্র শামের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি শামের লাল রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আঘাত করলেন। এতে পাথরের আর এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আমাকে পারস্যের চাবি দান করা হয়েছে। আমি মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করছি। এরপর তিনি পাথরে তৃতীয় আঘাত করলেন। এতে পাথরের অবশিষ্টাংশও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহু আকবার, আমাকে ইয়ামনের চাবি দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, এক্ষণে আমি এখান থেকেই সানআর দ্বারসমূহ প্রত্যক্ষ করছি।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আওফ মুযনী বলেন ঃ পরিখা খননকালে আমাদের সামনে একটি সাদা চতুষ্কোণ পাথর দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি আমাদের লোহার যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দিল এবং পাথরটি ভাঙ্গা খুবই কঠিন হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি হযরত সালমান (রাঃ)-এর হাত থেকে কোদাল নিলেন এবং এক আঘাতেই পাথরটি ভেঙ্গে দিলেন। পাথরের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ চমক উঠল। ফলে মদীনার উভয় প্রান্তে অবস্থিত সকল বস্তু আলোকময় হয়ে গেল। অন্ধকার রাতের মধ্যে যেন প্রদীপ জ্বলে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহু আকবার বললেন ঃ এরপর দ্বিতীয় আঘাত হানলেন, ফলে পাথরটি আরও ভেঙ্গে গেল।

এবারও এমন চমক সৃষ্টি হল, যাতে মদীনার সকল ঘর বাড়ী আলোকিত হয়ে গেল। রসূল (সাঃ) তকবীর বললেন। এরপর তিনি তৃতীয় বার আঘাত করলেন।